Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com

১৯ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৩ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫০৫ সংখ্যা।। ১৪ পাতা

বুলেটিন সংখ্যা

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু

আজ থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা

দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে দ্রুত পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষিত মাতৃশক্তি ভরসা প্রকল্পের অংশ হিসেবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনার সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে বুধবার থেকেই ৩০০০ টাকা করে পাঠানো শুরু হচ্ছে। তারকেশ্বরে এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুধবার অর্থাৎ আজ থেকেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দেওয়া শুরু হবে। যাঁরা ফর্ম পূরণ করেছেন, তাঁরা টাকা পাবেন। আমরা যা বলি, ভেবেচিন্তেই বলি। উল্লেখ্য, গত বুধবারই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম প্রকাশ করা হয়েছিল। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলারা বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকা পাবেন। যাঁরা এখনও ফর্ম পূরণ করেননি, তাঁদের অ্যাকাউন্টে আগের মতো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকা জমা পড়তে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থ বিতরণ শুরু হবে। এদিন থেকে অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ করার সুযোগ

মিলবে।একদিকে নতুন প্রকল্পের সুচনা, অন্যদিকে পূর্ববর্তী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে একাধিক ভুয়া অ্যাকাউন্টের অস্তিত্ব সামনে এসেছে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ভুয়া অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করতে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে।নবান্নে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, প্রায় ৩০ লক্ষ ভুয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে। তিনি বলেন, এসআইআর তালিকায় নাম বাদ যাওয়া ব্যক্তিরা মিলে অন্তত ৩০ লক্ষ ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলেছে। ৩০ লক্ষ গুণিতক এক হাজার টাকা হিসাব করলেই বোঝা যায়, জনগণের কত হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলাও রুজু করা হবে বলে জানান তিনি।প্রকল্পের ফর্ম পূরণ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের সহযোগিতা চেয়ে বলেন, সরকার বছরে ৩৬ হাজার টাকা দেবে। সামান্য যাচাইয়ে সহযোগিতা করুন।

একই ব্লকে ১৭৩ পুরুষ লক্ষ্মী

নয়া জামানা ঃ রাজ্য জুড়ে মিলছে পুরুষ লক্ষ্মীর খোঁজ! যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অনুদান পেয়েছেন। এবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর -২ ব্লকে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ব্লকের ১৭৩ পুরুষ পাচ্ছিলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা! যা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরে তুমুল চাঞ্চল্য।

অরূপকে পুলিশের তলব

নয়া জামানা ঃ মেসি কাণ্ডে আরও চাপ বাড়ল অরূপ বিশ্বাসের উপর। এবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করা হল রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে আগামী ৪ জুন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও, সরকারিভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন গোট কনসার্টের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত।

প্রশান্ত-ফোনে জল্পনা

নয়া জামানা ঃ তৃণমূলে ক্রমশ বাড়ছে বেসুরো বিধায়কের সংখ্যা! সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে বিধানসভায় সই জালের বিষয়ে স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং সন্দীপন সাহা। এর পরেই দল তাঁদের বহিষ্কার করে। দলের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেন কি না তাঁর জন্য আরও কিছুটা হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। এর মাঝে মঙ্গলবার বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত দাবি করলেন যে, জন সুরজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর তাঁকে ফোন করেছিলেন।

উদ্ধার কন্ডোম-অস্ত্র

নয়া জামানা ঃ মঙ্গলবার বিকেলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইউনিয়ন রুম থেকে ২ ব্যাগ ভর্তি উই পোকায় খাওয়া টাকা উদ্ধার হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কলেজের ভিতরে হদিশ পাওয়া গেল দু'টি বেডরুমের। এই বেডরুমগুলি তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে কানকাটা দেবু ও তাঁর ছেলে শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করতেন বলে অভিযোগ। এই ঘরে ওই তৃণমূল নেতাদের ম্যাসাজ দেওয়া হত বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ধর্নায় মাত্র ৬ বিধায়ক,তৃণমূলের করুন অবস্থা, খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলীয় ভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় এবারও হোঁচট খেলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ওয়াই চ্যানেলে তাঁর ডাকা ধর্না কর্মসূচিতে দলের ৭৮ জন বিধায়কের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৬ জন। সাংসদ ছিলেন পাঁচজন। সব মিলিয়ে ১১ জন জনপ্রতিনিধিকেও পাশে পেলেন না দলনেত্রী।উপস্থিত বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, ববি হাকিম, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দেব ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সাংসদদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন, সামিরুল ইসলাম, দোলা সেন, মালা রায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষণীয়, উপস্থিত নেতাদের

বেশিরভাগই দলের প্রবীণ মুখ। তৃণমূল যে তরুণ নেতৃত্বকে সামনে এনেছিল, তাদের অনুপস্থিতি স্পষ্ট।এটি প্রথম ঘটনা নয়। গত রবিবার কালীঘাটে জয়ী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ২০ জনেরও বেশি বিধায়ক অনুপস্থিত থাকায় সেই বৈঠক বাতিল করতে হয়। নির্বাচনের পর থেকেই দলের দীর্ঘদিনের একাধিক নেতা প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। সংগঠনের ভাঙন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।এই পরিস্থিতিতেও আত্মবিশ্বাসে অটল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্নামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে। জিয়েঙ্গে তো বিজেপি কো হাটাকে যায়েঙ্গে। দলের ভাঙনের জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করে তিনি অভিযোগ করেন, বিধায়ক ও সাংসদদের ভাঙিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।তারকেশ্বর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এত দুরবস্থা! শুনলাম মাত্র কয়েকজন সাংসদ-বিধায়ক গিয়েছেন।

দলটার অবস্থা ফলতার মতো হয়ে গিয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারবার ফোন করেও বিধায়কদের আনতে না পারার প্রসঙ্গ উঠলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উনি তো শুনলাম অসুস্থ, স্যালাইন নিচ্ছেন। অসুস্থ হলে এত ফোন করা যায় নাকি!

আজই মন্ত্রিসভার ৩৫ সদস্যের দপ্তর বণ্টন

নয়া জামানা ঃ বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৪১। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পাঁচজন মন্ত্রী শপথ নেওয়ার পর সোমবার লোকভবনে আরও ৩৫ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যপাল আর এন রবি নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান।নতুন মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, তিন জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী। পাশাপাশি, মন্ত্রিসভায় সাত জন মহিলা প্রতিনিধিও জায়গা পেয়েছেন। যদিও শপথগ্রহণ সম্পন্ন হলেও সোমবার দপ্তর বণ্টন হয়নি। সূত্রের খবর, বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরই নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর ঘোষণা করা হতে পারে।সোমবার রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানান। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকনির্দেশনা এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে গঠিত ডবল ইঞ্জিন সরকারের অংশ হিসেবে নতুন মন্ত্রীরা নিষ্ঠা ও জনসেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস। একই

সঙ্গে 'সোনার বাংলা' গঠনের লক্ষ্যে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

সকাল ১১টায় লোকভবনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ প্রথম পৌঁছন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। পরে একে একে সম্ভাব্য মন্ত্রীরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে একাধিক বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন অর্জুন সিং, তাপস রায়, শংকর ঘোষ, দীপক বর্মন, গৌরীশংকর ঘোষ, স্বপন দাশগুপ্ত, কল্যাণ চক্রবর্তী, অরূপ দাস, দুধকুমার মণ্ডল, অজয় পোদ্দার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শারদত মুখোপাধ্যায় এবং মনোজকুমার ওঁরাও। স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন মালতি রাভা রায়, ইন্দ্রনীল খাঁ এবং রাজেশ মাহাত। এছাড়াও ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানের দিনই নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের জন্য সরকারি গাড়ি বরাদ্দ করা হয় এবং অধিকাংশ মন্ত্রী সরকারি গাড়িতেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। প্রায় এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের জন্য নিরামিষ খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীদের পরিবারের সদস্যরাও।রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন বাংলা গঠনের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রশাসনের বাছাই করা কয়েকজন আমলা ও পুলিশ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষকে অনুষ্ঠানজুড়ে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। পাশাপাশি, বিধানসভার স্পিকার রথীন বসুকে দীর্ঘ সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

আজই বিধানসভায় মিশন ঋতব্রত,

আত্মপ্রকাশ করছে নয়া তৃণমূল !

নয়া জামানা ঃ আজ, বুধবারই কি আত্মপ্রকাশ করবে নতুন তৃণমূল? সদ্য বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের জল্পনায় সরগরম বঙ্গ রাজনীতি। বিধানসভায় শক্তি প্রদর্শন করে নতুন শিবিরের দাবি জানিয়ে চিঠি জমা দেওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, ৫৩-৫৪ জন বিধায়কের সমর্থন পেলে কি রাজ্যে নতুন তৃণমূল-এর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে? এমনকি বিরোধী দলের মর্যাদা কিংবা প্রতীক নিয়ে নতুন বিতর্কও উসকে উঠেছে।

গত কয়েকদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি হতে পারে নতুন তৃণমূল। এমনও আলোচনা চলছে যে, দলীয় প্রতীক জোড়া ফুল নিয়েও আইনি ও রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠতে পারে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূলে ভাঙনের জল্পনা ক্রমশ জোরদার হয়েছে। সেই আবহে বড় সংখ্যায় বিধায়ক ও সাংসদ দল ছাড়তে পারেন বলেও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে।মঙ্গলবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় প্রবেশ করতেই জল্পনা ছড়ায় যে, প্রায় ৫০ জন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়কের সমর্থনসূচক সই-সহ একটি চিঠি জমা দেওয়া হতে পারে। যদিও দিনের শেষে তেমন কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত

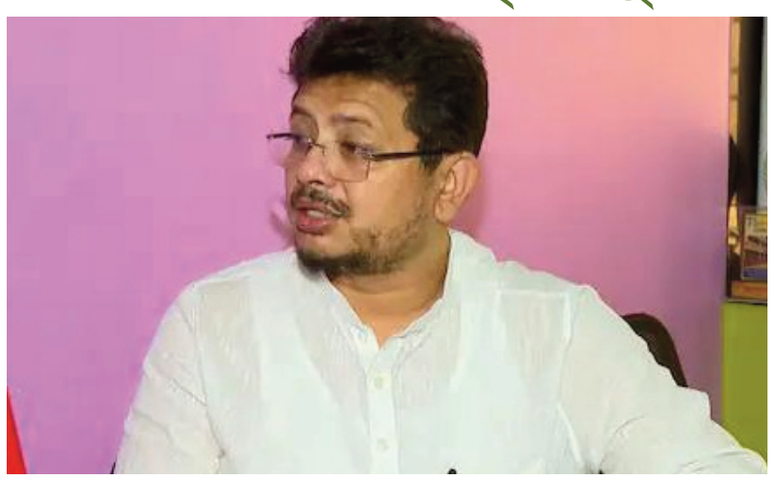

জানান, তিনি ব্যক্তিগত কাজে সেখানে গিয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেন তিনি।

তবে রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, বুধবারই 'নতুন তৃণমূল' সংক্রান্ত চিঠি জমা দেওয়া হতে পারে। সূত্রের আরও দাবি, ৫৩-৫৪ জন তৃণমূল বিধায়কের সমর্থনও নাকি পেয়েছেন ঋতব্রত। চিঠি জমা দেওয়ার সময় ওই বিধায়কদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে।অন্যদিকে, আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক রয়েছে। সেখানে হাওড়ার সমস্ত তৃণমূল বিধায়ক উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ইঙ্গিত, সেই বৈঠকের পরেই বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ হতে পারে।'নতুন তৃণমূল'-এর জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঋতব্রত বলেন, আমি আজ-এ বিশ্বাসী, কাল কী হবে জানি না, বলতে পারব না।তবে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে; শুধুমাত্র ৫০-এর বেশি বিধায়কের সমর্থন কি পরিষদীয় দলে ভাঙনের জন্য যথেষ্ট? ওই সমর্থনের ভিত্তিতে কি নতুন নেতৃত্ব নিজেদের দলীয় উত্তরাধিকার, প্রতীক কিংবা সংগঠনের উপর দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে?

রাজনৈতিক পরিচয় নয়, সামাজিক অবদানকে প্রাধান্য দিন-বার্তা নীতিন নবীনের

নয়া জামানা ঃ সমাজের জন্য কাজ করা মানুষদের পাশে দাঁড়ানো দলের কর্তব্য ; এই বার্তা দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সোমবার রাতে দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে দলীয় পদাধিকারীদের বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করেন, কোনও ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত মানুষদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখা প্রয়োজন।বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা হয়। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানায়, মানুষের আস্থা অর্জনে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় উপস্থিতি অপরিহার্য।বাংলায় সরকার গঠনের পর সংগঠনের ভিত আরও শক্তিশালী করা এবং সমাজের

বিভিন্ন অংশের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলাকেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বাড়ানো, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নবীন। এই নির্দেশ শুধু বাংলার জন্য নয়, দেশের সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।দলীয় সূত্রের মতে, রাজনৈতিক মেরুকরণের আবহে নীতিন নবীনের এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। দলীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক পরিসরে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর ইঙ্গিত হিসেবেই এটিকে দেখছেন দলের অন্দরমহল।

অভিষেক ৩২১টা খুনের আসামি, দাবি অর্জুনের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২১টা খুনের আসামি!ক্ষ এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন অর্জুন সিং। গতকাল, সোমবারই শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অর্জুন সিং। নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন কোন মন্ত্রিত্ব পাবেন, সেই নিয়ে চর্চা চলছে। সেই আবহেই এবার অভিষেককে নিয়ে কড়া মন্তব্য করলেন অর্জুন।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২১টা খুনের আসামি! এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন অর্জুন সিং। গতকাল, সোমবারই শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অর্জুন সিং। নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন কোন মন্ত্রিত্ব পাবেন, সেই নিয়ে চর্চা চলছে। সেই আবহেই এবার অভিষেককে নিয়ে কড়া মন্তব্য করলেন অর্জুন। তৃণমূল কংগ্রেস দল আর থাকবে না, উঠে যাবে। সেই কটাক্ষও তিনি করেছেন।মন্ত্রী হওয়ার পরে আজ, মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্জুন সিং। তিনি এই মুহূর্তে শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মুখ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 2

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

দূরদর্শী পদক্ষেপে জ্বালানি সুরক্ষা

জুন মাসের শুরুতেই বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায়ী মহলে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।তবে শুধুমাত্র মূল্যবৃদ্ধির দিকে নজর দিলে পুরো বিষয়টির বাস্তব চিত্র ধরা পড়বে না।আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা, ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে বৃহত্তর স্বার্থে বিচার করা জরুরি।১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি অবশ্যই রেস্তোরাঁ, হোটেল ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণ হবে।কিন্তু এর পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার যে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সেটিও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য।পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে ন্যূনতম ৩০ দিনের এলপিজি মজুত রাখার পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানি সংকটের কারণে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে,শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে যাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেই লক্ষ্যেই সরকার আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব না হলেও সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখা এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট রোধ করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব।বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে কালোবাজারি ও বেআইনি মজুতদারির বিরুদ্ধে সরকারের কড়া অবস্থান।অতীতে দেখা গেছে,গুজব বা আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে অসাধু চক্র সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। এবার প্রশাসন শুরু থেকেই সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে যা বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।এটাও মনে রাখা দরকার যে,এই মূল্যবৃদ্ধি মূলত বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে হয়েছে। সাধারণ গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সহায়তা ও ভর্তুকিমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে চলেছে।ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টাই বর্তমান সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য।বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে জ্বালানি খাতে দূরদর্শী পরিকল্পনার কোনও বিকল্প নেই।সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি হয়তো কিছুটা চাপ সৃষ্টি করবে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য সংকট থেকে দেশকে সুরক্ষিত রাখাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্র সরকারের পদক্ষেপকে সময়োপযোগী ও দায়িত্বশীল বলেই মনে হয়।দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সেলুলয়েডের সততা ও রাজনৈতিক অসময়ের কিছু প্রশ্ন

সুনীল মাইতি
সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শিল্পীর মৃত্যু কেবল একটা শরীরী অবসান নয়;অনেক সময় তা একটি সময়ের বিবেককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। পরিচালক অনীক দত্তের অকাল ও আকস্মিক প্রস্থান বাংলা সংস্কৃতি জগৎকে যেমন স্তব্ধ করেছে; তেমনই পর্দার পেছনের কিছু চেনা অস্বস্তি ও রাজনৈতিক চোরা চোরাস্রোতকে আবার সমক্ষে এনে ফেলেছে। অনীক দত্ত কেবল একজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন এই সময়ের অন্যতম এক সোচ্চার; আপোষহীন কণ্ঠস্বর। তাঁর চলে যাওয়ার সমান্তরালে যে প্রশ্নগুলো দানা বাঁধছে; তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এ রাজ্যের বর্তমান শিল্প -রাজনীতি ও মুক্তচিন্তা স্পার এক জটিল রসায়ন।

অনীক দত্তের চলচ্চিত্র জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়; তাঁর প্রথম ছবি 'ভূতের ভবিষ্যত' দিয়েই তিনি বাঙালি দর্শকের মন জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সিনেমা কেবলই নিখাদ বিনোদন ছিল না; হাসির মোড়কে তা ছিল তীব্র এক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রুপ।ক্ষমতার দম্ভ; কর্পোরেট আগ্রাসন আর বাম-ডান নির্বিশেষে রাজনৈতিক ভন্ডামীকে তিনি যেভাবে সেলুলয়েডে বিঁধেছিলেন; তা অনেক 'পাওয়ার করিডোর'-এ অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবিটির মুক্তির পর যেভাবে প্রেক্ষাগৃহ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়েছিল; তা পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে। কোনো আইনি নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই; স্রেফ 'অদৃশ্য' নির্দেশে একটি ছবিকে হল থেকে গায়েব করে দেওয়ার ঘটনা আমাদের রাজ্যের তথাকথিত মুক্তমনস্কতার মুখোশটি খুলে দিয়েছিল। অনীক দত্ত সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়েছিলেন এবং সুপ্রিম কোর্টে জয়ী হয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে শিল্পের স্বাধীনতাকে ক্ষমতার জোরে চিরতরে চেপে রাখা যায় না।

তাঁর এই আপোষহীন মনোভাব ই তাঁকে সমসাময়িক অনেকের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল। যখন টলিউডের একটা বড় অংশ ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা পাওয়ার জন্য; পুরস্কার বা সরকারি কমিটির সদস্য পদের লোভে বশ্যতা স্বীকার করতে ব্যস্ত; তখন অনীক দত্ত ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অন্ধ ক্যাডার ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বামপন্থী চেতনার মানুষ, যিনি চিরকাল শোষিত ও শাসকের ক্ষমতার অপব্যবহার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই 'স্পষ্টবাদী তা'র চড়া মূল্য ও তাঁকে চোকাতে হয়েছে। প্রযোজক না পাওয়া; হল বন্টনের রাজনীতিতে কোণঠাসা হওয়া বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়া, এ সবই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী।তাঁর এই আচমকা মৃত্যুর পর স্বভাবতই কিছু প্রশ্ন উঠছে। একজন সংবেদনশীল শিল্পীকে যেভাবে প্রতিনিয়ত নিজের সৃষ্টিকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থার ((াস্ঠত্রদ্ব) বিরুদ্ধে লড়াই করতে হতো; তা কি তাঁর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলনি? সৃজনশীল মানুষেরা তো আর পাঁচটা মানুষের মতো নন; তাঁদের মনন অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়। দিনের পর দিন প্রান্তিক করে রাখার এই যে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি; তা কি পরোক্ষভাবে একজন শিল্পীর জীবনী শক্তিকে শুষে নেয় না? এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে টলিউডের বর্তমান রাজনৈতিক চালচিত্র। আজ বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ স্পষ্টতই দুটি শিবিরে বিভক্ত, একদল ক্ষমতার চাটুকারিতায় মগ্ন; অন্য দল ভয়ে কুঁকড়ে থাকা নীরব দর্শক। অনীক দত্ত এই দুই শিবিরের বাইরে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করার সাহস দেখাতেন। তাঁর অনুপস্থিতি এখন সেই ক্ষমতার পূজারীদের জন্য কিছুটা স্বস্তি হতে পারে; কিন্তু স্বাধীন চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। সরকারি উৎসবের আলো আর লাল গালিচার চাকচিক্য দিয়ে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয় না; তা অনীক দত্ত তাঁর 'অপরাজিত' ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই তিনি যে কালজয়ী সৃষ্টি উপহার দিয়েছিলেন ;তা ক্ষমতার দম্ভের মুখে এক সপাটে চড় ছিল।

অনিক দত্তের মৃত্যু আমাদের এক গভীর আত্ম দর্শনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমরা কি এমন এক সমাজ তৈরি করছি যেখানে কেবল মেরুদণ্ডহীন তোষামোদকারীরাই পুরস্কৃত হবে? আর যাঁরা সত্য বলবেন; ক্ষমতার ভুল ত্রুটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন; তাঁদেরকে প্রতিনিয়ত কোণঠাসা হয়ে মরতে হবে? অনীক দত্ত চলে গেছেন; কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া প্রশ্ন গুলো বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ ও আপামর দর্শকের বিবেককে তাড়া করে বেড়াবে।

শিল্পীর কোনো দল হয় না; তাঁর একমাত্র পরিচয় তাঁর সততা। অনীক দত্ত সেই সততার শেষ প্রতীকদের একজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দলীয় রাজনীতির কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়তো চলবে; কিন্তু আসল সত্যিটা হলো ,বাংলা সিনেমা একজন নির্ভীক অভিভাবককে হারালো। এখন প্রশ্ন একটাই; আগামী দিনে টলিউডের আর কোনো অনীক দত্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস পাবেন কি; নাকি ক্ষমতার অন্ধ গলিতে হারিয়ে যাবে আগামীর সব 'ভবিষ্যতের ভূত'? উত্তরটা সময়ের গর্ভে তবে লড়াইয়ের যে প্রচেষ্টা তিনি পাকিয়ে দিয়ে গেছেন তা নেভানো সহজ হবে না।

জীবনী

সত্যজিৎ রায়

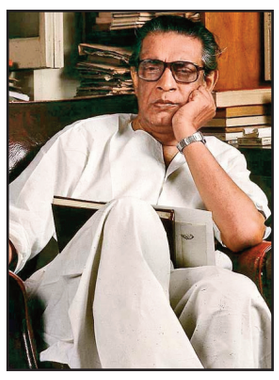

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার লেখক ও চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ২রা মে কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে।তাঁর পিতা সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা রসরাজ ও শিশুসাহিত্যিক এবং পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন একাধারে লেখক, চিত্রশিল্পী, বেহালাবাদক ও প্রযুক্তিবিদ।সুকুমার রায়ের অকালপ্রয়াণের পর সত্যজিৎ রায় তাঁর মা সুপ্রভা দেবীর কাছে মাতুলালয়ে বড় হন।কলকাতার বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তবে পারিবারিক ঐতিহ্যের টানেই ১৯৪০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন এবং নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো মণীষীদের সান্নিধ্যে চারুকলা শিক্ষা লাভ করেন।শান্তিনিকেতনের এই দিনগুলোই তাঁর ভিজ্যুয়াল সেন্স বা চাক্ষুষ বোধকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।১৯৪৩ সালে কলকাতায় ফিরে তিনি 'ডি জে কিমার' নামক একটি ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন সংস্থায় জুনিয়র ভিজ্যুয়ালাইজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।সেখানে কাজ করার পাশাপাশি তিনি 'সিগনেট প্রেস'-এর সাথে যুক্ত হন এবং বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজ শুরু করেন। এই সময় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের শিশুতোষ সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু'-র প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করার সময়ই এই গল্পটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাবনা তাঁর মাথায় আসে। ১৯৫০ সালে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে লন্ডনে গিয়ে তিনি প্রায় সাড়ে চার মাসে ৯৯টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র দেখেন,যার মধ্যে ভিত্তোরিও ডি সিকার ইতালীয় নব্য-বাস্তবতাবাদী চলচ্চিত্র 'বাইসাইকেল থিভস' তাঁকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে।

লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৫২ সালে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা পর্যাপ্ত মূলধন ছাড়াই তিনি 'পথের পাঁচালী'র শুটিং শুরু করেন। নানা আর্থিক অনটন ও প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৯৫৫ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। ছবিটির নব্য-বাস্তবতাবাদী উপস্থাপন, অপুর শৈশব এবং গ্রামীণ বাংলার নিখুঁত চিত্রায়ন আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ১৯৫৬ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এটি 'সেরা মানবিক দলিল' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এরপর তিনি অপুর জীবনের পরবর্তী অংশ নিয়ে 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার' নির্মাণ করেন, যা বিশ্ব চলচ্চিত্রে 'অপু ট্রিলজি' নামে অমর হয়ে আছে।চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি সত্যজিৎ রায় ছিলেন একাধারে চিত্রনাট্যকার, কাস্টিং ডিরেক্টর, রূপসজ্জাকর, শিল্প নির্দেশক এবং সঙ্গীত পরিচালক। তাঁর ছবিতে আবহ সঙ্গীত ও গানের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত পরিমিত ও গভীর। 'জলসাঘর', 'দেবী', 'চারুলতা', 'নায়ক', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে' এবং 'আগন্তুক'-এর মতো কালজয়ী চলচ্চিত্র উপহার দিয়ে তিনি ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।চলচ্চিত্রের সমান্তরালে বাংলা সাহিত্যেও তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।১৯৬১ সালে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের শুরু করা শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' পুনরায় চালু করেন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এর সম্পাদনা ও অলংকরণের কাজ করে যান। তাঁর হাত ধরেই সৃষ্টি হয় বাঙালি কিশোরদের সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র 'ফেলুদা' (প্রদোষচন্দ্র মিত্র) এবং অদ্ভুতুড়ে বিজ্ঞানী চরিত্র 'প্রফেসর শঙ্কু'। তাঁর সহজ, সাবলীল অথচ বুদ্ধিমত্তায় ঠাসা লিখনশৈলী শুধু ছোটদের নয়, সব বয়সের পাঠককেই মুগ্ধ করে।এছাড়া তিনি টাইপোগ্রাফিতেও অসামান্য অবদান রেখেছিলেন এবং 'রায় রোমান' ও 'রায় বিজার'-এর মতো নতুন ফন্ট ডিজাইন করেছিলেন।আজীবন অনন্য সৃষ্টির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশের অজস্র পুরস্কারে ভূষিত হন।ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'ভারত রত্ন' প্রদান করে।এছাড়া তিনি ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ সম্মান 'লেজিওঁ দনর' লাভ করেন।

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মুহাম্মদ নাসেরউদ্দিন আব্বাসী

খ্যাতনামা বাঙালি শিক্ষাবিদ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, স্যার, 'বাংলার বাঘ' আখ্যায় ভূষিত, মহান শিক্ষাবিদ ১৮৬৪ সালের ২৯ জুন কলকাতার ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী (চিকিৎসক), মাতা জগত্তারীনী দেবী। আশুতোষ মুখার্জী ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ডিগ্রি ও ১৮৮৫ সালে গণিতে এম.এ পাস করেন। ১৮৮৬ সালে পদার্থবিদ্যায় এম.এ ডিগ্রি হস্তগত হয়। ১৮৮৪ সালে ঈশান বৃত্তি, ১৮৮৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। জ্যামিতির ওপর তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়।তাঁর জীবনের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারক হওয়া। ১৮৮৮ সালে তিনি বি.এল. ডিগ্রি অধিকার করেন।এরপর আইন পেশা শুরু করেন। ১৮৮০ সালে বিভিন্ন জার্নালে তিনি গণিত বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিনি ১৮৮৭ সালে গণিতের ওপর একাধিক ভাষণ স্মরণীয়। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত Geometry of Conics এবং ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত Law of Perpetuities তার সেরা সৃষ্টি । ১৯০৮ সালে তিনি ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিতে শোভিত হন।১৮৯৮ সালে ট্যাগোর ল অধ্যাপক পদে আসীন হন।

১৯০৪ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির হন। আশুতোষ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৮৮৯ সালে সিন্ডিকেটের সদস্য হলেন। তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য নিয়োগ দেন। ১৯০৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে সম্মানিত হন। এহেন সময় বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত ছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর অভিমতে এ পুঁথিগত, কেতাবি ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ রাজের জন্য কেবল করণিক তৈরিকরছিল। ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভগবত চতুষ্পাঠী'-এর মাধ্যমে শুরু হয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রক্রিয়া । এটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারকবাহক ছিল । ১৯০২ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ডন সোসাইটিতে পরিবর্তিত হয়। ১৯০২ সালে উক্ত সোসাইটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষানীতি জাতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিলাভে ব্যর্থ হয়। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন-এ জাতীয় শিক্ষার সীমা সীমিত হয়ে যায়। এই আইনের কলেবরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ সরকার মনোনীত ইউরোপীয়দের হাতে ন্যস্ত হয়। তাদের অভিপ্রায় ছিল প্রশাসন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে দেশীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করা। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন

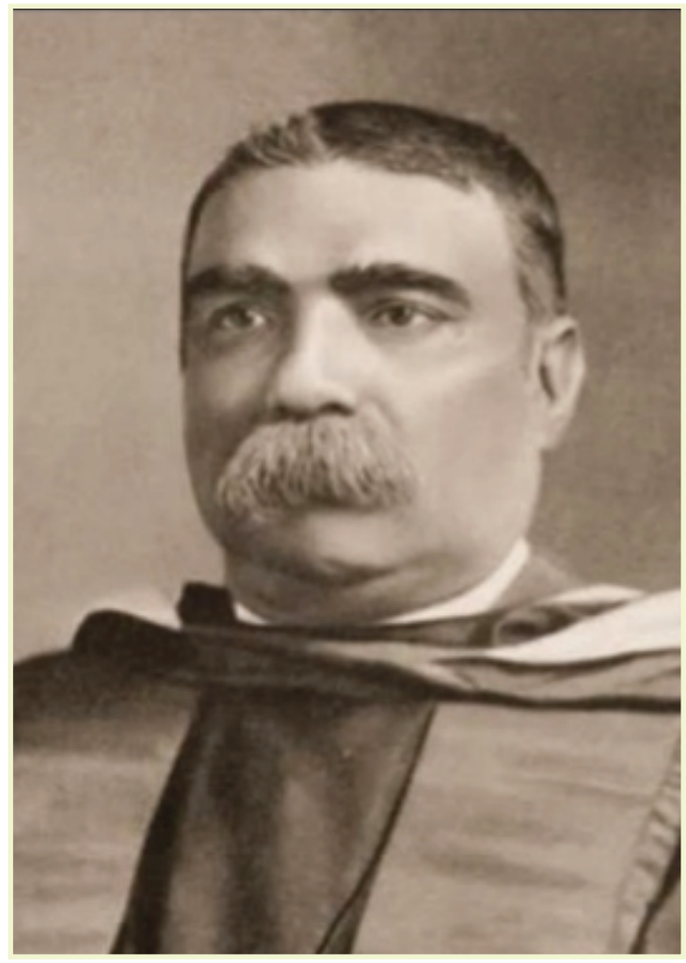

কলেজসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা দেওয়া। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে ।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পৃথক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে আশুতোষ সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি অ্যাকাডেমিক ঐতিহ্য স্থাপন করেছে যা আমাদের রক্ষা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করা সম্ভব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার চেয়েছিলেন, বিপ্লব চাননি। সরকার অনুভব করেছিল যে, আশুতোষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপদ থাকবে, রাজনৈতিক ময়দানে পরিণত হবে না।তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর মধ্যে থেকেই প্রায় সব জাতীয়তাবাদমূলক বিষয়কে কার্যকর করেছিলেন। তিনি কলেজ স্ট্রীট ও রাজাবাজার ক্যাম্পাসে কলা ও বিজ্ঞান শাখার জন্য নতুন বিভাগসমূহ উন্মুক্ত করেন। 'দেশী ভাষা' ও 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' বিভাগ দুটি চালু করেন। বিদেশী ও ভারতীয় খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ অধ্যাপক হিসেবে বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত হন। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত বিভাগের সিলেবাস প্রণয়নে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি ছাত্রদের কল্যাণের জন্য যেমন ব্যগ্র থাকতেন, তেমনি শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যাপারেও তাদের আগ্রহে মান্যতা দিতেন।

আশুতোষ মুখার্জী ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ভাইস-চ্যান্সেলর পদে আসীন হন। এই পর্যায়ে তিনি কলা ও বিজ্ঞান শাখার পি.জি. কাউন্সিলের সভাপতি হন। ১৮৮৯ সাল থেকেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য ও জাতীয় শিক্ষার সুফলগুলি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্ত করেন। জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্টভাবে লক্ষনীয় হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় লক্ষ্যে তাদের কাজকর্মে কোনো অংশেই পেছনের সারিতে ছিল না। তবে কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ছিল।আশুতোষ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্তন করতে পারেনি।তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে ২৫ মে পাটনায় মহান শিক্ষাবিদ পরলোক গমন করেন।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 3

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গ আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

ভোরের ব্রহ্ম মুহূর্ত
আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, নাকি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের বিজ্ঞান ?

নয়া জামানা ঃ ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে যুগ যুগ ধরে নানা মত ও বিশ্বাস প্রচলিত। হিন্দু শাস্ত্রে সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট আগে যে সময়কে 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' বলা হয়, সেই সময়কে ঘিরে রয়েছে বহু আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়কে জ্ঞান অর্জন, ধ্যান, প্রার্থনা ও আত্মবিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হিসেবে মনে করা হয়।শাস্ত্র অনুযায়ী, 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা সৃষ্টিকর্তা এবং 'মুহূর্ত' মানে নির্দিষ্ট সময়খণ্ড। সেই কারণেই বহু মানুষ এই সময়কে 'ঈশ্বরের সময়' বা 'জ্ঞানের সময়' হিসেবেও উল্লেখ করেন।বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, ভোরবেলার পরিবেশ সাধারণত তুলনামূলক শান্ত থাকে,

ফলে মনোযোগ ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখা সহজ হয়। অনেকেই মনে করেন, এই সময় পড়াশোনা, ধ্যান বা ব্যায়াম করলে মনোসংযোগ বাড়তে পারে এবং দিনটি আরও সংগঠিতভাবে শুরু করা সম্ভব হয়।তবে 'ন্যাসেন্ট অক্সিজেন' বেশি থাকা, কাজের ক্ষমতা ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া বা এক ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টার সমান ফল দেওয়া;এমন দাবিগুলির পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনও স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকরা বরং পর্যাপ্ত ঘুম, নির্দিষ্ট রুটিন এবং নিয়মিত শরীরচর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন।মনোবিজ্ঞানীদের মতে, দিনের শুরুতে নিরিবিলি সময় পাওয়া গেলে তা মানসিক চাপ কমাতে, পরিকল্পনা করতে এবং ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

তাই ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা না হলেও, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত ঘুমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই সুস্থ থাকার অন্যতম চাবিকাঠি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি; এই তিনের সমন্বয়েই 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' নিয়ে আলোচনা আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

চুল পড়া বন্ধ করে এই কার্যকরী উপায়

নয়া জামানা ঃ বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাপন, দূষণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে চুল পড়া ও চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও এই সমস্যা এখন সাধারণ হয়ে উঠছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চুলের স্বাস্থ্য মূলত নির্ভর করে শরীরের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি এবং সঠিক জীবনযাত্রার ওপর। চিকিৎসক ও চুল বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বাহ্যিক যত্ন নয়, বরং সুষম খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর রুটিন চুলের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, মজবুত ও সুস্থ চুলের জন্য প্রোটিন, আয়রন, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন এ সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা জরুরি। ডিম, ডাল, মাছ, সবুজ শাকসবজি এবং বাদামের মতো খাবার চুলের গোড়া মজবুত করতে সহায়তা করে। চুলের যত্নে নিয়মিত তেল মালিশকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নারকেল তেল, আমলকি তেল বা ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে সপ্তাহে কয়েকদিন মাথার ত্বকে মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া মানসিক

চাপ চুল পড়ার একটি বড় কারণ হিসেবে উঠে আসছে। চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদি চাপ হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে চুলের স্বাস্থ্যে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। চুল বিশেষজ্ঞরা আরও সতর্ক করেছেন যে, হেয়ার ডাই, হিট স্টাইলিং টুলস এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের অতিরিক্ত ব্যবহার চুলকে দুর্বল করে তুলতে পারে। তাই এসব ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চুল ধোয়ার ক্ষেত্রেও সঠিক নিয়ম মেনে চলা জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞ দেব। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার এবং ধোয়ার পর কন্ডিশনার ব্যবহার চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক উপাদান যেমন অ্যালোভেরা, মেথি, পেঁয়াজের রস ও ভৃঙ্গরাজ চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হয়। এগুলি নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়া মজবুত হয় এবং নতুন চুল গজানোর প্রক্রিয়া উন্নত হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্যাপ্ত জলপান শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখে, যা পরোক্ষভাবে স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা একমত যে, চুলের সুস্থ বৃদ্ধি কেবল বাহ্যিক যত্নের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং সঠিক পুষ্টি, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার সমন্বয়েই তা সম্ভব।

নজরে INSTA

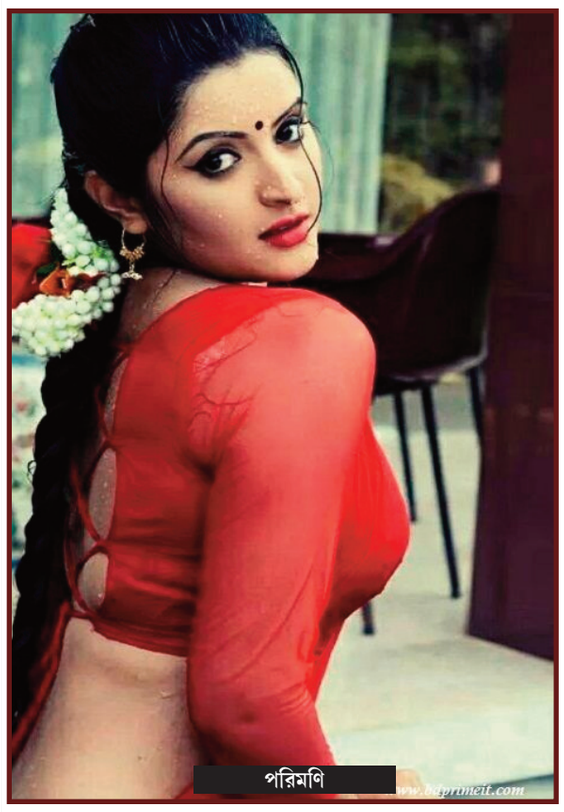

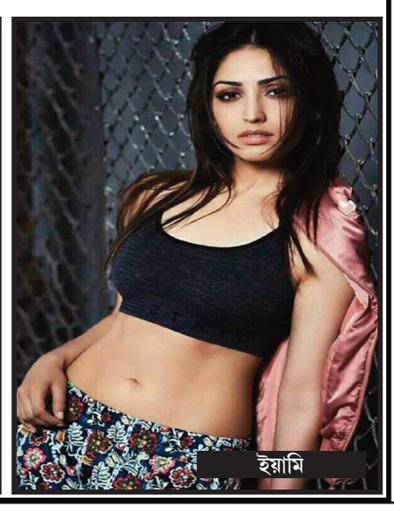

চোখের পরিবর্তনেই কি বোঝা যায় ফ্যাটি লিভার ? বাড়ছে উদ্বেগ

নয়া জামানা ঃ ফ্যাটি লিভার এখন আর শুধুমাত্র প্রবীণদের রোগ নয়। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ, স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং মানসিক চাপের কারণে তরুণদের মধ্যেও দ্রুত বাড়ছে এই সমস্যা। চিকিৎসকদের মতে, উদ্বেগের বিষয় হল;ফ্যাটি লিভার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায়শই কোনো স্পষ্ট উপসর্গ ছাড়াই শরীরের ক্ষতি করে চলে।

লিভার শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, রক্ত পরিশোধন এবং বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ফলে লিভারের কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটলে তার প্রভাব শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে চোখে, দেখা দিতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, চোখের কিছু পরিবর্তন শরীরের ভেতরের সমস্যার ইঙ্গিত দিতে পারে। যেমন;

চোখের সাদা অংশে হলদেটে ভাব
চোখের সাদা অংশে হলুদ আভা
দেখা গেলে তা জন্ডিসের লক্ষণ হতে পারে। লিভারের উপর অতিরিক্ত চাপ বা বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে গেলে এই উপসর্গ দেখা দেয়। এটি গুরুতর লিভার সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে, তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চোখে শুষ্কতা ও জ্বালাভাব
বারবার চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা জ্বালাভাব অনুভব করা শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রদাহ বা বিপাকীয় ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

চোখের নিচে কালো দাগ
পর্যাপ্ত বিশ্রামের পরেও যদি চোখের নিচের কালো দাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি বা লিভারের সমস্যার সম্ভাব্য ইঙ্গিত হতে পারে।

চোখের চারপাশে ফোলাভাব
চোখের পাতা বা চারপাশে অস্বাভাবিক ফোলাভাব শরীরে তরল জমার লক্ষণ হতে পারে, যা লিভারের কার্যকারিতার অবনতির সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

ঝাপসা দৃষ্টি
কিছু ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সঙ্গে ঝাপসা দেখার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে যাঁরা ডায়াবেটিস বা মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় উপসর্গহীন থাকা। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা লিভার ফাংশন টেস্টের মাধ্যমে এটি ধরা পড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, স্থূলতা, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, অতিরিক্ত মিষ্টি ও জাঙ্ক ফুড গ্রহণ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই রোগের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন।

তাঁদের পরামর্শ, চোখের পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি বা শরীরে অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসকদের একাংশের মতে, চোখের উপসর্গ মানেই ফ্যাটি লিভার;এমনটা নয়।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামান ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ
ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম
সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,একটি কড়াই
মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন। এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন।

এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ,
চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 4

মহানগর
নয়া জামানা

ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড
হারার পরে বুঝছেন মমতা ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সুব্রত মুখার্জি নেই, নেই মুকুল, সাধন-সোমেন। মমতা যাঁদের হাত ধরে তৃণমূলের শুরুর দিনে লড়াই করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন রয়েছেন এখন। মাঝের কাহিনি সকলের জানা। মমতা বিরোধী নেত্রী থেকে ক্ষমতার সিংহাসনে বসেছেন। তার জন্য বিরোধী দলের নেত্রী পেরিয়ে এসেছেন লম্বা লড়াইয়ের পথ। ঘাড় ধাক্কা খেয়েছেন, পথ অবরোধ করেছেন, তুমুল বিদ্রোহে রাজপথে নেমেছেন, বিধানসভায় ভাঙচুর করেছেন। ঠিক ১৫ বছরের এদিক ওদিক। সিংহাসন, ক্ষমতার স্বাদ, চোখ বন্ধ করে দলের নেতাদের ভরসা, সেই নেতাদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে অসংখ্য চুরি-দুর্নীতির অভিযোগ, এবং চার নম্বর বার ক্ষমতা জেতার মাথায় একেবারে ভরাডুবি।

দেড় দশকে তৃণমূলের উত্থান যতটা চোখে পড়েছে। পতন যেন চোখে পড়ছে তার থেকেও বেশি। কারণ, এক মাসও হয়নি, তৃণমূল হারার। তার মাঝেই একেবারে বে-আব্রু ঘাসফুল শিবিরের ভিতর। আজ এই নেতা, কাল ওই নেতা, পরশু অমুক সাংসদ, তরশু তুসুক কাউন্সিলর ভুরি ভুরি ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ৮০ বিধায়কের, ২ জন ইতিমধ্যেই দলের অন্দরের কেলেঙ্কারি সোজা বিধানসভায় 'কমপ্লেন' করে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

রইল বাকি ৭৮। তারও সিংহভাগ নাকি জল মাপছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য এই বিক্ষুব্ধ নেতা-নেত্রীদের আবার বড় অংশের ক্ষোভ একজনের বিরুদ্ধে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'আঞ্চলিক দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক' অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। বলছেন দাদা নাকি দাদাগিরি করতেন, দাদার আই প্যাক-ক্যামাক স্ট্রিট মুখ বন্ধ করিয়ে রাখত, দাদা নাকি ছাপিয়ে যেতে চেয়েছিলেন দিদিকেও! দিদি, দাদাকে কিছুই বলতে পারেননি। উলটে হারের পর, দলের নেতাদের বলেছিলেন অভিষেকের জন্য স্ট্যান্ডিং ওবেশন দিতে। ধর্মতলায় এক নেত্রীকে এদিনও বলতে শোনা গেল, তাঁদের সঙ্গে তো মানুষের মতো আচরণই করা হত না এক সময়ে। মিছিল মিটিং ভরে থাকত কর্পোরেট কালচার, হাইভোল্টেজ, ঝ্যাঁকানাকা ভিডিওগ্রাফি, আর ঝাঁ-চকচকে নেতাদের উপস্থিতিতে। তৃণমূলের তৃণমূল স্তরে তাঁরা ছিলেন কি? ছিলেন না। দল হারার পরেও কি তাঁরা আছেন? নেই। নেই, মমতার মন্দির বানানো উচিত বলা 'বুদ্ধিজীবী'রাও। এমনকী ভোটের মুখে ধর্মতলায় মমতার ধরনা মঞ্চে যে উপচে পড়া ভিড়, বহু 'নেতা-নেত্রী'র 'দিদি'র নজরে আসার প্রয়াস ছিল, তাঁরাও কেমন যেন উধাও! সব মিলিয়ে, হারের পর, একসঙ্গে থাকার বদলে, মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল একেবারে মুড়িয়ে যাওয়ার পথে। আর মুড়িয়ে না গেলেও, দুই ফুল, দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার জল্পনা তুমুল।

এই পরিস্থিতিতে, ঠিক ১৫ বছরের মাথায়, বাংলা মঙ্গলে সাক্ষী থাকল, ফের বিরোধী দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে পথে নামতে। মাত্র কয়েকশ কর্মী সমর্থক ছলছল চোখে বুঝিবা দেখলেন ঘাসফুলের শিকড়কে। মমতা কী বললেন, মমতা এখনও কতটা 'ক্রাউড পুলার' সেসব অবশ্যই আলোচনার। কিন্তু ধর্মতলা যেন আরও স্পষ্ট করল, ক্ষমতা ছাড়া মমতার আসল সঙ্গী কারা। ওয়াই-চ্যানেলে, মেরেকেটে তিন-চারশো মানুষের মধ্যে, 'নেতা'র সংখ্যা? সাংসদের মধ্যে ছিলেন মালা রায়, দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ ব্যানার্জি। বিধায়কদ? ৭৮ জনের মধ্যে হাজির হলেন প্রায় এক হাতের আঙুলের সমান। মদন মিত্র, নয়না ব্যানার্জি, শোভনদেব চ্যাটার্জি, ফিরহাদ হাকিম, অশোক দেব, কুণাল ঘোষ, অসীমা পাত্র। তাছাড়া রইলেন, বৈশ্বানর, শীর্ষাণ্য, চন্দ্রিমা, অখিল, কৃষ্ণা, বিশ্বরূপ, তন্ময়, বীরবাহাদের মতো একেবারে হাতে গোনা কয়েকজন। অর্থাৎ, সেই মদন, সেই ফিরহাদ, সেই শোভনদেব, সেই মালা-চন্দ্রিমা! তাঁরা, যাঁরা মমতা যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা হননি, কিংবা ক্ষমতায় এসেছেন সবে, তখন থেকে মিটিং-মিছিল-ময়দানে হেঁটেছেন। তাঁদের বেশিরভাগ একেবারে তৃণমূল কংগ্রেসের শুরুর দিন থেকে মমতার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁরা তখনও মমতার সঙ্গেই ছিলেন, যখন অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে দলের মধ্যে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। অভিষেকের আই প্যাক ধীরে ধীরে কোনঠাসা করছেন বর্ষীয়ানদের, কথা বলতে দিচ্ছেন না বলে একাধিক নেতা সরব হয়েছিলেন, তখনও। তখনও সঙ্গে ছিলেন, যখন একে একে যুব মুখ তুলে আনার কথা বলে বর্ষীয়ানদের সামনে 'বয়সের সীমা' সেট করতে চেয়েছিলেন অভিষেক। শোভনদেবতো গত বিধানসভা ভোটে মমতার জন্য নিজের জেতা আসন ছেড়েও দিয়েছিলেন। শনিবার অভিষেকের সোনারপুর কাণ্ডে মমতার পাশে ছিলেন আরেক শোভন। সায়নী, লাভলি, জুন, দেখা মেলেনি কারও। যুব সমাজের নেতারা কোথায় গেলেন এই সময়ে? যাঁরা আকাশে বাতাসে পজিটিভ এনার্জি মানে অভিষেক ব্যানার্জিকেই বুঝছিলেন! কোথায় গেলেন অল্প বয়সেই টিকিট পাওয়া দেবাংশু-তৃণাঙ্কুর? এই বয়সে, পথে নেমে, তুমুল বিক্ষোভ, হইচই করে সংগঠন ফিরিয়ে আনার কথা ছিল না তাঁদের?

উলটে গত কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে পথে নামছেন সেই কল্যাণ, টিকিট না পাওয়া অসিত মজুমদাররা। আজ যখন মমতা ধর্মতলায় দাঁড়ালেন বিরোধী দলের নেত্রী হয়ে, দাঁড়ালেন ক্ষমতার ক্ষীর-দই থেকে সরে গিয়ে, তখন দেখা গেল, সেই মদন-ফিরহাদ-শোভনদেব-অশোক দেব রইলেন বসে, ভ্যাপসা গরমে। চাইলে এসি-তে বসে থাকতে পারতেন না? পারতেন। কিন্তু থাকেননি। যেমন ওই হাজার হাজার ভিড় শেষে, কয়েকশ কর্মী থাকেননি ঘরে বসে।রাজনীতিতে আবেগ নেই নাকি! তবুও কি নেই?

মেসি কাণ্ডে আরও চাপ
বাড়ল অরূপ বিশ্বাসের উপর

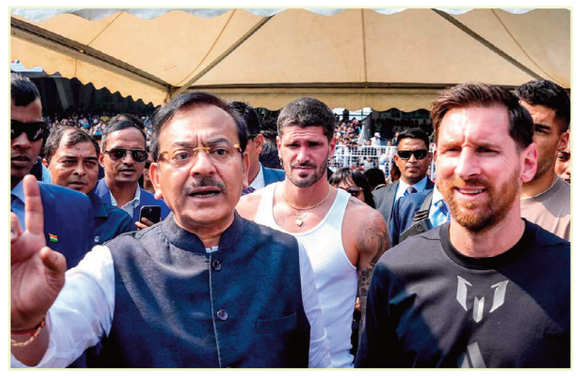

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মেসি কাণ্ডে আরও চাপ বাড়ল অরূপ বিশ্বাসের উপর। এবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করা হল রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে। পুলিশ সূত্রে খ বর, তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে আগামী ৪ জুন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও, সরকারিভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন 'গোট' কনসার্টের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত।গত ১৭ মে শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতির ৩(৫)/ ৩০৮ (২)/ ৩১৮(৪)/৩৫১(২)/৬১(২) ধারা অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, মেসির ইভেন্টের নিরাপত্তায় গাফিলতি, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন মেসির গোট টুরের আয়োজক শতদ্রু। তাঁর অভিযোগ, মেসি ইভেন্টের জন্য প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। এর পাশাপাশি শতদ্রুর অভিযোগ, গা জোয়ারি করে, প্রভাব খাটিয়ে মেসির কাছাকাছি চলে এসেছিলেন তিনি। বিনা অনুমতিতে মেসির গায়ে হাতও দিয়েছিলেন। এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন শতদ্রু। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করল পুলিশ।অরূপকে পুলিশি তলব প্রসঙ্গে শতদ্রু বলেন, তআগেই ডাকা উচিত ছিল। নতুন সরকারের এই পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময় তৎকালীন সরকার নিজের মন্ত্রীকে বাঁচাতে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আগেই অরূপকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। বলে রাখা প্রয়োজন, যুবভারতীতে কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলা মামলায় সবার আগে ইভেন্টের মূল আয়োজক শতদ্রুকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

পরে তিনি জামিন পান। রাজ্যে পালাবদলের পর এই কাণ্ডের ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এরপরই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন শতদ্রু। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই এফআইআর কপি পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'সত্যমেব জয়তে'। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে ধন্যবাদ জানান শতদ্রু।

মমতার ভাই কাজ করতে চান নিশীথ-শুভেন্দুর সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সদ্য নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসে একাধিক ভাঙনের খবর এসেছে। এবার রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী এবং প্রাক্তন দমকলমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির ভাই স্বপন ব্যানার্জি।তিনি ময়দান জগতে বাবুন ব্যানার্জি নামেও পরিচিত। রাজ্যের প্রাক্তন সরকারের একাধিক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন তিনি। এমনকী, অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 'বেইমানি' করার অভিযোগ করেন বাবুন। তিনি রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আজকাল ডট ইনকে বাবুন বলেন, 'আগের থেকে এখন অনেক ভাল আছি। ২০১৩ সাল থেকে আমি দুঃখে ছিলাম। আমার থেকে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমার ক্লাব দখল করে নেওয়া হয়েছে। অরূপ বিশ্বাস বেইমানি করেছে। সুজিত বসু হকি বেঙ্গলে কথা দিয়েও কথা রাখে নি।'তাঁর অভিযোগ, 'আমি এই দুটো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বারবার আমাকে ময়দান থেকে সরানোর চেষ্টা করা হলেও আমি আঁকড়ে পড়ে থেকেছি। কারণ, আমি বরাবর মাঠের লোক।'বাবুন ব্যাখা করেন, 'অনেকে ভাববে আমি সুবিধা নেওয়ার জন্য এখন এগুলো বলছি। কিন্তু এতদিন পরিবারের জন্য মুখ খ লতে পারিনি।' উল্লেখ্য, বাবুন ব্যানার্জি দীর্ঘদিন ধরে মোহনবাগান ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন।বাবুন স্পষ্ট করেন, অঞ্জন মিত্র এবং টুটু বসুর জন্যই এই জায়গা পেয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'গত আড়াই বছর ধরে আমার ওই বাড়িতে যাওয়া বন্ধ। শুধু বছরে দু'দিন যেতাম। ভাইফোঁটা নিতে এবং রাখি পড়তে। এই দু'দিন আমন্ত্রণ করা হত। এই যন্ত্রণা নিয়ে এতদিন কাটিয়েছি।'তিনি বলেন, 'আমি নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে কাজ করতে চাই। নিশীথ প্রামাণিক ডায়নামিক। ওনার কাজ করার ক্ষমতা আছে। বাংলার ক্রীড়াজগতের উন্নতি করতে চান। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কাজ করতে রাজি। উনি তৃণমূলে থাকাকালীন ওনার সঙ্গে কাজ করেছি। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল।'

চালু 'যুবশক্তি'র পোর্টাল !
মাসের শুরুতেই কড়কড়ে ৩০০০ টাকা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ তৃণমূল সরকার চালু করেছিল 'যুবসাথী' প্রকল্প। এদিকে বিজেপি সরকারের প্রতিশ্রুতি 'যুব শক্তি ভরসা কার্ড'। রাজ্যে পালাবদলের পরেই একের পর এক প্রতিশ্রুতি পূরণে জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার।'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা চলতি মাস থেকেই ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ঢুকতে শুরু করবে। এখন রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ৩ হাজার টাকা ভাতার জন্য।'যুব শক্তি ভরসা কার্ড' প্রকল্পের আওতায় বাংলায় কর্মহীন যুবক, যুবতীদের মাসিক ৩০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। যা তৃণমূলের দেওয়া ভাতার তুলনায় দ্বিগুণ।তৃণমূল আমলে বাংলার কর্মহীন যুবক, যুবতীদের মাসে ১৫০০ টাকা পাচ্ছিলেন। বিজেপির চালু করা প্রকল্পে মাসে ৩০০০ টাকা পাবেন তাঁরা।রাজ্যের নতুন সরকার ঘোষণা করেছিল, জুন মাস থেকেই বাংলার কর্মহীন যুবক, যুবতীরা মাসে ৩০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন।বিজেপি সরকারের দাবি, যতদিন না কর্মহীন যুবক, যুবতীদের যথাযথ কর্মসংস্থান হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মাসে ৩০০০ টাকা করে তাঁরা পাবেন।'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে'র মতো আবারও কি 'যুব শক্তি ভরসা কার্ডে'র জন্যেও নতুন করে আবেদন করতে হবে? নাকি পুরনো কাঠামোতেই টাকা ঢুকবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে? যদিও 'যুব শক্তি ভরসা কার্ড' নিয়ে এখনও সরকারি ঘোষণা হয়নি। এই প্রকল্পের ফর্ম, কবে থেকে টাকা ঢুকবে, তাও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু আলোচনা শুরু হয়েছে।জানা যাচ্ছে, বিজেপি সরকার 'যুবসাথী'র ৫৫ লক্ষ উপভোক্তার তথ্য যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তথ্য যাচাইয়ের পরেই সরকারের তরফে 'যুব শক্তি ভরসা কার্ড' নিয়ে ঘোষণা হতে পারে।সূত্রের খবর, 'যুবসাথী' প্রকল্পে যাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের আপাতত আবেদন করতে হবে না 'যুব শক্তি ভরসা কার্ডের' জন্য।'যুবসাথী' প্রকল্পের অধীনে যাঁরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫০০ টাকা পাচ্ছিলেন, তাঁরাই জুন মাস সেই অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা পাবেন ।

কালীঘাটে না গিয়ে রথীন ঘোষের বাড়িতেই 'বিদ্রোহী' তৃণমূল বিধায়কদের বৈঠক!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তৃণমূলের অন্দরে চলা টানাপোড়েনের আবহে এবার চর্চার কেন্দ্রে মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। দলীয় সূত্রের দাবি, রবিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে তাঁকে দেখা যায়নি। একই দিনে তাঁর মধ্যমগ্রামের বাড়িতে কয়েকজন বিধায়কের বৈঠক হয়েছিল বলেও রাজনৈতিক মহলের একাংশে আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরে চলা টানাপোড়েনের আবহে এবার চর্চার কেন্দ্রে মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। দলীয় সূত্রের দাবি, রবিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে তাঁকে দেখা যায়নি। একই দিনে তাঁর মধ্যমগ্রামের বাড়িতে কয়েকজন বিধায়কের বৈঠক হয়েছিল বলেও রাজনৈতিক মহলের একাংশে আলোচনা শুরু হয়েছে। অসমর্থিত সূত্রের দাবি, রবিবার রথীন ঘোষের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে মোট ৯ জন তৃণমূল বিধায়কের একটি বৈঠক হয়েছিল।

ওই বৈঠকে সদ্য বহিষ্কৃত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহাও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে সেখানে মোট কতজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন বা বৈঠকের প্রকৃতি কী ছিল, তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, মঙ্গলবার কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতেও রথীন ঘোষকে দেখা যায়নি বলেই দলীয় একাংশের দাবি। ফলে কালীঘাটের বৈঠকে তাঁকে না দেখা যাওয়া এবং একই দিনে মধ্যমগ্রামের কথিত বৈঠকের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা সামনে আসতে শুরু করেছে।

যদিও বৈঠকের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন রথীন ঘোষ। তিনি শুধু জানিয়েছেন, শরীরের খোঁজ খবর নিতে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তশুধু পেশাদারী কারণেই নয়, সকলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে। কেন আমি মিথ্যে কথা বলতে যাব? রথীন ঘোষের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে দু'একজন বিধায়কও ছিলেন।দ দু'জনের এই মন্তব্যের পর মধ্যমগ্রামের বৈঠক নিয়ে চলা জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। সেখানে মোট কতজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন বা বৈঠকের প্রকৃতি কী ছিল, তার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মঙ্গলবার কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতেও রথীন ঘোষকে দেখা যায়নি বলেই দলীয় একাংশের দাবি। মঙ্গলবার বিধানসভা থেকে বেরতেই স্বাভাবিকভাবে চিঠি নিয়েই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। সেখানেই ঋতব্রত দাবি করেন, চিঠি নিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

গল্পের গরু তো গাছে তুলতে পারবেন না! এদিন সকালে তাপস রায়ের একটি পোস্ট নতুন তৃণমূলের জল্পনা উসকে দিয়েছিল। তা নিয়ে ঋতব্রত বলেন, তউনি কী পোস্ট করেছেন উনি বলতে পারবেন।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উদ্ধার লাখ লাখ টাকা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বড় অভিযোগ করছিলেন বরানগরের বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। একটি ফেসবুক পোস্টে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কয়েকজনের বিরুদ্ধে কলেজের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। তাঁর অভিযোগের স্বপক্ষে একটি ব্যাঙ্কের পাসবুকের ছবিও পোস্ট করেছিলেন। সজলের অভিযোগ ছিল, তাঁদের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তিনি আবেদন করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার। এরপরই মঙ্গলবার লালবাজার পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিকেলের দিকে তারা খবর পান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কর্মীরা সুরেন্দ্রনাথ ডে কলেজ ও সুরেন্দ্রনাথ ইভনিং কলেজের অধ্যক্ষদের উপস্থিতিতে কলেজের পিছনের দিকের একটি গুদামঘর পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় সেখ ানে রাখা দুটি সুটকেসের মধ্যে ময়লা অবস্থায় থাকা প্রচুর ১০০ এবং ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।বিষয়টি নিয়ে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ বলেন, 'এজীবনে আর কী দেখতে হবে। তৃণমূলের ছাত্রনেতারা কলেজের ইউনিয়ন রুমের আলমারিতে লাখ লাখ টাকা সরিয়ে রেখেছে। সেই টাকা উইতে খেয়েছে। কত টাকা থাকলে পরে টাকা উইতে খায়। এই সমস্ত টাকা জনতা টাকা, গরিবের টাকা। এই টাকার বিনিময়ে ভর্তি বিক্রি করা হয়েছে। এদের পুলিশ কিছুই করেনি। এদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তবে পুলিশ কিছুই করেনি। এদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক।এরপর রাতের দিকে কলেজে যান বিধায়ক সজল ঘোষ। তিনি কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সেখানে গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এরপর তিনি বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে সুদীপ ব্যানার্জি এবং নয়না ব্যানার্জি জড়িত। এখান থেকে কালীঘাটে টাকা যেত।

অতিরিক্ত গরমে প্রয়োজনে সকালে স্কুল, জানাল শিক্ষাদপ্তর

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এ বছর গত ১১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি ছিল। পরে তা বৃদ্ধি করে ৩১ মে করা হয়। ১ জুন থেকে চালু হয় স্কুল। আগামী দু'সপ্তাহে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্কুলের সময়ের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হল। গরমের ছুটির পর স্কুলখোলার প্রথমদিনই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিভিন্ন জেলায় গরমের দাপট বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্কুলগুলি নিজেদের মত করে সময় নির্ধারণ করতে পারে। আবহাওয়া অফিসও নিশ্চিত করতে পারছে না, কবে বর্ষা আসবে। দক্ষিণবঙ্গে গরমের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি কবে সরে যাবে। তীব্র গরমের পরিস্থিতির মধ্যেই প্রয়োজনে সকালে স্কুল করা যেতে পারে বলে নির্দেশিকা জারি করেছে শিক্ষা দপ্তর। সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।গরমের ছুটির পর স্কুলখোলার প্রথমদিনই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিভিন্ন জেলায় গরমের দাপট বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্কুলগুলি নিজেদের মত করে সময় নির্ধারণ করতে পারে। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরকে দেওয়া নির্দেশে বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে স্কুলগুলি সকালে ক্লাস করাতে পারে।এ বছর গত ১১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত গরমের ছুটি ছিল। পরে তা বৃদ্ধি করে ৩১ মে করা হয়। ১ জুন থেকে চালু হয় স্কুল। আগামী দু'সপ্তাহে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্কুলের সময়ের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হল।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 5

৫
৩ জুন ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে উত্তরকন্যায় উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক

জোর দেওয়া হল সমন্বয় ও দ্রুত বাস্তবায়নে

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির উপবান্‌লা কার্যালয় উত্তরকন্যায় প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা- এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ২০২৪,২৫ এবং ২০২৬,২৭ অর্থবর্ষের জন্য এই কল্যাণমূলক প্রকল্পের সার্বিক কাঠামো পর্যালোচনা এবং মাঠপর্যায়ে তার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাই ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিনের এই বিশেষ পর্যালোচনামূলক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক, সাংসদ মনোজ টিব্বা এবং বিধায়ক বিশাল লামা সহ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা ও চা খাতের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে মূলত আলোচনা করা হয় কীভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এড়িয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ চা শ্রমিকদের কাছে

পৌঁছে দেওয়া যায়। এছাড়া, আগামী অর্থবর্ষগুলোতে প্রকল্পের পরিধি আরও বৃদ্ধি করার এবং শ্রমিকদের জন্য গৃহীত কল্যাণমূলক উদ্যোগগুলিকে আরও বেশি শক্তিশালী ও জনমুখী করার বিষয়ে বিস্তারিত ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হয়। বৈঠকের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে আপসী সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি। উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও মন্ত্রী একযোগে জানান যে, সঠিক সমন্বয়ের অভাবেই অনেক সময় ভালো প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয়। তাই এবার সরকারি সংস্থা এবং চা শিল্পের প্রতিনিধিদের একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে চা শ্রমিক সম্প্রদায়কে আরও দ্রুত ও কার্যকর উপায়ে সামাজিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি শ্রমিকদের আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি ইতিমধ্যেই চলছে, সেগুলির অগ্রগতি নিয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠক শেষে উপস্থিত সদস্যরা একমত হন যে, প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনার মতো বৃহৎ প্রকল্পগুলি চা বাগানের পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। তবে শুধু সামাজিক উন্নয়নই নয়, এই ধরনের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের ইতিবাচক উদ্যোগগুলি পরোক্ষভাবে ধুঁকতে থাকা চা শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ ঘটাবে। শ্রমিকরা সুরক্ষিত থাকলে বাগানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধিরা।

স্কুল শিক্ষকদের টিউশনের প্রতিবাদে দিনহাটায় বিক্ষোভ

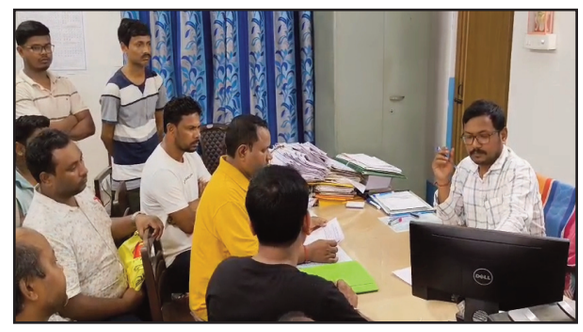

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্কুল শিক্ষকদের একাংশ রমরমিয়ে টিউশন পড়িয়ে যাচ্ছেন; এই অভিযোগে মঙ্গলবার দিনহাটা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) করণে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। কোচবিহারের দিনহাটার এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে অর্থের বিনিময়ে টিউশন পড়াতে পারেন না। কিন্তু দিনহাটা শহরের একাধিক স্কুলের শিক্ষকরা এই নিয়মকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলেছেন। এর ফলে স্কুলের স্বাভাবিক পড়াশোনার পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ গৃহশিক্ষকরা। স্কুলের পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শিক্ষকদের এই গৃহশিক্ষকতা অবিলম্বে বন্ধ করা জরুরি বলে জানান সংগঠনের দিনহাটা শাখার সম্পাদক তপন বর্মন। এদিন কেবল বিক্ষোভ প্রদর্শনই নয়, নিয়ম লঙ্ঘনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫ জন স্কুল শিক্ষকের একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই তালিকায় অভিযুক্ত শিক্ষকরা কে কোন স্কুলে কর্মরত, তারও উল্লেখ রয়েছে। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণ থেকে এই স্মারকলিপি ও তালিকাটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বাসে মহিলা যাত্রীদের গোলাপ দিয়ে অভিনন্দন জানাল বিজেপি

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত পরিষেবা চালু হওয়াকে কেন্দ্র করে এক অভিনব কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লকের ব্রহ্মপুর বাজারে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন ব্রহ্মপুর বাজারে সরকারি বাসগুলি এসে পৌঁছালে বিজেপি কর্মীরা বাসে উঠে মহিলা যাত্রীদের হাতে লাল গোলাপ তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এই যাতায়াত সুবিধা চালু হওয়ায় সাধারণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। তাই এই বিশেষ দিনটিতে নারীদের প্রতি সম্মান ও আনন্দ প্রকাশ করতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। হঠাৎ বাসের মধ্যে এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা ও গোলাপ ফুল পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন সাধারণ মহিলা যাত্রীরাও। ব্রহ্মপুর বাজারের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ ও ইতিবাচক আলোচনা লক্ষ্য করা গেছে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও একঝাঁক কর্মী-সমর্থক।

কর্মসংস্থানের দাবিতে জলপাইগুড়িতে বেকার যুবকদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ভাতা নয়, অবিলম্বে স্থায়ী চাকরির দাবিতে সরব হলো অল বেঙ্গল ইউথ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিভাগীয় আধিকারিকদের কাছে একটি স্মারকলিপি বা ডেপুটেশন জমা দেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ২০১৩ সালে রাজ্য সরকার এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক চালু করে বেকার যুবক-যুবতীদের মাসিক ১৫০০ টাকা ভাতা এবং সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ এক দশক পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতির সিংহভাগই আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বহু যোগ্য প্রার্থী নাম নথিভুক্ত করে কর্মসংস্থানের আশায় বসে আছেন। সংগঠনের সভাপতি মনতোষ সরকার স্পষ্ট জানান, সামান্য ভাতার বদলে যুবসমাজ এখন স্থায়ী কাজ চায়। দ্রুত সমস্ত সরকারি শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হলে আগামী দিনে রাজ্য জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এদিনের কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু চাকরিপ্রার্থী শামিল হন।

জলাশয়ে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু দুই স্কুল পড়ুয়ার, রাজগঞ্জে শোকের ছায়া

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের মান্দাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পারমুন্ডা এলাকায় জলাশয়ে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। মৃত কিশোরদের নাম কৃষ্ণ মণ্ডল (১৪) ও দীপ বিশ্বাস (১৪)। তারা ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর এলাকার বাসিন্দা ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন চার বন্ধু মিলে পারমুন্ডা এলাকায় বেড়াতে এসেছিল

এবং সেখানে একটি জলাশয়ে স্নান করতে নামে। আচমকাই তাদের মধ্যে দুজন জলের তলায় তলিয়ে যায়। এক বন্ধু দৌড়ে এসে স্থানীয়দের খবর দিলে বাসিন্দারা দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে কিশোর দুটির নিথর দেহ উদ্ধার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ভোরের আলো থানা ও গজলডোবা ফাঁড়ির পুলিশ এবং বনদপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই মর্মান্তিক অকাল মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকা এবং পরিবারজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খড়িবাড়িতে নিম্নমানের রাস্তা নির্মাণ, বিডিও-র কাছে গ্রামবাসীদের স্মারকলিপি

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি ব্লকের কাঁঠিয়াজোত গ্রামে 'পথশ্রী' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেঞ্চ পাহানের বাড়ি থেকে কাঁঠিয়া বিদ্যালয় পর্যন্ত ২.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তার কাজ যথাযথ নিয়ম না মেনে এবং অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে করা হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, রাস্তার প্রায় দেড় কিলোমিটার অংশে কাজ হলেও তা ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়ছে।

ঠিকাদার সংস্থাকে জানিয়েও কোনো লাভ না হওয়ায়, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা এলাকা পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন বলে দাবি গ্রামীণদের। এই পরিস্থিতিতে, মঙ্গলবার খড়িবাড়ির ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, নিম্নমানের রাস্তাটি সম্পূর্ণ তুলে ফেলে নতুন করে তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ করতে হবে। দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামীতে বৃহত্তর গণআন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

বিক্ষোভের জেরে দিনহাটায় ভেস্তে গেল গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই কোচবিহারের দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা বিক্ষোভের ভয়ে অফিসে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। মঙ্গলবার গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার একটি সভা ডাকলে সেখানে শুধুমাত্র আরজিনা খাতুন নামে এক সদস্য উপস্থিত হন। অভিযোগ, তিনি

অফিসে আসতেই নব্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় এবং হেনস্থা করে। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আর কোনো সদস্য না আসায় শেষ পর্যন্ত সভাটি ভেস্তে যায়। আক্রান্ত সদস্যার দাবি, তিনি বিজেপির টিকিটে জিতলেও পরিস্থিতির চাপে তার স্বামী তৃণমূলে যোগ দেন, যার জেরেই এই হেনস্থা। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা দিলীপ বর্মন ও বিশ্বজিৎ বর্মনের দাবি, কোনো হেনস্থা করা হয়নি। পঞ্চায়েত সদস্যরা আবাস যোজনার নামে মানুষের কাছ থেকে কাটমানি খেয়েছেন, এটি তারই গণবিক্ষোভ।

কাটমানি ফেরতের দাবিতে কোচবিহারে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের ঘুঘুমারি পালপাড়া এলাকায় রবিবার আবাস যোজনার কাটমানি ফেরতের দাবিতে এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭১ নম্বর বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু রায় এবং তাঁর সহযোগীরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে ক্ষোভ জমছিল। সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এলাকাবাসীরা এই বিষয়ে আরও সরব হয়ে ওঠেন এবং এদিন সকালে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি ঘেরাও করেন। বিক্ষোভে শামিল এক মহিলা জানান, আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেতেই তাঁর কাছ থেকে ৮ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল। গরিব মানুষের হকের এই সরকারি টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে কাটমানি নেওয়ার এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি উঠেছে। তবে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য মন্টু রায়ের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রশাসন পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

পুলিশের তৎপরতা, সাইবার প্রতারণার ৩৫ হাজার টাকা ফেরত পেলেন মহিলা

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ব্যাংকের কেওয়াইসি আপডেট করার নামে সাইবার প্রতারণার শিকার হওয়া এক মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে নজির গড়ল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার দ্রুত ও আন্তরিক পদক্ষেপে খোয়া যাওয়া টাকার সিংহভাগ ফেরত পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা কল্পনা বিশ্বাস। গত ৫ই জানুয়ারি নিজেকে 'বন্ধন ব্যাংক'-এর কর্মী পরিচয় দিয়ে এক প্রতারক কল্পনাদেবীকে ফোন করে। অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে তাঁর থেকে গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ৪১,০০০ টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়।

প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে গত ৩০শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের সাইবার পোর্টাল 'এনসিআরপি'-তে অভিযোগ জানান ওই মহিলা। অভিযোগ পেয়েই এএসআই অভিষেক প্রসাদের নেতৃত্বে তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তকারী অফিসারের পেশাদারিত্ব ও তৎপরতায় দ্রুত প্রতারকদের অ্যাকাউন্টটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং খোয়া যাওয়া টাকার মধ্যে ৩৫,০০০ টাকা সফলভাবে উদ্ধার করে কল্পনাদেবীর অ্যাকাউন্টে ফেরত পাঠানো হয়। এই সাফল্যে জেলা পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবার। একই সাথে, অপরিচিত কাউকে ওটিপি বা ব্যাংকের তথ্য না দেওয়ার জন্য নাগরিকদের সতর্ক করেছে পুলিশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 6

হরিশ্চন্দ্রপুরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পুরুষের একাউন্টে, বঞ্চিত প্রকৃত উপভোক্তা

নয়া জামানা,মালদা ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। প্রকৃত উপভোক্তাকে বঞ্চিত করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এলাকার এক পুরুষের একাউন্টে নিয়মিত ঢুকত বলে অভিযোগ। এই নিয়ে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। যদিও ব্লক প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি করেছে। স্থানীয় ও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে চালু হওয়া লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা একজন মহিলার পাওয়ার কথা। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকায় নুন নাহার বিবি নামে এক মহিলা উপভোক্তার টাকা এলাকার এক পুরুষ গোলাম মর্তুজার অ্যাকাউন্টে কয়েক বছর ধরে নিয়মিত ঢুকত বলে অভিযোগ। নুন নাহার বিবি এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু তিনি এই প্রকল্পের সুবিধা পাননি বলে জানান। তার পরিবর্তে এলাকার বাসিন্দা গোলাম মর্তুজার অ্যাকাউন্টে গত ২০২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের টাকা ঢুকত। এই প্রসঙ্গে নুন নাহার বিবি জানান, আমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলাম কিন্তু প্রকল্পের সুবিধা মেলে নি। এই বিষয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়েও খোঁজ নিয়েছি। তাতেও কাজ হয়নি। তাই আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন শুনছি এই প্রকল্পের সুবিধা এলাকার এক পুরুষ মানুষ পেয়েছেন। আমার প্রাপ্য টাকা আমাকে প্রশাসন ফিরিয়ে দিক।এই অভিযুক্ত গোলাম মর্তুজা জানান,লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ঢুকত এই বিষয়ে আমি কিছুই জানতামনা। আমি এখন বিষয়টি শুনতে পেয়ে ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি সত্যিই টাকা ঢুকেছে।

আমি জানি এই প্রকল্পের সুবিধা আমার পাওয়ার কথা নয়। এই টাকা কিভাবে এসেছে জানি না। আমি প্রকল্পের টাকা প্রশাসনকে ফেরৎ দিয়ে দিব। গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ ঘোষ বলেন, তৃণমূল আমলে এই ধরনের দুর্নীতি হতো। তিনি অভিযোগ করেন শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয়, গাছ লাগানো প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির পাহাড় জমেছে। এটা একটা চুনোপুঁটি ধরা পড়েছে রাঘববোয়াল রা এবার ধরা পড়বে।এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান বলেন, এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁর দাবি এটা সরকারের ত্রুটি নয় তৎকালীন বিধায়কের লোকজন জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হচ্ছে।যদিও তৎকালীন তৃণমূলের বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন,ভিত্তিহীন অভিযোগ। এটা বিধায়কের কাজ নয় ব্লক প্রশাসন এই বিষয় দেখাশোনা করে।এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন,ওই পুরুষের অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে না ব্লক প্রশাসন সেটা বন্ধ করেছে। পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখছে ব্লক প্রশাসন। এই বিষয়ে আইনানুগ

শ্রেণিকক্ষে হঠাৎ অসুস্থ পড়ুয়া, তৎপরতায় চিকিৎসা ও বাড়ি পৌঁছে দিলেন প্রধান শিক্ষক

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের সমসিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার ক্লাস চলাকালীন এক ছাত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় উদ্বেগ ছড়ায় বিদ্যালয় চত্বরে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রচণ্ড গরম ও দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র মাহির আলী (৮)-এর নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।ঘটনা বুঝতে পেরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুরুদ্ধ চৌধুরী দ্রুত ছাত্রটির কাছে ছুটে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর তৎপরতায় ছাত্রটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়। এরপর কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তিনি নিজেই ছাত্রটিকে নিরাপদে তার বাড়িতে পৌঁছে দেন। প্রধান শিক্ষকের এই মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা এলাকায় ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।ঘটনা প্রসঙ্গে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাইম রেজা বলেন, এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে অসুস্থ ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে যে মানবিকতার পরিচয় প্রধান শিক্ষক অনুরুদ্ধ চৌধুরী দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।প্রধান শিক্ষক অনুরুদ্ধ চৌধুরী বলেন, বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। কোনো পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে সমসিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মানবিক উদ্যোগ একদিকে যেমন ছাত্রটির পরিবারকে স্বস্তি দিয়েছে, তেমনি শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছে।

পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ, বিডিওর দ্বারস্থ বিরোধী দল

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন জেলায় বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে সংঘটিত বলে অভিযোগ ওঠা নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় সামনে আসতে শুরু করেছে। সেই আবহেই উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের (২)নম্বর জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঘিরে একাধিক আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সুশীল দাস।সোমবার রায়গঞ্জ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক -এর কাছে একটি বিস্তারিত অভিযোগপত্র জমা দেন তিনি। অভিযোগের তির মূলত জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ বর্মনের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি অভিযোগের পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের নামও। বিরোধী দলনেতার দাবি বিগত তৃণমূল সরকারের সময়ে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত কার্যত মন্ত্রীর প্রভাবেই পরিচালিত হত। সুশীল দাসের অভিযোগ, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত পঞ্চায়েতে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পে স্বচ্ছতার চরম অভাব ছিল। কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কোন সংস্থা কাজের বরাত পেয়েছে, কত টাকার টেন্ডার হয়েছে;এই সংক্রান্ত তথ্য বারবার চাওয়া হলেও তা প্রদান করা হয়নি। এমনকি তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করার পরও কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ।অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চায়েতের বৈঠকে বিরোধী সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করে রেজুলেশন বইয়ে স্বাক্ষর করানো হত। পাশাপাশি পুকুর, ফেরিঘাট ও খেয়াড় ইজারার অর্থ এবং বিভিন্ন টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।অভিযোগ অনুযায়ী খারি সারিয়াবাদ এলাকায় একটি পিসিসি রাস্তার জন্য প্রায় ৫.৪৯ লক্ষ টাকা, রুনিয়া এলাকায় শৌচালয় নির্মাণের নামে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা এবং পিভিসি পেভার ব্লক নির্মাণ প্রকল্পে কাজ সম্পূর্ণ না করেই অর্থ উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও পঞ্চায়েত চত্বরে থাকা একাধিক পরিণত গাছ যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই কেটে বিক্রি করার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে।সুশীল দাস দাবি করেছেন জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই অনিয়ম ও দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি প্রশাসনের কাছে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন।বর্তমান রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির কথা উল্লেখ করে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নতুন সরকারের আমলে অতীতের সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এবং সরকারি অর্থের অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত কেউ রেহাই পাবে না।তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ বর্মন। তাঁর দাবি অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার, দক্ষিণ দিনাজপুরে বুধবার থেকেই মর্নিং স্কুল চালু

সাজাহান আলি,নয়া জামান,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দুর্বিষহ গরমে একেবারে নাস্তানাবুদ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষজন। শিশু থেকে বৃদ্ধ; সকাল থেকে সারারাত প্রচন্ড গরমে নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া সব ক্ষেত্রেই চরম সমস্যার সম্মুখীন। এর উপরে কোন কোন জায়গায় রাতের বেলায় লোডশেডিং পরিস্থিতিকে একেবারে অসহনীয় করে তুলেছে। দিনের বেলায় শিক্ষার্থীদের করুণ অবস্থা দেখলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্বিষহ গরমের পরিস্থিতি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে ৩ জুন বুধবার থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শুরু হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের মর্নিং স্কুল।জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মারফত জানতে পেরে বুধবার থেকে মর্নিং স্কুল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা কর্তৃপক্ষ। প্রচন্ড গরমের পাশাপাশি হিউমিড কন্ডিশন এর জন্য সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত প্রচন্ড ঘামে শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং দিন যাপন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানানো হয়েছে ৩ থেকে ৭ই জুন পর্যন্ত গৌড়বঙ্গ জুড়ে খুব হালকা বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃষ্টি হোক বা না হোক আগামী পাঁচদিন যে প্রচন্ড গরম পড়বে তা আবহাওয়া বার্তায় পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে।বিধানসভা নির্বাচন ও প্রচন্ড গরমের কারণে প্রায় দেড় মাস স্কুল বন্ধ থাকার পর ১লা জুন সোমবার থেকে পুনরায় রাজ্যজুড়ে বিদ্যালয় সমূহে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে।

কিন্তু প্রখর রৌদ্রের তেজ ও প্রচন্ড গরমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অনেকটা কম এবং যারা স্কুলে আসছে অসহ্য গরমে তারা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না।এমনকি বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক প্রার্থনা এতদিন যাবত খোলা আকাশের নিচে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলেও চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বহু বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষের বারান্দায় ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে বন্দেমাতরম সংগীত ও জাতীয় সংগীত গাওয়া হচ্ছে।এদিকে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার পূর্বভাসে জানানো হয়েছে।

আগামী পাঁচ দিন প্রখর রৌদ্রের তেজ ,হিউমিড কন্ডিশন সহ প্রচন্ড গরম পড়তে পারে। মর্নিং স্কুল হওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই পরিস্থিতি কতটা কাজে লাগতে পারে তা দু একদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে এসে দুই একটি ক্লাস করার পরেই গরমে হাঁসফাঁস করতে শুরু করছে এবং দ্রুত বিদ্যালয় ছুটি দেওয়ার জন্য বারে বারে আবেদন জানাচ্ছে।

হারানো মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ,মুখে হাসি ৩০ জনের

নয়া জামানা,মালদহ ঃ পুখুরিয়া থানার পুলিশের উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। মঙ্গলবার থানার প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় 'ফিরে পাওয়া' নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুখুরিয়া থানার ওসি সোনম শেরপা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া নামী সংস্থার মোট ৩০টি মোবাইল প্রযুক্তির সাহায্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর প্রকৃত দাবিদারদের চিহ্নিত করে তাদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। নিজের হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি উপভোক্তারা। অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর কখনও ফোন ফিরে পাবেন না। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সেই হারানো সম্পদ ফের হাতে পেয়ে তাঁদের মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তি ও আনন্দের হাসি।মোবাইল প্রাপকেরা পুখুরিয়া থানার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের এমন জনমুখী কাজ সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়াবে। হারানো জিনিস উদ্ধার করে ফেরত দেওয়ার এই উদ্যোগে পুখুরিয়া থানার ভূমিকা স্থানীয় মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

লটারির টিকিট চুরি করতে গিয়ে ধৃত ভিলেজ পুলিশ

ধৃত ভিলেজ পুলিশের নাম পঞ্চু রাম।বাড়ি গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের দেউরিয়া গ্রামে।জানা গেছে,গত রবিবার করখার বাসিন্দা পেশায় গ্রীল মিস্ত্রি সঞ্জয় সরকার নামে এক যুবক করখা বাজারের এক খুচরো লটারি বিক্রেতার কাছ থেকে ১৭৫ টাকার ডিয়ার লটারির টিকিট কেনেন।সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি জানতে পারেন, তার ক্র য় করা টিকিটেই প্রথম পুরস্কার ১ কোটি টাকা উঠেছে।

দিলীপকুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃলটারিতে এক কোটি টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত টিকিট চুরি করতে এসে ধরা পড়ল এক ভিলেজ পুলিশ।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বুনিয়াদপুর পুরসভার করখা এলাকায়।ধৃত ভিলেজ পুলিশের নাম পঞ্চু রাম।বাড়ি গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের দেউরিয়া গ্রামে।জানা গেছে,গত রবিবার করখার বাসিন্দা পেশায় গ্রীল মিস্ত্রি সঞ্জয় সরকার নামে এক যুবক করখা বাজারের এক খুচরো লটারি বিক্রেতার কাছ থেকে ১৭৫ টাকার ডিয়ার লটারির টিকিট কেনেন।সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি জানতে পারেন,তার ক্র য় করা টিকিটেই প্রথম পুরস্কার ১ কোটি টাকা উঠেছে।সেদিন রাতেই তিনি বংশীহারী থানায় গিয়ে টিকিটটি থানার হেফাজতে দেন।লটারিতে তার প্রথম পুরস্কার পাওয়ার কথা মুহূর্তে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।সোমবার দুপুরে সঞ্জয় সরকার তার বাবাকে সাথে নিয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে গিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় কাজ সারতে।এদিকে তার স্ত্রী স্নান করতে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন।তিনি বাড়িতে ফিরে দেখেন, দরজার শিকল খোলা এবং ভিতর থেকে বন্ধ।তিনি জানালা দিয়ে দেখেন, এক অচেনা ব্যক্তি ঘরে।তিনি সঙ্গে সঙ্গে দরজার শিকল তুলে দিয়ে চিৎকার করতে থাকলে পড়শীরা ছুটে আসে।সকলে মিলে দরজা খুলতে বললে ঘরে থাকা ব্যক্তি দরজা খুলে দেন।পড়শীরা তাকে আটক করে।ঘরের ভিতর দেখা যায় সবকিছু লন্ডভন্ড অবস্থায়।ধরা পড়া ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ হয়ে পরে।খবর পেয়ে সঞ্জয় সরকার বাড়িতে ছুটে আসেন এবং বংশীহারী থানায় খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ করখায় সঞ্জয় সরকারের বাড়ি ছুটে এসে

ভিলেজ পুলিশ পঞ্চু রামকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।সঞ্জয় সরকারের স্ত্রী শীলা সরকার বলেন, আমি স্নান করতে বাইরে যাওয়ার সময় দরজায় শিকল তুলে যাই।বাড়িতে এসে দেখি শিকল খোলা এবং ঘরের ভিতরে অচেনা এক ব্যক্তি।চিৎকার করলে পাশের লোকজন ছুটে এসে ঘর থেকে অচেনা ব্যক্তিটিকে আটক করে। সে লটারির টিকিট চুরি করতে এসেছিল।শুনলাম সে নাকি ভিলেজ পুলিশ।আমরা তার কঠোর শাস্তি চাই।ভিলেজ পুলিশের এহেন কীর্তিতে এলাকায় টিটি পড়ে গেছে।

পুণেতে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু, শোকে স্তব্ধ মানিকচক

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ফের মৃত্যু হল মালদহের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মানিকচক ব্লকের চৌকি মীরদাদপুর অঞ্চলের সবরাতিটোলা গ্রামে।মৃত শ্রমিকের নাম সেখ ইমাজ (৪৯)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় কুড়ি দিন আগে জীবিকার সন্ধানে তিনি মহারাষ্ট্রের পুণেতে একটি টাওয়ার নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে যোগ দিতে যান।রবিবার কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। সোমবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য ছিলেন সেখ ইমাজ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

গ্রামবাসীদের দাবি,মৃতের পরিবারকে দ্রুত সরকারি সহায়তা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হোক।পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জীবিকার তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া বহু শ্রমিকের পরিবারের কাছে এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে 'হাব অ্যান্ড স্পোক' উদ্যোগের বৈঠক

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হল 'হাব অ্যান্ড স্পোক' উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্নব সেন, জেলার বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও টিচার-ইন-চার্জরা এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন কলেজের মধ্যে যৌথ গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধা আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দেবাশীষ বিশ্বাস জানান, 'হাব অ্যান্ড স্পোক' কর্মসূচি ২০২৩ সাল থেকেই চালু রয়েছে। তবে বর্তমানে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের পর এই উদ্যোগকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জেলার বিভিন্ন কলেজে থাকা পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত সম্পদকে সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষিত পড়ুয়াদের জাতীয় সম্পদে পরিণত করে দেশের উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ জেলার উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করবে।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

চোপড়ার দারিয়াগছে ৩২ প্রহর ব্যাপী হরিনাম কীর্তনের আসর

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়ার দারিয়াগছে মঙ্গলবার সমাপ্ত হলো ৩২ প্রহর ব্যাপী অখন্ড হরিনাম কীর্তন। আয়োজক কমিটির পক্ষে অতুল দাস ও বিপ্লব দাস জানান, ভগবত গীতা পাঠ ও অধিবাস এর মধ্য দিয়ে গত বৃহস্পতিবার নাম যজ্ঞের সূচনা হয়। ৩২ প্রহর ব্যাপী মহানাম যজ্ঞের শুভারম্ভ হয় শুক্রবার সকালে। নাম যজ্ঞের সমাপ্তি হয় মঙ্গলবার। এবারে তাদের ৬৭ তম বর্ষ। প্রতিদিন বহু দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয় এই নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। প্রতিদিনই ভক্তদের খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হয়।প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কীর্তনের দল অংশগ্রহণ করে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে ভক্ত সমাগম ছিল অনেক বেশি। নাম যজ্ঞ চলাকালীন গোটা দারিয়াগছ গ্রামে ছিল নিরামিষ পালন এবং উৎসব মুখর পরিবেশ।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:45 Page 7

প্রথমবার বিধায়ক হয়েই মন্ত্রী গার্গী দাস ঘোষ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজনীতির ময়দানে মা ও মেয়ের পথ আলাদা হলেও, মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যই তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছে এক সূত্রে। প্রয়াত ছায়া ঘোষের পর এবার রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেলেন তাঁর মেয়ে গার্গী দাস ঘোষ। প্রথমবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েই রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিনি। ফলে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা; মন্ত্রিসভায় তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান, এখন সেদিকেই নজর। প্রয়াত ছায়া ঘোষ ছিলেন মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক এবং বাম আমলে দু'বার মন্ত্রী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি কৃষি বিপণন দফতরের দায়িত্ব সামলেছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এবং জনমুখী কাজের জন্য পরিচিত ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে নিজের পথ তৈরি করেছেন তাঁর মেয়ে গার্গী দাস ঘোষ। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে কান্দি কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। প্রথমবার নির্বাচনে জিতেই মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সোমবার লোকভবনে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গার্গী দাস ঘোষ বলেন, মা সারা জীবন মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। আমারও উদ্দেশ্য মানুষের সেবা করা। হয়তো দল আলাদা, মতাদর্শ আলাদা, কিন্তু মানুষের পাশে থাকার শিক্ষাই আমি পরিবার থেকে পেয়েছি। বিজেপি আমি অনেকদিন ধরেই করি। প্রথমবার বিধায়ক হয়েই মন্ত্রী হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দল আমাকে যোগ্য মনে করেছে বলেই প্রার্থী করেছে এবং মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দিয়েছে। কান্দির মানুষ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। এখন দায়িত্ব আরও বেড়েছে। আমি শুধু বিধায়ক নই, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীও। সব মানুষের জন্য কাজ করাই আমার লক্ষ্য।রাজনীতির দুই প্রজন্ম, দুই ভিন্ন মতাদর্শ; কিন্তু জনসেবার অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই নতুন অধ্যায় শুরু করলেন গার্গী দাস ঘোষ। এখন দেখার, মন্ত্রিসভায় তাঁর দায়িত্ব কী হয় এবং সেই দায়িত্ব কতটা সফলভাবে তিনি পালন

বেলডাঙার মাটিতে 'হিমাচলের ছোঁয়া', ৩ প্রজাতির আপেল ফলিয়ে তাক লাগালেন স্কুল শিক্ষক রূপেশ

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে যেন তৈরি হয়েছে এক টুকরো পাহাড়ি আবহ। জেলার বেলডাঙায় নিজের বাড়ির বাগানেই হিমাচল প্রদেশের তিন প্রজাতির আপেল ফলিয়ে নজির গড়েছেন এক স্কুলশিক্ষক। তাঁর বাগানে এখন ডালভর্তি আপেল, আর সেই দৃশ্য দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছেন স্থানীয় মানুষজন। বেলডাঙার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছাড়িপাড়ার বাসিন্দা রূপেশ দাস পেশায় স্কুলশিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরেই বাগান করা তাঁর নেশা। বাড়ির সামনের দেড় কাঠা জমিতে নানা ধরনের ফল ও ফুলের গাছের পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে তিনি আপেল চাষের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই উদ্যোগই এখন সফলতার মুখ দেখেছে। জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে হিমাচলের একটি ফার্ম থেকে ১০টি আপেল গাছের চারা সংগ্রহ করেন তিনি। বর্তমানে তাঁর বাগানের ছ'টি গাছের মধ্যে পাঁচটিতেই শয়ে শয়ে আপেল ধরেছে। ডর্সেট গোল্ডেন, অ্যানা এবং এইচআরএম-৯৯;এই তিন প্রজাতির আপেল ফলছে তাঁর বাগানে। এর মধ্যে ডর্সেট গোল্ডেন স্বাদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, অন্যদিকে অ্যানা প্রজাতির আপেলের আকার তুলনামূলক বড়।

রূপেশবাবুর দাবি, উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ু সত্ত্বেও সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আপেল চাষ সম্ভব। তিনি জানান, প্রথম এক বছর গাছের শিকড়ের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, উইপোকার আক্রমণ ঠেকাতে নিয়মিত নজরদারি প্রয়োজন। হিমাচলের এক আপেলচাষির পরামর্শ ও নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি এই সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। বর্তমানে তাঁর বাগানের আপেল গাছগুলির উচ্চতা ১০ থেকে ১২ ফুট। গত বছর থেকেই ফুল আসার সময় বাড়তি পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। নিয়মিত নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট এবং পিআরজি স্প্রে ব্যবহারের ফলেই এবারের ফলন আশানুরূপ হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। বাগান পরিচর্যায় তাঁর সহযোগী স্ত্রী রাজশ্রী দেবীও। তিনি জানান, পাহাড়ি অঞ্চলের আপেল গাছ কাছ থেকে দেখার স্বপ্ন ছিল বহুদিনের। এখন সেই স্বপ্নই বাস্তব হয়েছে নিজেদের বাড়ির বাগানে। শুধু আপেলই নয়, রূপেশবাবুর বাগানে রয়েছে পিচ, পার্সিমন, অ্যাপ্রিকটের মতো ফলের গাছ। এমনকি পরীক্ষামূলকভাবে জাফরান চাষও করেছেন তিনি। তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ দেখতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন। অনেকে আপেলগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি ও সেলফিও তুলছেন। উষ্ণ আবহাওয়ার জেলার মাটিতে আপেল চাষের এই সাফল্য স্থানীয়দের কাছে যেমন বিস্ময়ের, তেমনই নতুন সম্ভাবনার দিশাও দেখাচ্ছে।

বিএসএফের পরিদর্শনের পর জমি দখলের আশঙ্কা, অবরোধ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সীমান্ত এলাকায় সম্ভাব্য বিএসএফ ছাউনি তৈরিকে কেন্দ্র করে জমি অধিগ্রহণের আশঙ্কায় বিক্ষোভে সামিল হলেন জলঙ্গির কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির ভূতগাড়ির মাঠ সংলগ্ন জলঙ্গি-সাগরপাড়া সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এর জেরে প্রায় ঘণ্টাখানেক গুরুত্বপূর্ণ ওই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং একাধিক প্রশাসনিক বিষয় মাথায় রেখে এলাকায় একটি বড় আকারের বিএসএফ ছাউনি তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। যদিও এখনও পর্যন্ত ওই ছাউনি তৈরি হবে কি না বা সম্ভাব্য স্থান কোথায় হতে পারে, সে বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে প্রশাসন সূত্রে দাবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক মাস ধরেই জলঙ্গির ভূতগাড়ির মাঠ এলাকায় সম্ভাব্য ক্যাম্প তৈরির আলোচনা চলছিল। সেই কারণেই কৃষিজমি

অধিগ্রহণের আশঙ্কায় তাঁরা আগেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিত ও মৌখিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, সীমান্ত নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্প গড়ে উঠুক, তবে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে নয়। অভিযোগ, রবিবার সকালে বিএসএফের জওয়ানরা এলাকায় এসে জমির সীমানা চিহ্নিত করতে কয়েকটি লাল পতাকা পুঁতে দেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এরপর জমির মালিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা একজোট হয়ে রাস্তার উপর বাঁশ ফেলে অবরোধ গড়ে তোলেন। ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ মণ্ডল বলেন, তাঁরা ক্যাম্প তৈরির বিরোধী নন, তবে কৃষিজমি হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন। নদীভাঙনে বহু ক্ষতির পর বর্তমানে জমিই তাঁদের প্রধান সম্বল বলে দাবি তাঁর। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে দাবি, এলাকায় পরিদর্শন বা প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কার্যক্রম হলেও, এখনও পর্যন্ত সেখানে বিএসএফের স্থায়ী ছাউনি নির্মাণ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

সামশেরগঞ্জে রেশন কেলেঙ্কারি , গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ সামশেরগঞ্জে অবৈধভাবে সরকারি রেশন সামগ্রী মজুতের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে ধুলিয়ানের তোফা বাজার ও বাসুদেবপুর এলাকার দু'টি গোডাউনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে মোট ১০৩ বস্তা খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে ৯২ বস্তা গম এবং ১১ বস্তা চাল রয়েছে। প্রতিটি বস্তার ওজন প্রায় ৫০ কেজি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, সরকারি রেশন ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ খাদ্যসামগ্রী অবৈধভাবে মজুত করে রাখা হয়েছিল ওই গোডাউনগুলিতে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে কায়দার আলী, মহম্মদ সফিকুল আলম এবং সফিকুল আনসারী নামে তিনজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কায়দার আলী ও মহম্মদ সফিকুল আলমের বাড়ি সামশেরগঞ্জ

থানা এলাকায়। অপরদিকে সফিকুল আনসারীর বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পিয়ারাপুর এলাকায়। তদন্তকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় সরকারি রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে মজুত এবং পরে তা বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ উঠছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। খাদ্য দফতরের বিশেষ নির্দেশের পর প্রশাসনও আরও সক্রিয় হয় বলে সূত্রের খবর। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া খাদ্যসামগ্রীর উৎস, সরবরাহ চক্র এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার ধৃত তিনজনকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। প্রশাসনের দাবি, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি রেশন যাতে সঠিকভাবে পৌঁছায় এবং বণ্টন ব্যবস্থায় কোনও অনিয়ম না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলায় আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভরতপুর বিধানসভার ইনচার্জ অনামিকা ঘোষ, উন্নয়ন-জনসংযোগে জোর

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বিধানসভা ভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের ঘোষণা করেছে জেলা নেতৃত্ব। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ৬৯ নম্বর ভরতপুর বিধানসভার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ভরতপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী ও দলের অন্যতম নেত্রী অনামিকা ঘোষ।দায়িত্ব পাওয়ার পর অনামিকা ঘোষ জানান, ভরতপুর বিধানসভার যেসব এলাকা এখনও উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, সেসব এলাকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি অভিযোগ করেন যে বিগত সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষা করে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির রাজনীতি করেছে। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও বলেন, ভরতপুর বিধানসভায় সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে সকল মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। সাধারণ ও অসহায় মানুষের সুখ -দুঃখের সময় পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের

সমস্যা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। অনামিকা ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সর্বতোভাবে কাজ করবেন। পাশাপাশি ভরতপুর বিধানসভাকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনে ভরতপুর বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংযোগ বৃদ্ধি, সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করা এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

'বিচারাধীন' ভোটারদের অনিশ্চয়তা, ক্ষোভে বিক্ষোভ

ডোমকল মহকুমার কয়েক হাজার বাসিন্দা এখনও ভোটার তালিকার 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিবেচনাধীন অবস্থায় আটকে থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ, একাধিকবার শুনানিতে হাজিরা দিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, আবার বাতিলও করা হয়নি। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে।

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ ডোমকল মহকুমার কয়েক হাজার বাসিন্দা এখনও ভোটার তালিকার 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' বা বিবেচনাধীন অবস্থায় আটকে থাকায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ, একাধিকবার শুনানিতে হাজিরা দিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, আবার বাতিলও করা হয়নি। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে। জানা গিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার সুযোগ রাখা হলেও, যাঁদের নাম এখনও বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে, তাঁরা সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। ফলে প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে পড়ে কার্যত দিশাহীন অবস্থায় রয়েছেন বহু মানুষ।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, শুধুমাত্র জলঙ্গি ব্লকেই প্রায় ২,৪০০ জন ভোটার এখনও বিবেচনাধীন তালিকায় রয়েছেন। ডোমকল ব্লকেও এমন ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭৪৩। স্থানীয়দের অভিযোগ, জলঙ্গির একাধিক বুথে এখনও বহু মানুষের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, শুনানির জন্য ডেকে প্রয়োজনীয় নথি জমা নেওয়ার পরও সংশ্লিষ্টদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। এর ফলে তাঁরা ভোটদান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগও পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে সোমবার জলঙ্গির সাদিখাঁরদিয়াড় এলাকায় শতাধিক বাসিন্দা জলঙ্গি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন তালিকায় নাম আটকে থাকায় প্রশাসনের তরফে দ্রুত সমাধান করা হোক। স্থানীয় বাসিন্দা আলামিন ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, তিনি ও তাঁর স্ত্রী শুনানিতে অংশ নিয়ে সমস্ত নথি জমা দিয়েছিলেন। পরে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হলেও তাঁর স্ত্রীর নাম এখনও বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন সরকারি দফতরে যোগাযোগ করেও তাঁরা স্পষ্ট কোনও উত্তর পাননি বলে দাবি তাঁর। জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলি জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে এবং প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, জেলা প্রশাসনের বৈঠকেও এই সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে অনিশ্চয়তায় না রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মত তাঁর।

বাইক চুরি চক্রে গ্রেপ্তার আরও এক

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ হরিহরপাড়ায় বাইক চুরি চক্রের তদন্তে বড় সাফল্য পুলিশের। দুই ধৃত বাইক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

উদ্ধার হয়েছে আরও দুটি চোরাই মোটরসাইকেল। উল্লেখ্য, গত বুধবার নদীয়া জেলা থেকে হরিহরপাড়ায় বাইক চুরি করতে এসে একটি মোটরসাইকেল-সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই অভিযুক্ত। ধৃতরা হল নদীয়ার চর মুক্তারপুর এলাকার বাসিন্দা রবিউল শেখ ও রাজিব শেখ। ঘটনার পর তদন্তের স্বার্থে পুলিশ দু'জনকে ছয় দিনের নিজেদের হেফাজতে নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে উঠে আসে আরও এক ব্যক্তির নাম। সেই সূত্র ধরে সোমবার নওদা থানার এলাকার বাসিন্দা মনিরুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি রবিউল ও রাজিবের হেফাজত থেকেও আরও একটি চোরাই বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এখন পর্যন্ত এই মামলায় মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ এবং উদ্ধার হয়েছে মোট তিনটি চোরাই মোটরসাইকেল। পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ধৃত তিনজনকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

বুলডোজার অভিযান, ভাঙ্গা হল তৃণমূল ছাত্র-যুবর পার্টি অফিস

জাব্বার সেখ, নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ বহরমপুরে ফের বুলডোজার অভিযান চালিয়ে ভেঙে ফেলা হলো তৃণমূল ছাত্র-যুবর একটি পার্টি অফিস। প্রশাসনের দাবি, সরকারি জমি দখল করে অবৈধভাবে ওই কার্যালয় গড়ে তোলা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমি দখলমুক্ত করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মঙ্গলবার সকালে এই অভিযান চালানো হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে প্রশাসনের আধিকারিক, পুলিশ বাহিনী এবং বুলডোজার মোতায়েন করা হয়। এরপর বুলডোজারের সাহায্যে পার্টি অফিসের বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলা শুরু হয়। ঘটনাস্থল থেকে দেখা যায়, একের পর এক অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ওই

কার্যালয়ের। অভিযানের সময় এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড়ও লক্ষ্য করা যায়।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। যদিও এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বহরমপুর শহরের ব্যস্ত এলাকায় অবস্থিত এই পার্টি অফিস ভাঙার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান চলবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৮
৩ জুন ২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

ত্রাণ কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, আদালতে প্রেরণ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ব্যক্তিগত খামারবাড়ির গোডাউনে মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ময়ূরেশ্বর-১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক সাহা। মঙ্গলবার সকালে মল্লারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ময়ূরেশ্বর-১ ব্লক প্রশাসন ও মল্লারপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে তাঁর খামারবাড়ির গোডাউনে তল্লাশি চালায়। দীর্ঘ তল্লাশি অভিযানে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি সাহায্য প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনার পর সোমবার সন্ধ্যায় কৌশিক সাহাকে আটক করে পুলিশ।পরবর্তীতে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত হেফাজতে রাখার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও প্রশাসন।

উন্নত পরিষেবার দাবিতে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে আদিবাসী সংগঠনের ডেপুটেশন

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগী পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল সুপারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটি।মঙ্গলবার দুপুরে সংগঠনের সদস্যরা একত্রিত হয়ে দাবি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এলাকার বহু রোগী ও তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়ার পরই তারা এই পদক্ষেপ করেছে। স্মারকলিপিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এর আগেও হাসপাতালের উন্নত রোগী পরিষেবা, আধুনিক রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা ও উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও বহু সমস্যা রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েক দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি নিয়ম মেনে চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করে রোগীদের যত্নসহকারে পরিষেবা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হাসপাতালের অপারেশন পরিষেবা আরও উন্নত করা, সিটি স্ক্যান ও

এমআরআইয়ের মতো আধুনিক রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়েছে সংগঠন। হাসপাতালের ওয়ার্ড ও শৌচাগারগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি অযথা রোগী রেফার বন্ধ করারও দাবি তোলা হয়েছে। স্মারকলিপিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের একাংশ রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করে মানবিক পরিষেবা নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়েছে। আদিবাসী জীবন-জীবিকা ও ভূমি রক্ষা কমিটির সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুর্মু জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামব।

বাইকারদের দৌরাত্ম্য রুখতে বীরভূম জুড়ে পুলিশি তৎপরতা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এটাও যেন পরিবর্তনের আরেক দৃশ্য।স্কুল টাইমেও দেখা যাচ্ছে না বাইক বাহিনীর দাপট। জনবহুল ও ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় দৈত্যাকার শব্দে রকেটের গতিতে এঁকেবেঁকে বাইক চলাচল সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্কুল, কলেজের ছাত্রীদের জন্য চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুল টাইমে বাইক বাহিনীর দাপট কমে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটি স্বস্তির খবর বলে জানাচ্ছেন নিত্য পথযাত্রী ও অভিভাবকরা।রাজ্যে পালাবদল হতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে এসব বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ।আগে যেখানে রাস্তায় বেরোলেই এতদিন রকেট গতির বাইক আর কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজের আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াত,এখন শহরের একাংশ জুড়ে তার আর দেখা মেলে না। বাইকের এই মাথা নষ্ট করা শব্দ শিশু, প্রবীণ এবং রোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। জাতীয় সড়কে এই ধরণের বাইকের স্ট্যান্ডবাজি করতে গিয়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। তেমনই স্কুল শুরুর

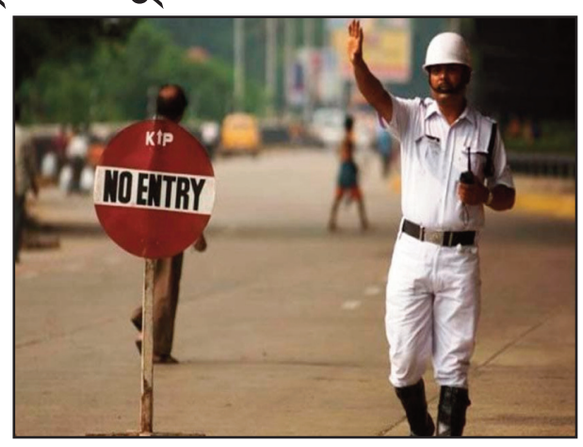

বা ছুটির সময়ে যখন রাস্তাঘাটে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের ভিড় সবচেয়ে বেশি থাকে, তখন এই ধরনের বেপরোয়া বাইক চালনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে। এবার বীরভূমের ব্যস্ততম শহর নলহাটি, মুরারই, রামপুরহাট, ময়ূরেশ্বর সর্বত্র বাইক বাহিনীর দাপট রুখতে রাস্তায় নজরদারি বাড়িয়ে তুলছে ট্রাফিক পুলিশ। হেলমেট না থাকলে বা তিনজন যাত্রী থাকলে যেমন জরিমানা করা হচ্ছে, তেমনই আইন অমান্যকারীদের অন স্পট সাইলেন্সার খুলে নেওয়ার মতো কঠোর শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ জানিয়ে দিচ্ছে গাড়ির নির্দিষ্ট সাইলেন্সের খুলে ফেলে মডিফায়েড সাইলেন্সার যোগ করে অতিরিক্ত শব্দ দূষণ করা বেআইনি। এতে শব্দ দূষণের পাশাপাশি পরিবেশ শান্তিও বিঘ্নিত হয়। উল্লেখ্য, দিনকয়েক ধরে লাগাতার অভিযানে অসংখ্য মডিফায়েড সাইলেন্সার আটক করা হয়েছে। এই অভিযান জারি থাকবে বলে প্রশাসন সূত্র জানা যায়।

খরুণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধ্বনিত হল বন্দে মাতরম, পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে !

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রার্থনা সভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়া শুরু হয়েছে। গরমের ছুটির পর বিদ্যালয় খুলতেই রাজ্যজুড়ে সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিনের প্রার্থনা সভায় জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিতে নতুন এই উদ্যোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে শিক্ষা দফতর। তারই প্রতিফলন দেখা গেলো মঙ্গলবার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত খরুণ গ্রামের খরুণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সকালবেলার প্রার্থনা সভায় ছাত্র-ছাত্রী,ও শিক্ষকরা একসঙ্গে গাইছেন বন্দে মাতরম গান দেখা যায়। বিশেষ করে ছোট ছোট পড়ুয়াদের উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই এখনও গানটির সম্পূর্ণ অংশ মুখস্থ করতে না পারলেও আন্তরিকতার সঙ্গে গানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় তাদের। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অরূপ মুখোপাধ্যায় জানান রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনেই বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সভার

শুরুতে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছে। যেহেতু অধিকাংশ পড়ুয়ার বয়স কম এবং অনেকের কাছেই গানটি নতুন, তাই তাদের শেখানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে গানটির জেরক্স কপি। পাশাপাশি ব্লুটুথ মাইকের মাধ্যমে গানটি বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে, যাতে পড়ুয়ারা সহজে শুনে শুনে গানটি শিখে নিতে পারে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের অনুশীলনের ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে গানটির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। শিক্ষক তাদের সঠিক উচ্চারণ ও সুরে গান শেখানোর জন্য বিশেষ নজর দিচ্ছেন। প্রার্থনা সভায় প্রথমে 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার পর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন অধি পরিবেশন করা হচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী সম্পূর্ণ গানটি মুখস্থ করে ফেলবে। রাজ্য সরকারের এই নতুন উদ্যোগকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হলেও খরুণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং উৎসাহ নতুন কর্মসূচির প্রতি ইতিবাচক মনোভাবেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শিশুকে অপহরণের চেষ্টায় আটক মহিলা, রামপুরহাটে উত্তেজনা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাটের কসাইপাড়া এলাকায় এক কন্যাশিশুকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ ঘিরে মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় এক মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার এক নাবালিকা অভিযোগ করে যে অভিযুক্ত মহিলা তাকে জোর করে একটি বস্তার মধ্যে ভরার চেষ্টা করেন। শিশুটির দাবি, বাধা দেওয়ায় তাকে গালে দু'টি চড়ও মারা হয়। আতঙ্কিত হয়ে সে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। অভিযোগ, শিশুর

আর্তনাদ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়রা মহিলাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ঘটনার খবর দ্রুত এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে সেখানে ভিড় জমে যায় বহু মানুষের। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির মা। পরিবারের দাবি, ঘটনার পর থেকে শিশুটি ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে এবং বারবার কান্নাকাটি করছে।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত মহিলাকে রামপুরহাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কসাইপাড়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

কেন্দ্রের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারে নবদ্বীপ শহর

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি নবদ্বীপ।হেরিটেজ শহর নবদ্বীপকে কেন্দ্রের স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে রাজ্য। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের অন্যতম এই বৈষ্ণব তীর্থ হয়ে উঠবে অত্যাধুনিক শহর। ঝকঝকে রাস্তা থেকে শুরু করে ডিজিটাল নির্ভর নাগরিক পরিষেবা, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহার, আধুনিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, উন্নত গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু সহ

একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে এই স্মার্ট সিটি প্রকল্পে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে চেহারাই পাল্টে যাবে প্রাচীন নবদ্বীপের। কিন্তু এই পরিবর্তনে যাতে ঐতিহ্যের গায়ে আঁচড় না পড়ে, সে ব্যাপারেও সতর্ক করে দিয়েছেন নবদ্বীপবাসী। তাঁদের বক্তব্য, নবদ্বীপের ঐতিহ্য শতাব্দী প্রাচীন। স্মার্ট সিটি বা উন্নতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যে যেন কোন দাগ না লাগে। প্রসঙ্গত নবদ্বীপের বর্তমান বিধায়ক শ্রুতিশেখর গোস্বামীও বৈষ্ণব পরিবারের একজন।বিধায়ক শ্রুতিশেখর নিজেও জানান, চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করেই নবদ্বীপকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে শহরের ঐতিহ্য সুরক্ষিত রাখা আমাদের দায়িত্ব।

অনুমোদনের পরেও থমকে পথশ্রী প্রকল্পের নির্মাণ, এসডিওর কাছে অভিযোগ দায়ের

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রাজনীতি বরাবরই রাজ্য রাজনীতির অন্যতম আলোচিত অধ্যায়। একসময় কাঠমানি, গরু পাচার, কয়লা পাচার ও পাথর মাফিয়াদের অভিযোগে বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছিল এই জেলা। রাজনৈতিক পালাবদলের পর স্বচ্ছ প্রশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নের যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, তার বাস্তব চিত্র নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সিউড়ি শহরের একাধিক এলাকায়।সিউড়ি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮৪ পার্ট এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন থাকলেও সেই কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে মহকুমা শাসক এর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন দেবালয় ট্রাস্টের সম্পাদক সুরজিৎ দে।অভিযোগে জানানো হয়েছে, বিদ্যাসাগর কলেজের পিছনের এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের বোর্ড থাকলেও দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কাজ বাস্তবে সম্পূর্ণ হয়নি। একই সঙ্গে বাণীমন্দির স্কুলের সামনের রাস্তার অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। খানাখন্দে ভরা রাস্তা, সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যাওয়া এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিদিনের দুর্ভোগ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুরসভার চেয়ারম্যানকে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু অভিযোগের পরেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ হওয়ার পরও কেন কাজ সম্পূর্ণ হল না?

জেলা সদর সিউড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই ধরনের দৃশ্য সাধারণ মানুষের চোখে যেমন লাগে, তেমনই প্রশাসনিক নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেয়। কারণ উন্নয়নের দাবি যত বড়,

বাস্তবের পরিকাঠামো ততটাই তার প্রমাণ বহন করে। অথচ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেই যদি রাস্তার এই অবস্থা হয়, তাহলে উন্নয়নের দাবির সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির ফারাক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু রাস্তার সমস্যাই নয়, অভিযোগে এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা অপসারণে অনিয়ম। সন্ধ্যার পর বহু রাস্তা দিয়ে যাতায়াত যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বীরভূমে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দাবি, উন্নয়নের নামে শুধুমাত্র প্রকল্প ঘোষণা নয়, তার বাস্তব রূপায়ণও নিশ্চিত করতে হবে।দেবালয় ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে পথশ্রী প্রকল্পের কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রকল্পের আর্থিক দিক খতিয়ে দেখা এবং দ্রুত রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার আবেদন জানানো হয়েছে। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করে এবং দীর্ঘদিনের জনভোগান্তি দূর করতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

স্বাস্থ্যকর্মীর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও মেলেনি ভাতা, ক্ষোভে অন্য প্রতিবন্ধী তরুণীর গলায় মালা যুবকের

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জ এলাকার কৌশিক মিত্র(২৭) নামটার সাথে জড়িয়ে রয়েছে জেদ, লড়াই ও ফুটবলের ইতিহাস। কৌশিকের বাবা মাজদিয়ার পূর্ণগঞ্জের হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত ডি গ্রুপের কর্মী শঙ্কর মিত্র।শংকর বাবু একদা স্বাস্থ্য বিভাগের তৃণমূল কংগ্রেস ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সৈনিক ছিলেন। অথচ তার ঘরে সোনার টুকরো প্রতিবন্ধী ছেলে থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি তিনি।এমনকি প্রতিবন্ধী যে ভাতা পাওয়ার কথা সেটাও বাবা হয়ে ছেলেকে করে দিতে পারেননি। তাই বাবা ও পরিবারের প্রতি ধীরে ধীরে ক্ষোভ জমতে থাকে কৌশিকের মনে। ক্ষোভকে দূর করতে সম্বল হয়ে ওঠে মোবাইল। আশা আকাঙ্ক্ষা যখন শেষ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে সেই সময় ফোনের দৌলতে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হাঁসখালীর বগুলার দুর্গাপুরের বাসিন্দা স্নেহা পোদ্দার(২২) যিনি শারীরিকভাবে মূক ও বধির, তার সাথে পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রেম ঘনীভূত হতে থাকে।তাই জীবনের না পাওয়ার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে নিজেরাই নিজেদেরকে একে অপরের জীবনসঙ্গী হিসাবে খুঁজে নিয়েছে। ডিজিটাল যুগের মানুষকে অগ্রগতির পথ দেখাতে সকলেই যখন ব্যস্ত, তখন বোবা

যুগলবন্দীর প্রেমের কাহিনী প্রতিটি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে তোলে। কৌশিকের কথায় আমার স্ত্রী ও আমি দুজনেই শুনতে ও কথা বলতে পারি না। তবুও স্বপ্ন দেখেছিলাম, ভালোবাসা আর পরিশ্রম দিয়ে ছোট্ট একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলব।

ক্ষোভ থেকে দুটি পরিবারকে না জানিয়েই প্রায় ১০ দিন আগে ভালোবাসার টানে বিয়ে করি। দুটি পরিবারই আতঙ্কে ছিল কারণ একটাই যদি তাদের বিবাহকে দুই পরিবারের সদস্যরা তারা মেনে না নেয় সেই ভয়ে। কারণ হিসাবে তাদের বক্তব্য তারা যখন নিজেরা ইনকাম করতে পারেনা বিবাহতে খরচ করার অধিকারও তাদের নেই।

সেই থেকেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে একটা বাড়িতে গিয়ে বিবাহ করার। কৌশিকের কথায় যদিও পরে তাদের দুই পরিবারই তাদের সম্পর্ক মেনে নিয়েছে এবং আশীর্বাদ করেছে। কিন্তু আজ তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা ; কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ। কৌশিকের কথায়, সে একজন গ্রাজুয়েট এবং আইটিআই ফিটার পাশ করেছি। কম্পিউটারও জানি। পাশাপাশি ডিফ ফুটবল টিম -এর হয়ে জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় স্তর পর্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করেছি। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও আমার খেলার খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমার স্ত্রীও গ্রাডুয়েশন পড়ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত চেষ্টা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আজ আমাদের কারোরই কোনো স্থায়ী কাজ নেই।

বর্তমানে আমরা কোনো সরকারি ভাতা বা আর্থিক সহায়তাও পাচ্ছি না। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে। আমরা শুধু চাই ; নিজের পরিশ্রমে সম্মানের সাথে বাঁচতে, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং সমাজের বোঝা হয়ে না থাকতে।তাই আজ সমাজের সকল সহৃদয় মানুষ, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল গুণীজনের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি ; যদি আমাদের জন্য কোনো ছোটো কাজের সুযোগ বা সহায়তার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে দুটি অসহায় জীবনের ভবিষ্যৎ নতুন আলো পাবে। কৌশিক আরো বলে, আমরা ভিক্ষা নয়, কাজ করার সুযোগ চাই।

একটা সুযোগ হয়তো আমাদের পুরো জীবন বদলে দিতে পারে। শঙ্কর বাবু আক্ষেপের সঙ্গে বলেন তিনি বারবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি কোন কর্ণপাত করেননি । সে যেমন একদিকে যোগ্যতাসম্পন্ন অন্যদিকে প্রতিবন্ধী। ফলে আক্ষেপ শুধু ছেলের নয় তারও। একজন শাসক দলের একনিষ্ঠ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাদের যোগ্য ছেলেকে একটা কাজ তিনি পাইয়ে দিতে পারেননি। তাই আজ নিজেকে সমাজের কাছে খুব ছোট বলে মনে হয় ।

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী যদি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে এই ব্যাপারটা দেখেন তাহলে দুটি জীবন অন্তত বেঁচে যাবে। এব্যাপারে স্নেহা পোদ্দারের মা সোনামণি পোদ্দার বলেন দুজনাই যোগ্য থাকা সত্ত্বেও এখনো চাকরি পায়নি। তাই আমরা প্রথমদিকে একটু আপত্তি করেছিলাম। পাশাপাশি এটা ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে তারা নিজেদের মনের মত জীবনসঙ্গীকে যেহেতু বেছে নিয়েছে আমরা কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবো না তাদের জীবনে। কারণ তারা নিজেদের পছন্দের জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছে যেটা হয়তো আমরাও দিতে পারতাম না।

যেহেতু তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমরা চাই সরকার মানবিক দৃষ্টি দিয়ে এদের অন্তত কাজের একটা সুযোগ করে দিক। আমরা তাদের দুই পরিবারের মেলবন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করেছি।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:46 Page 9

আরজি কর কাণ্ড

চাকরি খোয়ালেন বিরূপাক্ষ, ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

আরজি কর কাণ্ডের তদন্তের গতি বাড়তেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই আবহে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক ডাঃ বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের চাকরি স্থায়ীভাবে বাতিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বাস্থ্যভবনের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ও শোরগোল শুরু হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ওঠা অসৎ আচরণ, ফৌজদারি মামলা, একাধিক এফআইআর এবং অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর (এসিবি) তদন্তের রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেছে স্বাস্থ্যভবন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এর পরেই রাজ্য সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকেই তিনি সাসপেন্ড ছিলেন, এবার তাঁর সিনিয়র রেসিডেন্সির মেয়াদ পাকাপাকিভাবে বাতিল করা হলো। এখানেই শেষ নয়, ইনডেমনিটি বন্ডের শর্ত লঙ্ঘন করার অপরাধে তাঁকে আগামী ২ বছরের মধ্যে মোট ২০ লক্ষ টাকা সরকারি তহবিলে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যেকোনো ধরণের সরকারি চাকরিতে তাঁর প্রবেশের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলকেও নির্দেশ পাঠিয়েছে স্বাস্থ্যদপ্তর। এই চরম সিদ্ধান্তের পর বিরূপাক্ষ বিশ্বাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, সরকারি নির্দেশ মেনে চলা একজন নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তব্য। তিনি ১ বছর ৯ মাস সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, এর চেয়ে বেশি কিছু তাঁর বলার নেই। অন্যদিকে, সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, ক্ষুন্নতুন পশ্চিমবঙ্গে থ্রেট কালচারের কোনো জায়গা নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সিন্ডিকেটরাজ ও দালালরাজের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'নো টলারেন্স' নীতি নিয়েছেন, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। ক্ষুন্ন আরজি করের ঘটনার ফাইল নতুন করে খোলায় বর্তমানে চিকিৎসকমহলের অনেকের মধ্যেই তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

সরাসরি লোকাল ট্রেনের দাবিতে সরব দুর্গাপুর-গলসির নিত্যযাত্রীরা, সমাধানের আশ্বাস বিধায়কের

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলেও শিল্পাঞ্চলবাসীর দীর্ঘদিনের একটি মূল দাবি এখনও অধরাই রয়ে গেছে। দুর্গাপুর, কাঁকসা ও গলসি অঞ্চলে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলালেও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগ কমেনি। আসানসোল ডিভিশনের পানাগড়, মানকর, গলসি, পারাজসহ একাধিক স্টেশনের নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি; দুর্গাপুর থেকে সরাসরি হাওড়া যাওয়ার লোকাল ট্রেন চালু করা হোক। বর্তমানে এই এলাকার যাত্রীদের লোকাল ট্রেনে হাওড়া যেতে হলে প্রথমে আসানসোল-বর্ধমান লোকালে চেপে বর্ধমান স্টেশনে নামতে হয়। তারপর সেখান থেকে হাওড়াগামী ট্রেন ধরতে হয়। বহু সময় বর্ধমানে পৌঁছাতে দেরি হলে পরবর্তী ট্রেনের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, যা চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সরাসরি ট্রেন থাকলে এই ঝক্কি অনেকটাই কমবে। চিকিৎসার প্রয়োজনে কিংবা রুটিরুজির টানে প্রতিদিন এই অঞ্চলের বহু মানুষকে কলকাতা যেতে হয়। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন থাকলেও তার ভাড়া বেশি এবং সেগুলি সব স্টেশনে দাঁড়ায় না। ফলে কম খরচে যাতায়াতের জন্য লোকাল ট্রেনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। ইতিহাস বলছে, ২০০৭ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব দুর্গাপুরে এসে এই ট্রেন চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়াও জানান যে, দুর্গাপুর থেকে হাওড়া লোকাল ট্রেনের সবুজ সংকেত মিলেছে। কিন্তু দুর্গাপুরে বৈদ্যুতিক ট্রেনের টার্মিনাল না থাকায় ট্রেনগুলি আসানসোল থেকে ফাঁকা এসে দুর্গাপুর থেকে যাত্রী নিয়ে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। তবে সেই

পরিকল্পনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এই বিষয়ে গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র জানিয়েছেন, সরাসরি ট্রেনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি এবং তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। অন্যদিকে, রেল সূত্রে খবর, কোন রুটে কী ট্রেন চলবে তা সম্পূর্ণ সমীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয় রেল বোর্ড।

রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে এল প্রশাসন, গলসিতে সফল রক্তদান শিবির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ বাড়ার সাথে সাথেই পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে তীব্র রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। জেলার হাসপাতালগুলিতে রক্তের এই ঘাটতি মেটাতে এক মানবিক উদ্যোগ নিল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি গলসি-১ ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়ালের বিশেষ অনুপ্রেরণায় আয়োজিত এই শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি ব্লকের সরকারি কর্মচারীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। গলসি-১ ব্লকের বিডিও ইন্দ্রজিৎ মারিক জানান, শিবিরে মোট ৫৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত এই রক্ত বর্ধমান মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তীব্র গরমে মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এর আগেও জেলাশাসকের উদ্যোগে বর্ধমান শহরের প্রশাসনিক ভবনেও অনুরূপ একটি সফল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

মেমারিতে খেত মজুরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকার বামুনিয়া গ্রামে এক খেত মজুরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মৃতের নাম সাগর টুডু। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সাত সকালে গ্রামের একটি ক্যানেল পাড়ের গাছে ওই ব্যক্তির দেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। তারা দেহটি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সাগর টুডুর বাড়ি পুনায়া জেলার টানুয়ার গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, তিনি দিনকয়েক আগে সাহারগাছি এলাকায় এক চাষির বাড়িতে ধান কাটার কাজ করতে এসেছিলেন। ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, এটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনো রহস্য রয়েছে; তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পানাগড়ে ট্রেন থেকে দুটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার, ধৃত ১

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ উত্তরপ্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে কচ্ছপ পাচারের একটি বড়সড় ছক বানচাল করল পানাগড় রেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, সোমবার উত্তরপ্রগামী উত্তরাখণ্ড দুন এক্সপ্রেস পানাগড় স্টেশনে পৌঁছতেই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

সেখান থেকে প্রায় ১০ কেজি ওজনের দুটি বিরল ভারতীয় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জান্না নামে উত্তরপ্রদেশের জগদীশপুরের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কচ্ছপ দুটিকে বাংলায় এনে অন্য কোথাও পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ ও ধৃত ব্যক্তিকে পানাগড় বন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু করে মঙ্গলবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পানাগড়ের রেঞ্জার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কচ্ছপ দুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই পাচার চক্রের নেপথ্যে আর কারা জড়িত, তা জানতে জোর কদমে তদন্ত শুরু করেছে বন বিভাগ।

জামুড়িয়ায় বালি উত্তোলন ঘিরে তুমুল উত্তেজনা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আধা সামরিক বাহিনীর লাঠিচার্জ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার দরবারডাঙ্গা অজয় নদী ঘাট থেকে বালি উত্তোলনকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। মঙ্গলবার জামুড়িয়া থানার কেন্দাফাঁড়ির অধীনস্থ ওই ঘাটে একটি সরকারি সংস্থা বালি তোলার কাজ শুরু করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা সেখানে পৌঁছে কাজ বন্ধ করে দেন।

এই ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি

হলে কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। এরপর বালি বোঝাই করতে আসা খালি ট্রাকগুলি ঘাট থেকে ফিরে যাওয়ার সময় বাগডিহা, সিদ্ধপুর ও চিচুড়িয়ার গ্রামবাসীরা চিচুড়িয়া ডাঙ্গালপাড়া এলাকায় সেগুলিকে আটকে আবার তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন। দফায় দফায় এই বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে আধা সামরিক বাহিনী মৃদু লাঠিচার্জ করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও গোটা এলাকায় পুলিশ ও প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে।

উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেমারিতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিতরণ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিলি। বিভিন্ন এলাকায় বুথভিত্তিকভাবে সাধারণ মানুষের হাতে এই ফর্ম তুলে দেওয়া হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর বিধানসভার মেমারি দু'নম্বর ব্লকের রুকাশপুর বুথেও ফর্ম বিতরণের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বোহার এক নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত রুকাশপুর অঙ্গনওয়াড়ি ও ষষ্ঠীতলা পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই ফর্ম বিতরণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই শিবিরে পরিদর্শনে আসার কথা ছিল মন্তেশ্বরের বিধায়ক সৈকত পাঁজার। তবে একটি জরুরি প্রশাসনিক বৈঠক থাকার কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত হাজির হতে পারেননি বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। শিবিরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা অবশ্য জানিয়েছেন, ফর্ম না পেয়ে কাউকেই ফিরে যেতে হবে না। সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীই পর্যায়ক্রমে ফর্ম পাবেন। ফর্ম বিতরণের নির্দিষ্ট দিন ও সময় সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে সাধারণ মানুষকে স্থানীয় বুথ বা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাণ্ডবেশ্বরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান, এক রাতেই তিন এলাকা থেকে গ্রেফতার ৮

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকা জুড়ে এক ব্যাপক পুলিশি অভিযানে এক রাতেই মোট আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার রাতে থানার বিভিন্ন প্রান্তে এই সাঁড়াশি অভিযান চালায় পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথম অভিযানটি চালানো হয় সোনপুর বাজারি এলাকায়, সেখান থেকে দু'জন জাল লটারি কারবারিকে হাতেনাতে ধরা হয়। এরপর খেট্টাডিহি কোলিয়ারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক লোহা পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে লোহা পাচারে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যান এবং তিনটি মোটরবাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তৃতীয় অভিযানটি চলে ফুলবাগান দুর্গা মন্দির সংলগ্ন এলাকায়, যেখান থেকে জুয়া খেলার অপরাধে ৫ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত আটজনকেই মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রগুলির সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে ঘটনার তদন্ত ও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ।

ত্রাণ দুর্নীতি মামলায় তীব্র অস্বস্তিতে শাসকদল, আটক পূর্ব বর্ধমানের দুই প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগে কাটোয়া ও কালনার দুই প্রভাবশালী প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে আটক করেছে পুলিশ, যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাটোয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনার পর তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমিয়ে বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা 'চোর' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে প্রাক্তন বিধায়ককে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়া হয় এবং পুলিশের সামনেই ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। অন্যদিকে, সোমবার গভীর রাতে কালনার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগের বাড়িতে অভিযান চালায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। এই মামলায় আগেই গ্রেফতার হওয়া কালনা ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি প্রণব রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেবপ্রসাদের নাম জানতে পারেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযানের সময় দেবপ্রসাদবাবু পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন এবং তাকে আটক করা হয়। রাতেই ধৃত প্রণব রায়ের মুখোমুখি বসিয়ে তাকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জোড়া

নেতার এই আটকের ঘটনায় জেলাজুড়ে রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

৬ দিনের পুলিশ হেফাজতে বর্ধমানের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বর্ধমান দক্ষিণের প্রাক্তন 'দাপুটে' তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাসকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। মঙ্গলবার কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তাকে আদালতে তোলা হলে বর্ধমান থানার পুলিশ ১০ দিনের হেফাজতের আবেদন জানায়। পুলিশের দাবি, ২০২৫ সালের জুন মাসে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা, মারধর, লুটপাট ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকির ঘটনায় খোকন দাসের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপন করেছিলেন। গত রবিবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে

জেলা পুলিশের বিশেষ দল তাকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারীদের মতে, ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার, আর্থিক লেনদেনের উৎস সন্ধান এবং বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ পেতে খোকন দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। এই হেভিওয়েট নেতার গ্রেফতারে জেলা রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি শিবিরের দাবি, প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতি ও অত্যাচারের অভিযোগ থাকায় তার এই পরিণতি অবধারিত ছিল।

গ্যাস সংকটে সালানপুরে আচমকা বন্ধ কারখানা, বিক্ষোভে শ্রমিকেরা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আসানসোলের সালানপুরের দেন্দুয়ায় গ্যাস ঘাটতির অজুহাত দেখিয়ে আচমকা 'বালাজি সিরামিক্স' নামের একটি বেসরকারি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ মে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন কারখানার কয়েকশো শ্রমিক। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের ন্যায্য ও সরকারি নিয়ম মেনে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছিল না। এমনকি পিএফ এবং ইএসআই-এর মতো জরুরি সামাজিক সুরক্ষামূলক সুবিধাও মেলেনি। এই চরম আর্থিক অনটনের বাজারে আচমকা কাজ হারিয়ে শ্রমিকেরা এখন সম্পূর্ণ কর্মহীন। শ্রমিক নেতা অমর মাহাতোর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা নিয়মিত বেতনের দাবিতে সরব হয়েছেন।

আসানসোলের সালানপুরের দেন্দুয়ায় গ্যাস ঘাটতির অজুহাত দেখিয়ে আচমকা 'বালাজি সিরামিক্স' নামের একটি বেসরকারি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ মে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন কারখানার কয়েকশো শ্রমিক।

এদিকে ২ জুন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আশ্বাস দিলেও এদিন কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সমস্ত দাবি নাকচ করে দেয়। এর পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে আন্দোলনের মাঝেই শ্রমিকদের একাংশ কর্তৃপক্ষের শর্ত মেনে কাজে ফিরতে চাইলেও, বড় অংশটি আন্দোলনের পথেই অনড়। কর্তৃপক্ষ সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে মুখে কুলুপ আঁটায়, শ্রমিকেরা এবার আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:46 Page 10

বাইক চোর চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য,গ্রেফতার ৩

জয়শ্রী দে, নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ আবারও মোটরসাইকেল চুরি চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল ঝালদা থানার পুলিশ। একটি মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ পর্দাফাঁস করল সক্রিয় বাইক চোর চক্রের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ৯টি চোরাই দু'চাকা যান, যার মধ্যে রয়েছে মোটরসাইকেল, স্কুটি ও মপেড। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৭ মে ঝালদা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কোটশিলা থানার ওলডি গ্রামের বাসিন্দা অমিত কুমার।

অভিযোগে তিনি জানান, সেদিন সকালে ঝালদা রেলস্টেশনের কাছে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে তাঁর বাবার মোটরসাইকেলটি 'আনন্দ মেডিক্যাল সেন্টার'-এর সামনে রেখে যান। দুপুরে ফিরে এসে দেখেন, মোটরসাইকেলটি আর সেখানে নেই। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা সেটি চুরি করে নিয়ে গেছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঝালদা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তের সূত্র ধরে প্রথমে শেখ আসিফ রাজা নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ দুটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপর ধৃতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কোটশিলা থানার লুপুংডি গ্রামের কুদ্দুর কুমার এবং ঝালদা থানার বাগানডি গ্রামের শেখ ইমরোজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দফায় দফায় জেরার পর তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে আরও ৫টি মোটরসাইকেল, ১টি স্কুটি এবং ১টি মপেড উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, এখনও পর্যন্ত মোট ৯টি চোরাই দু'চাকা যান উদ্ধার হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং চোরাই গাড়িগুলি কোথায় বিক্রির পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত তথ্য দেন ঝালদার এসডিপিও গৌরব ঘোষ।

মানুষের আশীর্বাদে মন্ত্রী, জনসেবাতেই অঙ্গীকার রাজেশ মাহাতো

নয়া জামানা, ঝাড়গ্রাম ঃ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথমবার ঝাড়গ্রামে এসে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বৈঠক ও সৌজন্য সাক্ষাতে যোগ দিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাজেশ মাহাতো। মঙ্গলবার বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা পার্টি অফিসে আয়োজিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তিনি। বৈঠক শেষে শহরের একটি বেসরকারি অতিথি নিবাসে কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখ া করেন মন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকেরা পুষ্পস্তবক ও মালা পরিয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। মন্ত্রীও তাঁদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে কিছুক্ষণ মতবিনিময় করেন এবং এলাকার উন্নয়ন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘদিনের কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজেশ মাহাতো বলেন, আমানুষের আশীর্বাদ এবং ভালোবাসার ফলেই আমি আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি।

সাধারণ মানুষ আমাকে বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন, আর তাঁদের সমর্থনেই মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাই মানুষের সেবা করাই আমার প্রধান লক্ষ্য ও দায়িত্ব।দ তিনি আরও জানান, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠকে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, প্রকৃত জমির মালিক যাতে তাঁর ন্যায্য অধিকার ফিরে পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি। বালি উত্তোলন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সরকারের নীতি অনুযায়ী বৈধভাবে বালি উত্তোলনের কাজ চলবে। তবে কোনওভাবেই বেআইনি বা নিয়মবহির্ভূত বালি উত্তোলন বরদাস্ত করা হবে না। এ বিষয়ে প্রশাসনকে কঠোর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রথম জেলা সফরেই জনসেবা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের বার্তা দিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো।

গোপন অভিযানে পুলিশের বড় সাফল্য, বাড়ি থেকে উদ্ধার ৩২০ লিটার পেট্রোল-ডিজেল

জয়শ্রী দে,নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ বরাবাজার থানার পুলিশের তৎপরতায় অবৈধভাবে মজুত রাখা বিপুল পরিমাণ পেট্রোল ও ডিজেল উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার বরাবাজার এলাকায়। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩২০ লিটার পেট্রোলিয়াম পদার্থ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ জুন রাতে বরাবাজার থানার অন্তর্গত লাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পুইজাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা গণেশ মাহাতো (৬৫)-র বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে বাড়ির বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন আকারের চারটি পাত্রে মজুত থাকা প্রায় ৩২০ লিটার পেট্রোল ও

ডিজেল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দীর্ঘদিন ধরেই কোনো বৈধ লাইসেন্স বা

সরকারি অনুমতি ছাড়াই ওই ব্যক্তি অবৈধভাবে দাহ্য পদার্থ মজুত করে বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এত পরিমাণ জ্বালানি বাড়িতে মজুত থাকায় এলাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল বলে মনে করছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ উদ্ধার হওয়া সমস্ত পেট্রোল ও ডিজেল বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি জ্বালানি সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিও জব্দ করা হয়েছে। অভিযুক্ত গণেশ মাহাতোকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বরাবাজার থানায় একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ জ্বালানি ব্যবসার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং আইনানুগ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিধবা ভাতার টাকা চিকিৎসকের অ্যাকাউন্টে! তদন্তে নেমে গ্রেফতার পিংলার চিকিৎসক

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সরকারি বিধবা ভাতা প্রকল্পের টাকা ভুল অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায়। অভিযোগ সামনে আসার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ করে পিংলা থানার পুলিশ। যশোরাজপুর এলাকার বাসিন্দা ও পেশায় চিকিৎসক অমলেন্দু বিকাশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে খ ড়গপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কীভাবে এক বিধবা মহিলার সরকারি ভাতার টাকা দীর্ঘদিন ধরে অন্য একটি ব্যাংক

অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না এবং পুরো প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঘটেছে, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জানা গিয়েছে, পিংলা ব্লকের ক্ষীরাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক বিধবা মহিলার প্রাপ্য ভাতার টাকা দীর্ঘদিন ধরে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছিল। পরে তদন্তে উঠে আসে যে ওই অ্যাকাউন্টটি অমলেন্দু বিকাশ মণ্ডলের নামে। ধৃত চিকিৎসকের দাবি, তাঁর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়ার বিষয়টি তিনি জানতেন, তবে কীভাবে সেই টাকা আসছিল তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, সরকারি প্রকল্পের টাকা কীভাবে প্রকৃত উপভোক্তার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে পৌঁছাল? এটি প্রশাসনিক গাফিলতি, তথ্যগত ত্রুটি নাকি জালিয়াতির ঘটনা;তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। পুলিশ ও প্রশাসন যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর রয়েছে এলাকার মানুষের।

'সংস্কৃতির সৈনিক' সম্মানে ভূষিত পুরুলিয়ার নৃত্যশিল্পী সুমিত রঞ্জন রায়

জয়শ্রী দে, নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক জগতে আরও এক গৌরবের পালক যোগ হল। দেশের অন্যতম স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে মর্যাদাপূর্ণ 'সংস্কৃতির সৈনিক' সম্মানে সম্মানিত হলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী এবং জনপ্রিয় নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'শিঞ্জন পুরুলিয়া'-র কর্ণধার সুমিত রঞ্জন রায়।

পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে দেশ-বিদেশে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে গত ১ জুন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র সদনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে বিশেষ অবদানের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়। সেই তালিকায় স্থান করে নেন পুরুলিয়ার কৃতী নৃত্যশিল্পী সুমিত রঞ্জন রায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান 'শিঞ্জন

পুরুলিয়া'-র মাধ্যমে জেলার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৃত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাঁর এই নিরলস সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং নতুন প্রজন্মকে দক্ষ শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবীণ অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন। পাশাপাশি সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক ডঃ শান্তনু সেনগুপ্ত উত্তরীয় পরিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। সম্মান গ্রহণের পর সুমিত রঞ্জন রায় বলেন, তএই স্বীকৃতি আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একইসঙ্গে সংস্কৃতির প্রসারে আরও বেশি কাজ করার দায়িত্বও বাড়িয়ে দিল।দ প্রায় তিন দশক ধরে পুরুলিয়ায় ভরতনাট্যম ও সৃজনশীল নৃত্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন তিনি। তাঁর এই সাফল্যে খ ুশির হাওয়া বইছে জেলার সাংস্কৃতিক মহলে। বিভিন্ন শিল্পী, সংস্কৃতিপ্রেমী ও গুণীজনেরা তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রক্ত সংকট দূর করতে মাঠে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার লালগড় থানায় এক বৃহৎ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলমান রক্ত সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে এই মানবিক কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। বর্তমানে ঝাড়গ্রাম জেলায় রক্তের চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় বহু রোগী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। জরুরি অস্ত্রোপচার, প্রসূতি চিকিৎসা এবং থ্যালাসেমিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হয়। সেই পরিস্থিতিতে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু লালগড় থানাতেই নয়, আগামী দিনে জেলার প্রতিটি থানায় পর্যায়ক্রমে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বৃহত্তর উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মীরা নিজেরাই রক্তদান করে সাধারণ মানুষের কাছে মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রায় একশো জন পুলিশ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী এই শিবিরে রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সহ জেলার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে সকল সুস্থ মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জেলা পুলিশের এই জনমুখ ী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এমন কর্মসূচি শুধু রক্ত সংকট দূর করতেই নয়, সমাজে মানবিকতার বার্তা ছড়িয়ে দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল সাঁকরাইল থানার পুলিশ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার পুলিশ। নিখোঁজ এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে নিরাপদে ফিরিয়ে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ওই ব্যক্তির পরিবার, পাশাপাশি পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরবেলায় সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া বাজার এলাকায় এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় মানুষজন। তাঁর আচরণে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে

থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম কানাই সরেন। তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত বড়াই গ্রামের বাসিন্দা। আরও খোঁজখবর নিয়ে পুলিশ জানতে পারে, কানাই সরেন মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বেশ কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি। এরপর সাঁকরাইল থানার পক্ষ থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে কানাই সরেনকে শনাক্ত করেন। প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। কানাই সরেনের ছেলে শম্ভু সরেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে বাবাকে খুঁজে না পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। সাঁকরাইল থানার ফোন পাওয়ার পর তাঁদের পরিবারের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। তিনি পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই সহযোগিতা তাঁদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। পুলিশের এই মানবিক ভূমিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। মানবিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার এমন নজির সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

ভোরের সড়কে মর্মান্তিক পরিণতি, অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল যুবক বাইক আরোহীর

জয়শ্রী দে, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার বলরামপুরে মঙ্গলবার ভোরবেলায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। জামশেদপুর-পুরুলিয়া ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় একটি দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক যুবক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বলরামপুর থানার অন্তর্গত আমরুহাসা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের কাছে থাকা নথিপত্র খতিয়ে দেখে প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচয় লক্ষণ দাস হিসেবে জানা গেছে। তিনি আড়সা থানার তুম্বাঝালদা এলাকার বাসিন্দা বলে অনুমান করা হচ্ছে। যদিও পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জামশেদপুর দিক থেকে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন ওই

যুবক। সেই সময় কোনও অজ্ঞাতপরিচয় দ্রুতগতির গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ধাক্কার তীব্রতায় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন যুবক রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত বলরামপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে বলরামপুর বাঁশগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় জড়িত ঘাতক গাড়ির খোঁজে তদন্ত ও তল্লাশি শুরু হয়েছে। জাতীয় সড়কের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজও খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এর সঙ্গে অন্য কোনও বিষয় জড়িত রয়েছে কি না, তা খ তিয়ে দেখছে বলরামপুর থানার পুলিশ।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্মকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে চাঞ্চল্য খারুইয়ে

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম বিলি ও জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের খ ারুই-১ অঞ্চলে। সোমবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বচসা, ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয় তমলুক থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি ও জমা দেওয়ার কাজ চলাকালীন দুই রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা সরাসরি ফর্ম জমা নেওয়ার কাজে যুক্ত ছিলেন। বিজেপি কর্মীদের দাবি, সরকারি প্রকল্পের ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সদস্যরা থাকলেও দলীয় নেতাদের এই কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, খারুই-১ অঞ্চলের তৃণমূল প্রধান শেখ সিরাজুলের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষের সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে জড়ো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে তা হাতাহাতি ও সংঘর্ষের রূপ নেয়।

জলনিকাশি সমস্যার সমাধানে কড়া পদক্ষেপ, ড্রেনের উপর অবৈধ নির্মাণ সরাতে ৭ দিনের সময়সীমা

নয়া জামানা , বেলদা ঃ বেলদা শহরের দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করল বেলদা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা শহরের বিভিন্ন এলাকায় মূল নিকাশি নালার উপর গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান, স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্মাণের মালিকদের হাতে লিখিত নোটিশ তুলে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, নোটিশে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে আগামী সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের উদ্যোগে নালার উপর থাকা সমস্ত অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা না করা হলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

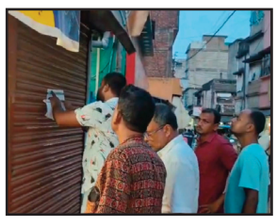

করে নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, বছরের পর বছর ধরে নিকাশি নালার উপর অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দোকান ও কাঠামোর কারণে জল চলাচলের স্বাভাবিক পথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই বেলদা বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জল জমে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্ষার আগে সেই সমস্যা দূর করতেই এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে পঞ্চায়েতের এই সিদ্ধান্তে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় ব্যবসা করেই সংসার চলছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হঠাৎ উচ্ছেদ করা হলে বহু পরিবার আর্থিক সংকটে পড়বে। প্রশাসনের কাছে তাঁরা বিকল্প জায়গার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিনের জলনিকাশি সমস্যার সমাধানে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি ছিল। ফলে নোটিশ ঘিরে বেলদা শহরে এখন মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও
প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:46 Page 11

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

সরকারি ত্রাণ মজুতের অভিযোগে চাঞ্চল্য সন্দেশখালিতে

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির দুর্গামণ্ডপ অঞ্চলে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষণ অধিকারীর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ধার হওয়ার অভিযোগ সামনে আসতেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি থানার পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশির সময় ঘূর্ণিঝড় আয়লা, আমফান এবং বুলবুলের পর সরকারি উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ হওয়া বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কৃষকদের জন্য বরাদ্দ কিছু কৃষি যন্ত্রপাতিও উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার বহু বাসিন্দা। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সহায়তা দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে না পৌঁছে ব্যক্তিগতভাবে মজুত করে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। শতাধিক গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ ও ত্রাণ বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং প্রশাসন সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।

সাত বছর পর পৈতৃক ভিটেতে ফিরলেন টাকির জমিদার বংশধর

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ সাত বছর পর অবশেষে নিজের পৈতৃক বাড়িতে ফিরলেন টাকির জমিদার পরিবারের উত্তরসূরি প্রবীর রায় চৌধুরী। টাকি পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রবীরবাবুর এই প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইছামতী নদীর ধারে অবস্থিত পূর্বপুরুষদের সম্পত্তির উপর নির্মিত বাড়িতেই পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন প্রবীর রায় চৌধুরী।
তাঁর অভিযোগ, কয়েক বছর আগে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর বাড়ি দখল করে নেওয়া হয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রবীরবাবুর বক্তব্য, এলাকার বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি একাধিকবার প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপর থেকেই তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। একসময় তাঁকে নথিপত্রে সই করিয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ। তিনি আরও দাবি করেন, সেই সময় প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার পর ন্যায়বিচারের আশায় তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ও সরকারি কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন। একাধিক অভিযোগ দায়ের করলেও দীর্ঘদিন কোনও সুরাহা মেলেনি বলে তাঁর দাবি। সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর তিনি আবার সাহস সঞ্চয় করে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তবে বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি দেখেন, বাড়ির গেট ভাঙা এবং ভিতরের বহু জিনিসপত্র আর আগের অবস্থায় নেই। নিজের বাড়িতে ফিরে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রবীর রায় চৌধুরী। তিনি নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাঁরা তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর অন্যায় করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে আর কোনও পরিবারকে যেন এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।

দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যেই তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিঙ্গলেশ্বর গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্যের ঝুলন্ত মৃতদেহ তাঁর নিজ বাড়ির একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে বরাদ্দ হওয়া ১২টি ব্যাটারিচালিত বর্জ্য সংগ্রহের টোটো নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ওঠে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রায় তিন বছর আগে সরকারি প্রকল্পের আওতায় পাওয়া ওই গাড়িগুলি জনস্বার্থে ব্যবহার না করে প্রধান নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং পরে সেগুলি একটি আমবাগানে রাখা হয়। অভিযোগ, ১২টির মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৩টি টোটো পাওয়া গিয়েছে, বাকি ৯টি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ সামনে আসার পর গ্রামবাসীরা বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এদিকে বাকি তিনটি টোটো ফের প্রধানের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হলে তা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, ওই সময় এক গ্রামবাসী বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে থানায় পৃথক অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দুর্নীতি, টোটোর ব্যাটারি চুরি এবং সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান। পরিবারের সদস্যদেরও প্রাথমিকভাবে অনুমান, অপমান ও চাপের কারণেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।

তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গ্রেফতার, কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রামে নিয়ে তদন্ত

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের পাটলী খানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি পিন্টু মোল্লা ওরফে সেলিমকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোট-পরবর্তী হিংসা, এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি, লুটপাট, জমি ও মাছের ভেড়ি দখল-সহ একাধিক অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৩১ মে গভীর রাতে একটি পাটখেত থেকে পিন্টু মোল্লাকে গ্রেফতার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। এরপর তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। তদন্তের স্বার্থে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে নিয়ে তাঁর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। তদন্ত চলাকালীন পিন্টু মোল্লার দেখানো মতে এলাকায় কয়েকটি দোকানঘর ও অন্যান্য স্থানে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযোগ, ওই দোকানঘরগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশির সময় তিনটি দোকানঘর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র এবং তদন্তে সহায়ক বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।
এদিন অভিযুক্তকে কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রাম ঘুরিয়ে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায় পুলিশ। সেই সময় এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বহু মানুষ রাস্তায় ভিড় জমিয়ে গোটা ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেন। উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

হাকিমপুর চেকপোস্টে বাড়ছে ভিড়, দেশে ফেরার অপেক্ষায় আরও ১৫০ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাকিমপুর চেকপোস্টে ফের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে জমায়েত হয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তাঁরা সকলেই ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশের অভিযোগে চিহ্নিত এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ফেরার প্রক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত এক সপ্তাহে প্রায় ৯০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিভিন্ন জায়গা থেকে আটক করা হয়েছে। বর্তমানে বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর এবং সংলগ্ন এলাকার তিনটি হোল্ডিং সেন্টারে প্রায় ৩৫০ জনকে রাখা হয়েছে। তাঁদের পরিচয় ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। ধৃতদের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন সময়ে দালালদের মাধ্যমে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক ও অন্যান্য পেশায় কাজ করতেন। অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাও গ্রহণ করেছেন। বিএসএফ সূত্রে খবর, প্রত্যেকের পরিচয়পত্র, বায়োমেট্রিক তথ্য, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সঠিক তথ্য যাচাই সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে না। নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা প্রক্রিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে। এদিকে হোল্ডিং সেন্টারে থাকা মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, দেশে ফেরানোর আগে যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তবে প্রতিদিন নতুন করে লোক জমায়েত হওয়ায় পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে পুলিশের হানা, উদ্ধার ৭৫ রাউন্ড গুলি ও অস্ত্রের সরঞ্জাম

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার কালিকাতলা এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে পুলিশি তল্লাশিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বন্দুকের গুলি, গুলির খোল এবং অস্ত্র পরিষ্কারের বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে জীবনতলা থানার একটি দল কালিকাতলা এলাকায় জবেদ শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায়।
অভিযোগ, জবেদ শেখ স্থানীয় তৃণমূল কর্মী এবং দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। তল্লাশির সময় বাড়ির পাশের একটি স্থানে তালপাতার আড়ালে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ৭৫ রাউন্ড বন্দুকের গুলি উদ্ধার হয়। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে শতাধিক ব্যবহৃত গুলির খোল, বন্দুক পরিষ্কার করার তেল এবং অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন সামগ্রী। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি কীভাবে সেখানে এল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, আরও অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র আশপাশের কোথাও লুকিয়ে রাখা থাকতে পারে। সেই কারণে এলাকায় তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এদিকে বিজেপি নেতা সুমন হালদার দাবি করেছেন,
জবেদ শেখের বিরুদ্ধে অতীতে গুলি চালানো, জমি দখল, তোলাবাজি এবং খুনের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তিনি বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে বৃহত্তর পুলিশি অভিযানের দাবি জানান। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই জবেদ শেখ পলাতক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালালেও এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে তৎপর প্রশাসন, দ্বিতীয় দফার পরিদর্শনে আশাবাদী চাঁপাপুকুর-রাজেন্দ্রপুরবাসী

নয়া জামানা , বসিরহাট ঃ বছরের পর বছর ধরে জল জমার সমস্যায় নাজেহাল বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চাঁপাপুকুর-রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার মানুষ। বর্ষাকাল এলেই এলাকার বিভিন্ন রাস্তা, বসতবাড়ি এবং বিস্তীর্ণ কৃষিজমি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজেও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে প্রশাসন। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি দ্বিতীয় দফায় সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় জলাবদ্ধতা প্রবণ এলাকাগুলি। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মহম্মদ তৌসিফুর রহমান, রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর বাছাড়, প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন জলাবদ্ধ এলাকা ঘুরে দেখেন এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন। কোথায় জল জমে থাকছে, কোন কারণে দ্রুত জল নামছে না এবং কীভাবে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারাও তাদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির কথা তুলে ধরে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি বিবেচনা করে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় নিকাশি অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারের বিষয়েও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। তাঁদের প্রত্যাশা, দ্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু হলে ভবিষ্যতে বর্ষার সময় আর জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। বহু বছরের পুরনো এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলে চাঁপাপুকুর-রাজেন্দ্রপুর এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা ও কৃষি ব্যবস্থা উভয়ই উপকৃত

১৫ বছর পর ফের চালু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ক্রিকেট একাডেমি, উচ্ছ্বসিত এলাকার ক্রীড়াপ্রেমীরা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ ১৫ বছর বন্ধ থাকার পর আবার নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ক্রিকেট একাডেমি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে এই একাডেমির পুনরায় উদ্বোধনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জানা যায়, ১৯৯১ সালে এলাকার শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং সঠিক প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ক্রিকেট একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধুলার প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো এখানে। তবে ২০১১ সালের পর বিভিন্ন কারণে একাডেমিটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর ফের নতুন করে চালু হওয়ায় খুশি ক্রীড়াপ্রেমী ও অভিভাবকরা। নতুনভাবে শুরু হওয়া এই একাডেমিতে ক্রিকেট, ফুটবল, ক্যারাটে-সহ বিভিন্ন খেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। তিনি একাডেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং বলেন, বসিরহাট মহকুমা থেকে অতীতেও বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে এসেছেন, যারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন করেছেন। ভবিষ্যতেও এই একাডেমি থেকে নতুন প্রতিভার বিকাশ ঘটবে বলে তিনি আশাবাদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালি বিধানসভার বিধায়ক সনৎ সরদার, হাড়োয়া থানা পুজো সমন্বয় কমিটির সম্পাদক প্রবীর ভট্টাচার্য, জেলা সহ-সভাপতি রাজেন্দ্র সাহা, মণ্ডল সভাপতি রজতবরণ সাহা, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, তন্ময় সরকার, বিশ্বজিৎ দাস, তুলসী দাস, কৌশিক দাস, রাজীব দাস, দিলীপ দাস-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্যোক্তাদের দাবি, আগামী দিনেও এলাকার শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

কাটমানি ফেরত ও গ্রেপ্তারের দাবিতে মিনাখাঁয় বিক্ষোভ, দুর্নীতির অভিযোগে সরব গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ব্লকের চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটল। আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি আদায়, জলকরের জমির লিজ সংক্রান্ত অর্থ আত্মসাৎ এবং উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামলেন এলাকার বহু বাসিন্দা। নুরপুর হাটখোলা এলাকায় হাতে প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, চাপালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি বাকিবুল্লা মণ্ডল এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আজিজুল গাজীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এছাড়াও জলকরের জমির লিজ সংক্রান্ত বিষয়েও লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার না হওয়ায় এলাকার একাধিক প্রকল্প এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। বিক্ষোভ চলাকালীন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার, নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাটমানির সমস্ত টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মিনাখাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে, তবুও স্থানীয়দের ক্ষোভ এখনও অব্যাহত। তাঁদের দাবি, দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিনাখাঁর রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। এখন তদন্তে কী উঠে আসে, সেদিকেই নজর সকলের।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:46 Page 12

প্রধানমন্ত্রী আম নিয়ে কথা বলছেন অথচ...

সিবিএসই ইস্যুতে মোদির ‘নীরবতা’ নিয়ে সরব রাহুল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সিবিএসই ইস্যুতে এখনও নীরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নীরবতা কেবল উদাসীনতা নয়, তা অপরাধের সহযোগিতা করা। এমনই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী । তাঁর দাবি, যা হয়েছে তা জালিয়াতি। এবং এর শিকার সাড়ে ১৮ লক্ষ পড়ুয়া।

এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘সিবিএসই-র মে ২০২৫-এর টেন্ডারে শর্ত ছিল যে, উত্তরপত্রগুলো স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করতে হবে;যাতে খাতার বাঁধাই বা ‘স্পাইন’ অক্ষত থাকে; এবং স্ক্যানিংয়ের রেজোলিউশন হতে হবে ন্যূনতম ৩০০ ডিপিআই। আগস্ট মাসে যখন টেন্ডার পুনরায় জারি করা হল, তখন নিঃশব্দে সেই সব শর্তই বাদ দিয়ে দেওয়া হল। ‘স্ক্যানার’-এর বিষয়টি হয়ে উঠল সাধারণ বা অনির্দিষ্ট। রেজোলিউশন কমিয়ে নামিয়ে আনা হল ২০০ ডি পি আই-তে।

আমরা বুঝতে পারছি, বাস্তবে এর অর্থ কী দাঁড়িয়েছে। এখন ফাঁস হয়ে গিয়েছে সংস্থাটি উত্তরপত্রগুলি স্ক্যান করার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিল। সেই ঝাপসা কপিগুলি, হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলি, স্ক্যান না করা উত্তরপত্রগুলো; এগুলি কোনও ‘ভুল’ নয়। এগুলি এমন একটি চুক্তিরই অনিবার্য পরিণতি, যা সাজানো হয়েছিল কোনও নির্দিষ্ট ঠিকাদার বা বিক্রেতার সুবিধার্থে। এটা জালিয়াতি। আর যে সাড়ে ১৮ লক্ষ পড়ুয়ার উত্তরপত্র ভুলভাবে মূল্যায়ন করা

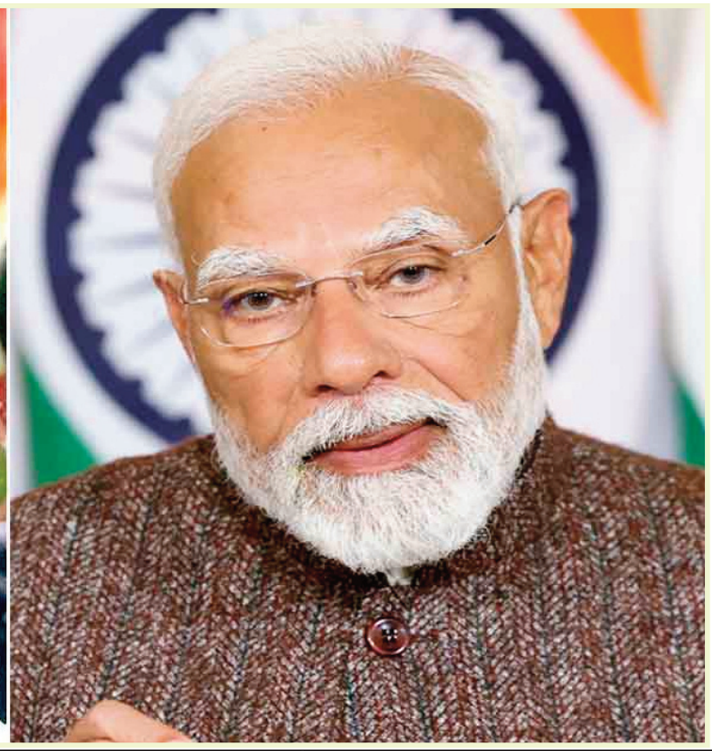

হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এই জালিয়াতির শিকার।’আর সেই সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দেগে তিনি জানাচ্ছেন, ‘আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী আম নিয়ে কথা বলার সময় পেয়েছেন। অথচ সাড়ে ১৮ লক্ষ নাবালকের বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি পাননি, যাদের উত্তরপত্রগুলি মোবাইল ফোন দিয়ে স্ক্যান করা হয়েছিল। ধর্মেন্দ্র প্রধান এখনও তাঁর পদে বহাল আছেন। মোদির এই নীরবতা এখন আর কেবল উদাসীনতা নয়, তা এখন অপরাধের সহযোগিতা।’ প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-এ বাংলার হিমসাগর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রাজ্য ধরে ধরে নাম করে মোদি যেমন তুলে ধরলেন সেখানকার বিখ্যাত আমের নাম, তেমনই ভূয়সী প্রশংসা করলেন দেশের আমচাষিদের।

জানালেন, ভারতের আমের ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন কৃষকরা। আর সেই চর্চাতেই গোটা পর্বটি হয়ে উঠল ‘আম’-ময়।

উল্লেখ্য, সিবিএসই-র প্রশ্নফাঁস নিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ধর্মেন্দ্র প্রধান স্বীকার করেছেন, ডিজিটাল মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কিছু প্রযুক্তিগত ও পরিচালনাগত ত্রুটি সামনে এসেছে এবং তা সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই নিয়ে আইআইটি মাদ্রাজ এবং আইআইটি কানপুর কাজ শুরু করেছে।দ সিবিএসই নিজেও ভুল স্বীকার করে নিয়েছে। পদ্ধতিগত ভুল যে ছিল সেটাও মেনে শুধরে নেওয়ার বার্তা দিয়েছে ওই সংস্থা।

যৌন পেশা অপরাধ নয়,

হেনস্তা করতে পারে না পুলিশ!

সাফ বলল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শীর্ষ আদালতের এই নয়া নির্দেশিকায় দেশের প্রায় ৯ লক্ষ যৌনকর্মী উপকৃত হবেন। বস্তুত দেশে দেহ ব্যবসা অবৈধ না হলেও পতিতালয় চালানো বা পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচনা দেওয়া অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।যারা স্বেচ্ছায় যৌন পরিষেবা দেয় বা যৌন কর্মী হিসাবে কাজ করে তাদের কোনওরকম হেনস্তা করা যাবে না। বা তাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম অপরাধমূলক মামলাও দিতে পারবে না পুলিশ। নিজের ইচ্ছায় যৌনতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়াটা অপরাধ নয়। আরও একবার স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট । তবে অবশ্যই ওই যৌনকর্মীকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, কেউ যৌনপেশায় যুক্ত, স্রেফ সেই অজুহাতে তাঁকে হেনস্তা করা যাবে না। বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা যাবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যৌনপল্লিতে অভিযানের সময় স্বেচ্ছায় যারা যৌনশ্রম দিচ্ছেন তাঁদেরও হেনস্তা করে পুলিশ। উদ্ধার করে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। বা উদ্ধার করার নামে তাঁকে জোর করে ওই পেশা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিল, এর কোনওটিই করা যাবে না।আদালতের সাফ কথা, ‘ইমোরাল ট্র্যাফিক (প্রিভেনশন) অ্যাক্টে কোথাও বলা নেই যে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বেচ্ছায় যৌনকর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পতিতালয় চালানোটা অপরাধ। তেমন কেউ করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু যৌনকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁর মতামত বেশি গুরুত্ব পাবে। যৌনকর্মীদের উদ্ধার করা বা ‘উদ্ধার’ বা পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে তাদের মতামতকেই।শীর্ষ আদালতের এই নয়া নির্দেশিকায় দেশের প্রায় ৯ লক্ষ যৌনকর্মী উপকৃত হবেন। বস্তুত দেশে দেহ ব্যবসা অবৈধ না হলেও পতিতালয় চালানো বা পতিতাবৃত্তিতে প্ররোচনা দেওয়া অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। এই আইনের জেরেই বহু যৌনকর্মীকে পরিষেবা দিতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হতে হয়। তাছাড়া এই পেশার সঙ্গে যুক্তদের প্রতি সমাজের বক্রদৃষ্টি তো আছেই। শীর্ষ আদালতের নয়া গাইডলাইনে তাঁরা কিছুটা স্বস্তি পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আরশোলা’দের রুদ্রমূর্তি!

পরীক্ষা-দুর্নীতির প্রতিবাদে মার্কিন মুলুক ছেড়ে সোজা যন্তরমন্তরে সিজেপি কর্ণধার

দেশে একের পর এক পরীক্ষা-দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার জেরে যখন ছাত্রসমাজের ক্ষোভের আগুন জ্বলছে, ঠিক তখনই সেই আগুনে ঘি ঢালতে মার্কিন মুলুক থেকে সোজা দেশের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ বা সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অভিজিৎ দিপকে। তাঁর নিশানায় খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নিট, সিবিএসই থেকে শুরু করে সিইউইটি এবং স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) পরীক্ষায় বেনজির কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে এবার সরাসরি যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসার হুঁশিয়ারি দিলেন এই তরুণ নেতা। আগামী শনিবার (৬ জুন) আমেরিকা থেকে দিল্লিতে নামার কথা তাঁর। নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করা একটি ভিডিয়ো বার্তায় অভিজিৎ জানিয়েছেন, বিমানবন্দর থেকে সোজা তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হতে পারে বলে তাঁর পরিবার ও পরিজনরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তবে সেই ভীতিকে দূরে সরিয়ে রেখেই তাঁর মন্তব্য, ‘আমি গান্ধী, অম্বেডকর, ভগত সিং এবং নেহরুর আদর্শে বিশ্বাসী। সর্বোপরি আমি দেশের সংবিধানে অগাধ আস্থা রাখি , যা আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ করার অধিকার দিয়েছে’। শনিবার সকালে দিল্লিতে পা রেখেই তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যাবেন এবং যন্তরমন্তরে শান্তিপূর্ণ জমায়েতের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাইবেন বলে জানিয়েছেন। সিজেপি-র দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে তাদের অনলাইনে করা আবেদনে প্রায় আট লক্ষ পড়ুয়া সই করেছেন। অভিজিতের কথায়, ‘এত বড় একটি বিপর্যয়ের পরেও যদি শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করেন, তার মানে এই দেশে আর দায়বদ্ধতা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই’।

শূন্যস্থান পূরণে ওস্তাদ ‘অন্যরা’

জুন্টার হাত ধরেই উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মরিয়া দিল্লি

কূটনীতির বাধ্যবাধকতা বড় বালাই। আন্তর্জাতিক মঞ্চে যে রাষ্ট্রনেতাকে ‘একঘরে’ করার ডাক দিয়েছে পশ্চিমী দুনিয়া, তাঁর সঙ্গেই সাড়ম্বরে বৈঠক সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মায়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক তথা সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিন অং লাইংয়ের নয়া দিল্লি সফর ঘিরে যখন আন্তর্জাতিক মহলে গুঞ্জন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, মায়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। বিদেশ সচিবের সোজা কথা, মায়ানমারকে একলা ফেলে রাখলে যে শূন্যস্থান তৈরি হবে, তা পূরণ করতে ওস্তাদ ‘অন্যরা’। আর সেই ‘অন্যদের’ যে গণতন্ত্র নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তা বলাই বাহুল্য। মূলত নাম না করে চিনকে নিশানা করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ও রণকৌশলগত বাধ্যবাধকতার কারণেই যে জুন্টা সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হচ্ছে দিল্লি, তা বিদেশ মন্ত্রকের এই সাফাইয়ে একপ্রকার পরিষ্কার। গত এপ্রিল মাসে মায়ানমারের পার্লামেন্ট দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিন অং লাইংয়ের নাম চূড়ান্ত করার পর এটিই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। সোমবার মোদীর সঙ্গে তাঁর এই হাই-প্রোফাইল দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ সচিবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মায়ানমারে বন্দি গণতান্ত্রিক নেত্রী আং সান সু চি কিংবা সে দেশের বিপন্ন গণতন্ত্র নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলেছেন কি না। জবাবে মিসরি জানান, আলোচনা বেশ খোলামেলা হয়েছে এবং মায়ানমারে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও গণতন্ত্র ফেরানোর প্রক্রিয়ায় সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এই বৈঠককে মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর কোনও মন্তব্য হিসেবে দেখতে নারাজ দিল্লি। প্রতিবেশীর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ বজায় রাখাই ভারতের প্রথম অগ্রাধিকার। অতীতেও বিচ্ছিন্নতাবাদের নীতি কোনও সুফল দেয়নি, বরং ভারতের ক্ষতিই করেছে। এ দিনের বৈঠকে আলোচনার মূল কেন্দ্রে ছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি। দ্বিপাক্ষিক যৌথ বিবৃতিতে দুই দেশই একে অপরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। মায়ানমার সীমান্তে সক্রিয় ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির নাশকতামূলক কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোদী। জবাবে প্রেসিডেন্ট লাইং আশ্বস্ত করেছেন, ভারতের এই উদ্বেগের বিষয়ে মায়ানমার অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো এই সমস্ত জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে। বিদেশ সচিব মনে করিয়ে দেন, উত্তর-পূর্বের শান্তি, সীমান্ত সংলগ্ন মানুষের নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হিসেবে মায়ানমারের স্থিতিশীলতা দিল্লির কাছে অত্যন্ত জরুরি। তবে কূটনীতির এই জটাজালের মাঝেও চিন্তার ভাঁজ দূর হচ্ছে না দিল্লির। মায়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধের কারণে ভারতের অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুটি পরিকাঠামো প্রকল্প; ‘কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট’ এবং ‘ভারত - মায়ানমার - থাইল্যান্ড ত্রিপাক্ষিক হাইওয়ে’-র কাজ দীর্ঘদিন ধরে থমকে রয়েছে। বিদেশ সচিব স্বীকার করে নিয়েছেন, সুরক্ষাজনিত সমস্যাই এখন এই প্রকল্পগুলির মূল অন্তরায়। তবে গৃহযুদ্ধের তীব্রতা যখন সাময়িকভাবে কমে, তখন কাজের গতি বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

৬ জুন ভারতে ফিরছেন ‘ককরোচ’ দলের প্রতিষ্ঠাতা

নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে নামবেন দিল্লির রাজপথে

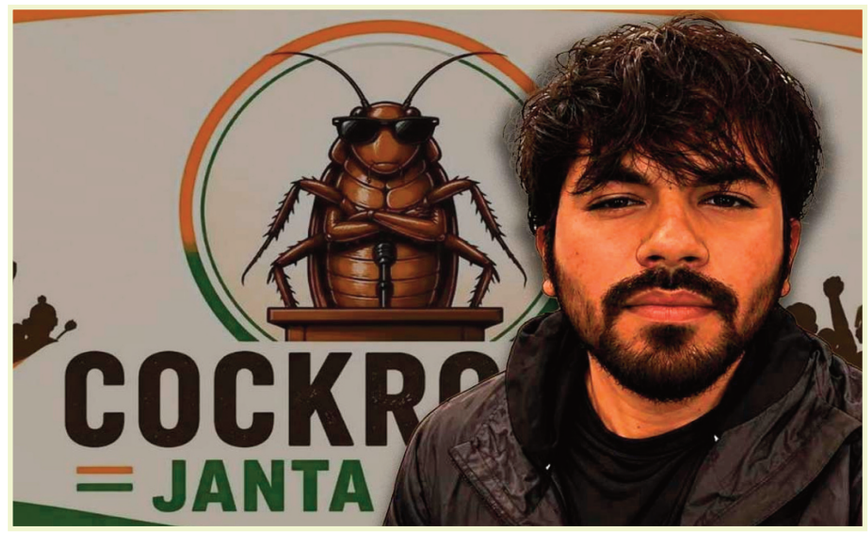

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এই ‘ককরোচ’ দলের নেপথ্যে রয়েছে বস্টন-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ অভিজিৎ দীপকে। অনলাইন দুনিয়ায় যখন হু হু করে তাঁর দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, সেই আবহে প্রকাশ্যে আসে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি। তারই প্রতিবাদে পথে নামতে দেশে ফিরছেন ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা।দেশে ফিরছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। নিট-ইউজি-তে প্রশ্নফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে যন্তরমন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিতেই তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন। আগামী ৬ জুন এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত দেশের যুব সম্প্রদায়ের একাংশকে ‘আরশোলা’ এবং ‘পরজীবী’ বলে উল্লেখ করার পরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। প্রধান বিচারপতির মতে, ওই তরুণ-তরুণীরা অন্য কোনও পেশায় স্থান না পেয়ে সাংবাদিক, সমাজমাধ্যম ব্যবহারকারী বা তথ্যের অধিকার কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন ও সকলকে আক্রমণ করেন। প্রধান বিচারপতির ওই মন্তব্যের পর গত ১৬ মে সিজেপি আত্মপ্রকাশ করে। ‘অনলাইন স্যাটায়ার মুভমেন্ট’ (ব্যাঙ্গাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলন) হিসাবে পথ চলা শুরু করার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই নেটমাধ্যমে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলে সিজেপি। এই ‘ককরোচ’ দলের নেপথ্যে রয়েছে বস্টন-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ অভিজিৎ। অনলাইন দুনিয়ায় যখন হু হু করে তাঁর দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, সেই আবহে প্রকাশ্যে আসে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি। দেশ জুড়ে এই নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে সমর্থন জানান অভিজিৎও। এ-ও জানান, নিট-আন্দোলনে বিক্ষোভকারীদের পাশে থাকতে দেশে ফিরবেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জোরাল করে তোলেন। এক্স হ্যান্ডলে এক ভিডিয়োবার্তায় অভিজিৎ বলেন, এখন সময় এসেছে আমাদের সকলকে ভারতের সংবিধানের পথ অনুসরণ করে একত্রিত হওয়ার। শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আওয়াজ তুলতে হবে।ধর্মেন্দ্রের পদত্যাগের দাবিতে আট লক্ষের বেশি পড়ুয়া একটি অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন বলে উল্লেখ করে অভিজিৎ বলেন, লখনউ,

জয়পুর, মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে। নিট, সিবিএসই, সিউইটি-তে বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে অভিজিৎ বলেন, এত বড় ভুলের পরেও যদি শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না-করেন, তার অর্থ এই দেশে আরও কোনও জবাবদিহির অবকাশ নেই। তাঁর কথায়, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার কারণে ভুগতে হয় মূলত পড়ুয়াদেরই।অভিজিৎ জানান, ৬ জুন তিনি দিল্লি এসে যন্তরমন্তরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানোর জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাইবেন। আন্দোলনে কোনও সহিংসতার জায়গা নেই। তিনি আরও বলেন, আমার বন্ধু বা পরিবারের লোকেরা গ্রেফতারির ভয় পাচ্ছেন। তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক। সেখানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অনুমতি পাব। এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি গান্ধীজি, অম্বেদকর, ভগৎ সিংহের বড় ভক্ত। আমি সবকিছুর চেয়ে ভারতের সংবিধানকে বেশি বিশ্বাস করি।

সংবিধানে আমাদের সকলকে কথা বলার অধিকার দেয়।গ্রেফতারির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না অভিজিৎ। তবে এ-ও বলেন, আমরা আর কত দিন ভয়ে থাকব? এই দেশ কোনও এক দলের নয়। দেশ আমাদের সকলের। এটা আমাদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব হল, এই দেশে কারও সঙ্গে অন্যায় হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করার।” অভিজিৎ আরও জানান, তিনি সম্প্রতি আমেরিকার একাধিক চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন। তবে তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ, তিনি চান দেশের জন্য অবদান রাখতে।

এই ‘ককরোচ’ দলের নেপথ্যে রয়েছে বস্টন-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ অভিজিৎ দীপকে। অনলাইন দুনিয়ায় যখন হু হু করে তাঁর দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, সেই আবহে প্রকাশ্যে আসে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি। তারই প্রতিবাদে পথে নামতে দেশে ফিরছেন ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা।দেশে ফিরছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 03-06-2026 03:46 Page 13

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের রমরমা ! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ‘উদ্ধারে’ বড় সিদ্ধান্ত জয় শাহর আইসিসি’র

আইপিএলের রমরমা। বিশ্বজুড়ে একই সঙ্গে চলছে একাধিক টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। যার জেরে একঘরে হয়ে পড়ছে দ্বিপাক্ষিক আন্তর্জাতিক সিরিজ। কীভাবে বার্ষিক ক্যালেন্ডারে দু’টোর একটা সমঝোতা করা যায়। সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করল আইসিসি । যার চেয়ারম্যান জয় শাহ। দু’টোকে একসঙ্গে চলার জন্য একটা আলাদা কমিটি তৈরি করেছে জয় শাহর বোর্ড। বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আইসিসি’ও একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে তুলনায় ছোট দেশগুলোতে ক্রিকেটের মাদকতা ছড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাতে সমস্যা অনেকগুলো। আইসিসি’র ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম ও দ্বিপাক্ষিক সিরিজগুলোকে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে ভারতে আইপিএল ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমিরশাহীতে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চলে। এর মধ্যে বছর শেষে জুড়ছে ইউরোপ টি২০ প্রিমিয়ার লিগ। ছোট দেশগুলোর প্লেয়াররা টাকার জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এমনকী হেনরিক ক্লাসেন, সুনীল নারিনের মতো ক্রিকেটাররা পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে আইসিসি’র সার্বিক পরিকল্পনা বাধা পেয়েছে। এক বিবৃতিতে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, ‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান বিস্তার নিয়ে বোর্ড উদ্বিগ্ন। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সমন্বয় ঘটানোর জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।’ খেলোয়াড়দের লভ্যতা, দায়বদ্ধতা ও ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক বৃদ্ধির ভারসাম্য রক্ষা করতে আইসিসি হিমশিম খাচ্ছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দায়বদ্ধতাকেই আগে রাখছে আইসিসি। পাশাপাশি একটি মরশুমে কতগুলো লিগে অংশ নিতে পারবে, তার সীমা নির্ধারিত হতে পারে। তবে ভারত এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা বিদেশের টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারে না।

মেসি কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসকে তলব

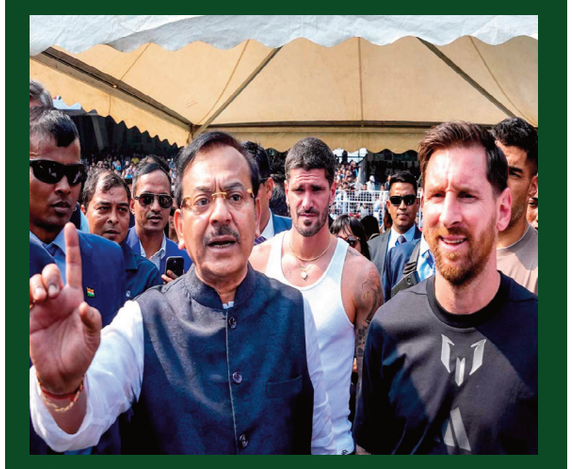

মেসি কাণ্ডে আরও চাপ বাড়ল অরূপ বিশ্বাসের উপর। এবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করা হল রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে আগামী ৪ জুন তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও, সরকারিভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ‘গোট’ কনসার্টের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। গত ১৭ মে শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতির ৩(৫)/ ৩০৮ (২)/ ৩১৮(৪)/৩৫১(২)/৬১(২) ধারা অর্থাৎ টিকিটে কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন, মেসির ইভেন্টের নিরাপত্তায় গাফিলতি, প্রতারণা ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন মেসির গোট টুরের আয়োজক শতদ্রু। তাঁর অভিযোগ, মেসি ইভেন্টের জন্য প্রায় ২২ হাজার টিকিট কালোবাজারি করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। এর পাশাপাশি শতদ্রুর অভিযোগ, গা জোয়ারি করে, প্রভাব খাটিয়ে মেসির কাছাকাছি চলে এসেছিলেন তিনি। বিনা অনুমতিতে মেসির গায়ে হাতও দিয়েছিলেন। এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই অরূপের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন শতদ্রু। এবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব করল পুলিশ। অরূপকে পুলিশি তলব প্রসঙ্গে শতদ্রু বলেন, তআগেই ডাকা উচিত ছিল। নতুন সরকারের এই পদক্ষেপকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময় তৎকালীন সরকার নিজের মন্ত্রীকে বাঁচাতে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। আগেই অরূপকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। বলে রাখা প্রয়োজন, যুবভারতীতে কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসিকে ঘিরে বিশৃঙ্খলা মামলায় সবার আগে ইভেন্টের মূল আয়োজক শতদ্রুকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে তিনি জামিন পান। রাজ্যে পালাবদলের পর এই কাণ্ডের ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। এরপরই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন শতদ্রু। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই এফআইআর কপি পোস্ট করে লিখে ছিলেন, ‘সত্যমেব জয়তে’। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে ধন্যবাদ জানান শতদ্রু।

নামের পাশে বিশ্বজয়ী তকমাটাই আসল

অতীতের মায়া কাটিয়ে ফের কাপ জয়ে মন দেশঁ-র

১৯৯৮ সালে অধিনায়ক হিসেবে, আর ঠিক দু’দশক পর ২০১৮ সালে কোচ হিসেবে;বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফিটা দু’বার ছুঁয়ে দেখেছেন তিনি। ফুটবল ইতিহাসে এমন বিরল নজির খুব কম জনেরই রয়েছে। তবে অতীত সাফল্য নিয়ে মজে থাকতে নারাজ দিদিয়ের দেশঁ। ফ্রান্সের হেড কোচ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পুরনো দিনের কথা ভেবে সময় নষ্ট করার চেয়ে তাঁর নজর এখন শুধুই সামনের দিকে। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপের আগে ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফরাসি কোচ জানিয়েছেন, ফুটবল মাঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো তৃপ্তির আর কিছুই হতে পারে না। দেশঁ বলেছেন, ‘আমি সব সময় আজকের দিন আর আগামীকালের কথা ভাবি। সত্যি বলতে, অন্য কিছুই আর মাথায় থাকে না। আমি শুধু সামনের দিকে ফোকাস করছি। ১৯৯৮ এবং ২০১৮ সালের স্মৃতি চিরকাল আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকবে ঠিকই, কিন্তু অতীতকে তো আর বদলানো যায় না। এখন সব চেয়ে বেশি জরুরি হল, আমরা আগামী দিনে কী করতে চলেছি’। ক্লাব ফুটবলে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-সহ একাধিক ট্রফি জিতলেও, বিশ্বকাপের স্বাদ যে একেবারেই আলাদা, তা অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আমি ক্লাব ফুটবলে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে অনেক ট্রফি জিতেছি, কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়ে মধুর আর কিছু নেই। আপনার নামটা একই থাকে, কিন্তু তার পাশে চিরকালের জন্য দুটো শব্দ জুড়ে যায়;বিশ্বচ্যাম্পিয়ন’। ইতিহাস বলছে, খেলোয়াড় এবং কোচ;উভয় ভূমিকাতেই বিশ্বকাপ জেতার নজির রয়েছে কেবল তিন জনের। দেশঁ ছাড়া বাকি দু’জন হলেন প্রয়াত মারিও জাগালো এবং ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। এবারের বিশ্বকাপে ফরাসি শিবির যদি ফের খেতাব জেতে, তবে ফুটবল বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবেন দেশঁ।

প্রথম কোচ হিসেবে দু’বার বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি, টানা তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অনন্য রেকর্ডও গড়বেন তিনি। কাতার বিশ্বকাপের মতো আসন্ন মেগা টুর্নামেন্টেও ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামছে ফ্রান্স। গ্রুপ ‘আই’-তে ফরাসিদের লড়াই সেনেগাল, ইরাক এবং নরওয়ের বিরুদ্ধে। আগামী ১৬ জুন নিউ জার্সিতে সেনেগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে এমবাপেরা। তার আগে হেড কোচের এমন লড়াকু এবং আত্মবিশ্বাসী বার্তা যে দলের মানসিক জোর আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শেষ রেখা পেরোতে মরিয়া ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ নিয়ে হুঙ্কার হ্যারি কেনের

বারবার কাছে এসেও খালি হাতে ফেরা। কখনও টাইব্রেকারের হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা, কখনও আবার তীরে এসে তরী ডোবার আক্ষেপ। তবে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর কোনও ভুল করতে রাজি নয় ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ অধিনায়ক হ্যারি কেন অন্তত তেমনই মনে করছেন। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিলেন, এবার আর শুধু ভালো খেলা বা শেষ চারে পৌঁছনো নয়, থ্রি লায়ন্সদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ট্রফির খরা কাটানো। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইংল্যান্ড দলের বর্তমান মানসিকতা এবং বিশ্বকাপের লক্ষ্য নিয়ে মুখ খোলেন তারকা এই স্ট্রাইকার। তাঁর কথায়, ‘এখন আমাদের কাছে প্রত্যাশা একটাই; শেষ গণ্ডিটা পার হওয়া’। গত কয়েকটি বড় প্রতিযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে দুরন্ত ফুটবল খেললেও শিরোপা অধরাই থেকেছে ব্রিটিশদের। ইউরো কাপের

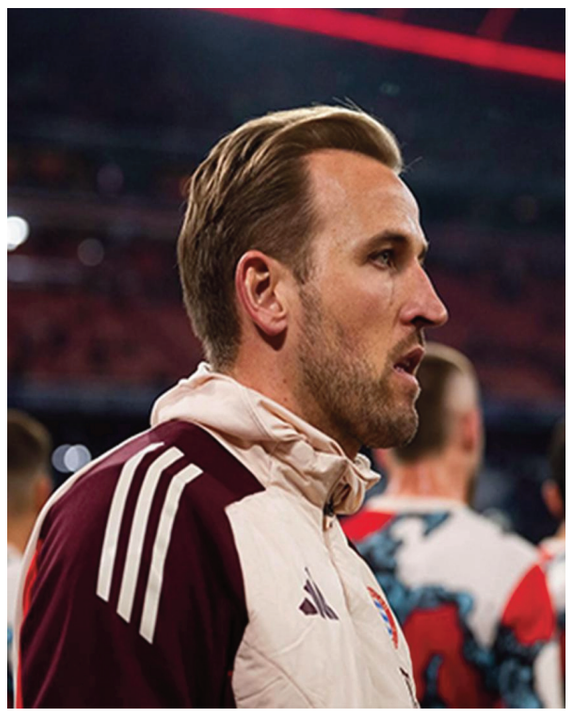

ফাইনালে হৃদয়ভাঙা হার হোক বা বিশ্বকাপে একটুর জন্য ছিটকে যাওয়া;সব মিলিয়ে একটা চাপা আক্ষেপ রয়েছে শিবিরে। কেনের কথায় পরিষ্কার, সেই আক্ষেপের ইতিহাস এবার বদলাতে বদ্ধপরিকর গোটা দল। অধিনায়কের মতে, দলে এখন প্রতিভার কোনও অভাব নেই। তরুণ ও অভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়ে তৈরি এই স্কোয়াড বিশ্বমঞ্চে যে কোনও প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা রাখে।

তবে বিশ্বজয়ের জন্য যে মানসিক কাঠিন্য এবং স্নায়ুর চাপ ধরে রাখার প্রয়োজন, সেদিকেই এখন সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। সমর্থকদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুটবলকে তার জন্মস্থানে ফেরানোর যে স্বপ্ন ইংল্যান্ড বহুদিন ধরে দেখছে, অধিনায়ক কেনের এই আত্মবিশ্বাসী বার্তা সেই প্রত্যাশার আগুনে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিল তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, মাঠের লড়াইয়ে এই পর্বতপ্রমাণ চাপ সামলে ইংল্যান্ড সত্যিই শেষ রেখা পার হতে পারে কি না।

কোরীয় রক্ষণ ফালাফালা করে দুরন্ত জয় অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপে উড়ছে ভারত

মাঠে নামার আগে থেকেই খাতায়-কলমে তাঁরা ফেভারিট ছিলেন। আর সবুজ টার্ফে স্টিক হাতে সেই তকমারই যেন পূর্ণ মর্যাদা দিলেন ভারতের তরুণ তুর্কিরা। অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়ে ৪-১ গোলে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়ে কোরীয় রক্ষণকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করল ভারতীয় ফরোয়ার্ড লাইন। খেলার প্রথম কোয়ার্টার থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে ভারত।

কোরিয়ার ডিফেন্সকে গুছিয়ে ওঠার কোনও সুযোগই দেননি ভারতের তরুণ স্ট্রাইকাররা। মাঝমাঠের দখল নিয়ে নিখুঁত পাসে বারবার কোরিয়ার ডি-বক্সে হানা দিতে থাকেন তাঁরা। গতি এবং স্কিলের মেলবন্ধনে প্রথমার্ধেই চালকের আসনে বসে যায় ভারতীয় দল।

কোরিয়া বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রতি-আক্রমণ শানানোর চেষ্টা করলেও, ভারতের জমাট রক্ষণের সামনে তা হালে পানি পায়নি। ম্যাচের একটা সময়ে কোরিয়া একটি গোল শোধ করে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালালেও, তা ভারতীয় দলের জয়ের পথে কোনও

মাঠে নামার আগে থেকেই খাতায়-কলমে তাঁরা ফেভারিট ছিলেন। আর সবুজ টার্ফে স্টিক হাতে সেই তকমারই যেন পূর্ণ মর্যাদা দিলেন ভারতের তরুণ তুর্কিরা। অনূর্ধ্ব-১৮ এশিয়া কাপ হকিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়ে ৪-১ গোলে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিল ভারত।

প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। উল্টে আক্রমণের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে পরপর গোল করে ব্যবধান ৪-১ করে ফেলে ভারত, আর তাতেই কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে যায়। এই দাপুটে জয় শুধু দলের পয়েন্টই বাড়াল না, সেই সঙ্গে দলের আত্মবিশ্বাসকেও এক ধাক্কায় অনেকটা উঁচুতে তুলে দিল। এশিয়া কাপের মতো বড় মঞ্চে এমন আধিপত্য দেখিয়ে জয় পাওয়াটা টুর্নামেন্টের বাকি দলগুলোর কাছেও এক কড়া বার্তা। কোচ এবং ম্যানেজমেন্ট এই পারফরম্যান্সে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত। তবে এখনই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ দল। টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও এই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে শিরোপার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়াই এখন ভারতের যুবা দলের প্রধান লক্ষ্য।

দশের বদলে সেই উনিশেই মজেছেন লামিন ! বিশ্বকাপের মঞ্চে মেসির স্মৃতি ফেরাচ্ছেন স্প্যানিশ বিস্ময়

বল পায়ে তাঁর জাদুকরী ড্রিবল থেকে শুরু করে মাঠের ভিতরের স্কিল-ফুটবল বিশ্ব বারবার তাঁর মধ্যে লিয়োনেল মেসির ছায়া খুঁজে পেয়েছে। আর এবার বিশ্বকাপের মেগা মঞ্চে নামার আগেই সেই জল্পনার আগুনে যেন নতুন করে ঘি ঢাললেন লামিন ইয়ামাল। আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপে স্পেনের হয়ে ১৯ নম্বর জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলেছেন এই তরুণ স্প্যানিশ বিস্ময়। ঘটনাচক্রে, ২০০৬ সালে নিজের প্রথম বিশ্বকাপে ঠিক এই ১৯ নম্বর জার্সি পরেই বিশ্বমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং মেসি। ফলে ফুটবল মহলে এখন একটাই গুঞ্জন, তাহলে কি আইডলের দেখানো পথেই হাঁটতে চলেছেন বার্সেলোনার নতুন সুপারস্টার? সম্প্রতি স্প্যানিশ ফুটবল সংস্থার তরফে আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলের চূড়ান্ত স্কোয়াড এবং খেলোয়াড়দের জার্সি নম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সেখানেই দেখা যাচ্ছে, প্রত্যাশা মতো ১০ নম্বর জার্সির দিকে না ঝুঁকে নিজের চেনা ১৯ নম্বরেই ভরসা রেখেছেন ইয়ামাল। স্পেনের মর্যাদাপূর্ণ ১০ নম্বর জার্সিটি উঠেছে দানি ওলমোর গায়ে। অন্যদিকে, মাঝমাঠের খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও গাভিকে দেওয়া হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ৯ নম্বর জার্সি, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ফুটবল মহলে বেশ চর্চা শুরু হয়েছে। তবে সব আলোচনাকে ছাপিয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে শুধুই ইয়ামালের এই প্রতীকী সিদ্ধান্ত। ফুটবল পণ্ডিতদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে যেমন মেসির প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা লুকিয়ে রয়েছে, তেমনই রয়েছে নিজের পরিচিতিকে ধরে রাখার চেষ্টাও। ফুটবল প্রেমীদের স্মৃতিতে আজও অমলিন ২০০৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার হয়ে ১৯ নম্বর জার্সি গায়ে তরুণ মেসির সেই ঝলক। পরবর্তীতে বার্সেলোনার হয়ে ঠিক সেই একই নম্বর গায়ে চাপিয়ে বিশ্ব ফুটবলে ঝড় তুলেছেন ইয়ামাল। গত ইউরো কাপে স্পেনের জার্সি গায়েও এই ১৯ নম্বর পরেই গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই লাকি নম্বরকেই নিজের প্রথম বিশ্বকাপের সঙ্গী করলেন ১৮ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড। এমনিতেই আসন্ন বিশ্বকাপে স্পেনকে অন্যতম ফেভারিট হিসেবে ধরা হচ্ছে।

বিস্মৃতির অতলে পৃথিবীর প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ

কমলা ভট্টাচার্য

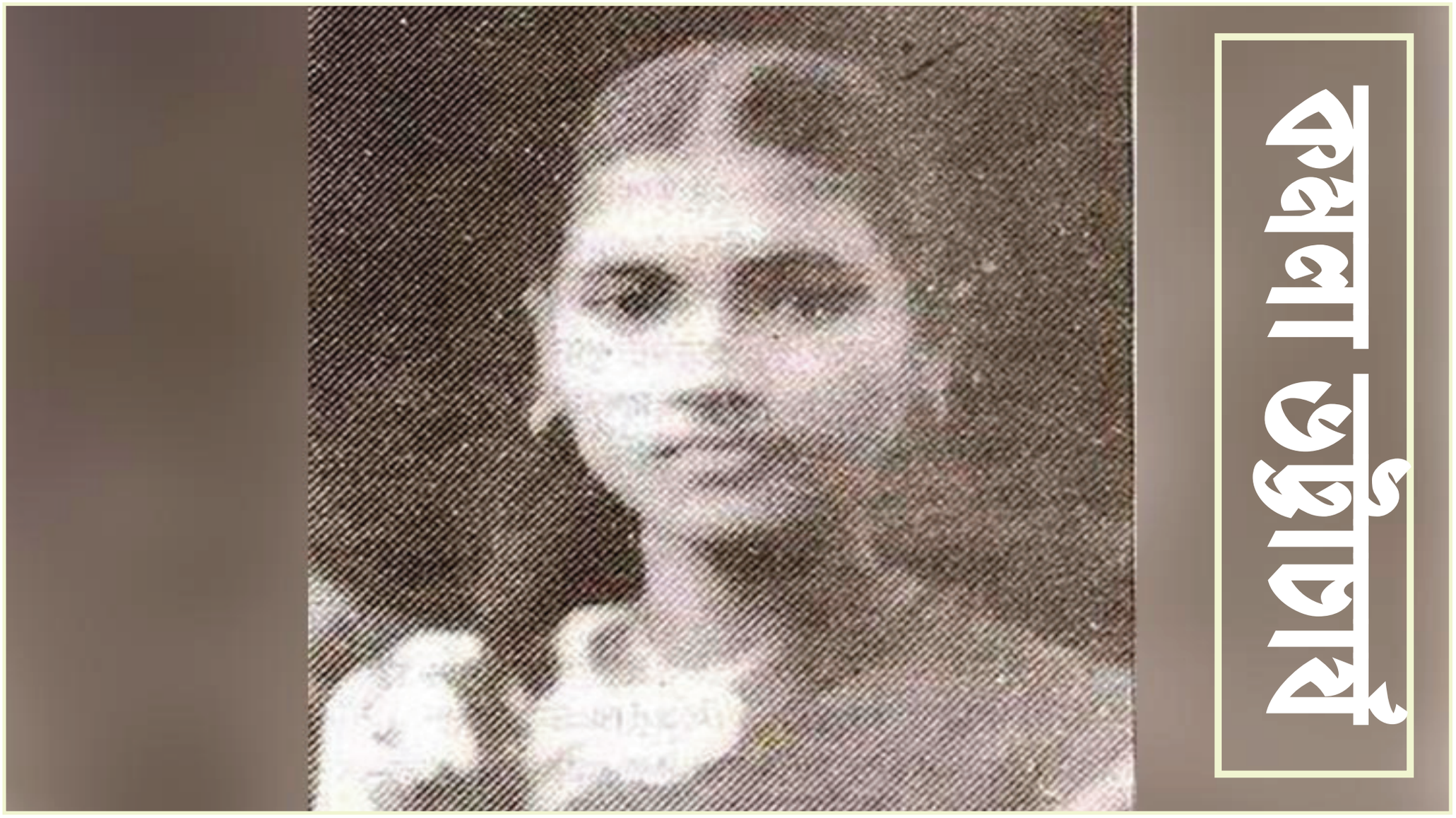

১৯৫২'র ভাষা শহিদদের আমরা ভুলিনি। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ যে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল, সেই রক্তের স্মৃতি তখনও স্তিমিত হয়ে যায়নি। নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালি তরুণ-তরুণীরা বারবার বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে বন্দুকের নলের সামনে। সেটা কখনো বাংলাদেশ, কখনো বা বরাক উপত্যকা । একুশের স্মৃতি বাঙালির স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। কিন্তু ভাষার জন্য আত্মবলিদান তখনো বাকি ছিল। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ঠিক ৯ বছর পর। ১৯৬১ সালের ১৯ মে। বরাক উপত্যকার উপর বলপূর্বক অসমিয়া ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা তথা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদে বরাক উপত্যকার সর্বত্র শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তার আগের বছরই ১৯৬০ সালে আসাম বিধানসভায় বিল পাশ হয়ে গেছে। বরাক উপত্যকায় যেখানে সর্বাধিক মানুষ বাংলাভাষী, সেখানে জোর করে অসমিয়াকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।বাংলা ভাষার স্বাধিকার ফিরিয়ে আনতে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর জুড়ে ১৮ মে থেকেই হরতাল শুরু হয়, শুরু হয় নীরব জমায়েত এবং পিকেটিং। শিলচর স্টেশনেও ট্রেন অবরোধের মধ্য দিয়ে হরতাল সফল করার চেষ্টায় সামিল হয় অজস্র বাঙালি তরুণ-তরুণী। যদিও এই সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল দেশভাগের পর থেকেই , আসামের অসমিয়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙালিদের একটা মানসিক সংঘাত দানা বাঁধছিল, ক্রমে বাঙালিদের বিরুদ্ধে 'বাঙা খেদা' প্রচারাভিযান শুরু হলে অসংখ্য বাঙালি আসাম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বাকি আরো সহস্র বাঙালি চলে এসেছিলেন এই বরাক উপত্যকায়। তারপরেই ১৯৬০ সালে আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহার সিদ্ধান্তে এবং মন্ত্রীসভায় অসমিয়া জনপ্রতিনিধির সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে অসমিয়া ভাষাকে বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র আসামের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পাশ হয় অসম অফিসিয়াল অ্যাক্ট ১৯৬০।

শচীন্দ্রমোহন পাল, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সত্যেন্দ্রকুমার দেবের সঙ্গে সবার প্রথমে বরাকের ভাষা শহিদ হিসেবে উচ্চারিত হয় কমলা ভট্টাচার্যের নাম। বাঙালিদের হরতাল দমন করতে সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে আসাম সরকার, শুরু হয় একের পর এক গ্রেপ্তার। এই জমায়েতেই সামিল হয়েছিলেন যোড়শী বাঙালি কন্যা কমলা , কমলা ভট্টাচার্য। আগের দিনই সদ্য তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে, চোখে তার স্বপ্ন জড়িয়ে , আরো পড়াশোনা করবে সে, টাইপ শিখবে, গ্র্যাজুয়েট হবে আর অভাবের সংসারে একটু সুখ এনে দেবে। কমলার মেজদি প্রতিভা স্কুল শিক্ষিকা আর বড়দি বেণু নার্সিং-এর প্রশিক্ষণরতা। শিলচরে পাবলিক স্কুল রোডে তাদের সেই ভাড়াবাড়ি থেকেই ধোয়া নিপাট শাড়ির পাট ভেঙে পরে কমলা এসেছিল সেদিনের জমায়েতে। সে একা নয়, সঙ্গে ছিল তাঁরই বয়সী আরো ২২ জন কিশোর-কিশোরী। আন্দোলনকারী কাছাড় জেলা জুড়েও হরতাল জারি রেখেছিল। সকলের মুখে একই স্লোগান 'জান দেবো, তবু জবান দেবো না', 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ'। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে পারে সেই আশঙ্কায় কমলার মা সুপ্রবাসিনী দেবী হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন এক টুকরো কাপড়। কমলার সঙ্গে এসেছিলেন তারই বোন মঙ্গলাও। ইতিমধ্যে পুলিশকে গ্রেপ্তার করতে দেখে উত্তেজিত আন্দোলনকারীরা একটা ট্রাকে আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর এই আগুন দেখেই আসাম রাইফেলসের সেনারা শুরু করে গুলি চালানো। সতেরো রাউন্ড গুলি চলে। একইসঙ্গে শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। বন্দুকের বাঁটের আঘাতে মঙ্গলা মাটিতে পড়ে যায় আর ঠিক তখনই কমলার স্বপ্নিল চোখ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় পুলিশের গুলি। ভাষার জন্য লড়াইয়ে একদিনে ১১ জন বাঙালি শহিদ হয়েছিলেন সেদিন যাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উঠে আসে কমলা ভট্টাচার্যের নাম। বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ তিনি।১৯৪৫ সালে শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম হয়েছিল কমলা ভট্টাচার্যের। তাঁর বাবা রামরমণ ভট্টাচার্য আর মা সুপ্রবাসিনী দেবী। আরো চার বোন ও তিন ভাইয়ের সঙ্গেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড়ো হয়েছিলেন তিনি। দেশভাগের পর ১৯৫০ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গ জুড়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রাণ বাঁচাতে তার পরিবার চলে আসে শিলচরের এই পাবলিক স্কুল রোডের বাড়িতে। তারপর এখানেই ছোটেলাল শেঠ ইন্সটিটিউট থেকে পড়াশোনার শুরু কমলার। বই কেনার সামর্থ্য ছিল না, ধার করে বই এনে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন কমলা। তবু হাল ছাড়েননি। স্বপ্ন দেখতেন গ্র্যাজুয়েট হবেন, টাইপিং শিখবেন, সংসার প্রতিপালনে দিদির পাশাপাশি সাহায্য করবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল। বাংলা ভাষার অধিকারের দাবিতে বরাক উপত্যকার আন্দোলনে প্রাণ দিল কিশোরী কমলা। শচীন্দ্রমোহন পাল, কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, হীতেশ বিশ্বাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, বীরেন্দ্র সূত্রধর এবং সত্যেন্দ্রকুমার দেবের সঙ্গে সবার প্রথমে বরাকের ভাষা শহিদ হিসেবে উচ্চারিত হয় কমলা ভট্টাচার্যের নাম। আজও সেই শিলচর পাবলিক স্কুল রোডে গেলে দেখা যাবে সেই রাস্তার নাম পালটে করা হয়েছে কমলা ভট্টাচার্য রোড। কমলার সেই স্কুল ছোটেলাল শেঠ ইন্সটিটিউটে বসেছে তাঁর আবক্ষ মূর্তি। কিন্তু হয়তো আজও ১৯৫২'র ভাষা শহিদদের থেকে তাঁর নাম খানিক আঁধারে।

১৯৫২'র ভাষা শহিদদের আমরা ভুলিনি। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ যে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল, সেই রক্তের স্মৃতি তখনও স্তিমিত হয়ে যায়নি। নিজের মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালি তরুণ-তরুণীরা বারবার বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে বন্দুকের নলের সামনে। সেটা কখনো বাংলাদেশ, কখনো বা বরাক উপত্যকা । একুশের স্মৃতি বাঙালির স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল। কিন্তু ভাষার জন্য আত্মবলিদান তখনো বাকি ছিল। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ঠিক ৯ বছর পর। ১৯৬১ সালের ১৯ মে। বরাক উপত্যকার উপর বলপূর্বক অসমিয়া ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা তথা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিবাদে বরাক উপত্যকার সর্বত্র শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।